নগর সংস্করণ

শনিবার

৯ নভেম্বর ২০২৪

২৪ কার্তিক ১৪৩১, ৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৬

বিশ্লেষণ : ট্রাম্পের বিজয়

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি : রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাররা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রুটিরুজিতে

হাসান ফেরদৌস
নিউইয়র্ক থেকে

সব হিসাব-নিকাশ ভুল প্রমাণিত করে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি অপ্রত্যাশিত, কিন্তু যেভাবে বিপুল ভোটে তিনি জয়ী হয়েছেন, সেটা আরও অপ্রত্যাশিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশ কাউন্টি বা জেলায় বিগত দুবারের চেয়ে তিনি অধিক ভোট পেয়েছেন। কেন, কীভাবে, সে হিসাব করতে গিয়ে নিজেদের চুল ছিঁড়ছেন ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদেরা।

একটা বিষয় স্পষ্ট। কোভিড-পরবর্তী অর্থনীতির যে নেতিবাচক প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের ওপর পড়ে, ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে তার দায়ভার এড়ানো সম্ভব হয়নি। শত প্রতিশ্রুতি অথবা ট্রাম্প কতটা ভয়াবহ, তা বারবার বলেও ভোটারদের মনে আস্থা জাগাতে পারেননি ডেমোক্র্যাটরা। দেশের মানুষ 'পরিবর্তনের' জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। নিজের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অবিচল একজন শক্ত নেতার অপেক্ষায় ছিল তারা। শুধু এই দেশেই নয়, ইউরোপের একাধিক দেশেও আমরা দেখেছি কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের মুখে রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। উত্থান হয়েছে তথাকথিত 'স্ট্রং ম্যানের'।

কমলার প্রার্থিতা

ট্রাম্পের বিজয়ের জন্য কমলা হ্যারিসকে দায়ী করা অন্যায় হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে মাত্র তিন মাস সময় তিনি পেয়েছিলেন। নির্বাচনের আগে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছিল, তারা মনে করে দেশ ভুল পথে চলছে। মাত্র ৪০ শতাংশ মানুষ বাইডেনের নেতৃত্বে সমর্থন জানায়। কমলা কিছুতেই জো বাইডেনের মতো এমন একজন অজনপ্রিয় রাজনীতিক থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারেননি। সেটা সম্ভবও ছিল না। তিনি এই প্রশাসনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা, এই প্রশাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোরই ভাগীদার তিনি।

কমলা তাঁর প্রচারের কেন্দ্রে গর্ভপাতের বিষয়টি রেখেছিলেন। ২০২০ ও ২০২২ সালে গর্ভপাতের প্রশ্নে নারী সমর্থনের জোরে ডেমোক্রেটিক পার্টি বৈতরণি পেরোতে পেরেছিল। ২০২৪ সালে সেটি আর নারী-পুরুষ কারও কাছেই প্রধান ইস্যু ছিল না। অনেক বেশি জরুরি ছিল দিন শেষে খাবার টেবিলে রুটি-মাখন জোগানোর প্রশ্ন।

কমলার আরও একটি ভুল ছিল প্রেসিডেন্ট হলে তিনি নতুন কী করবেন, তা ব্যাখ্যার বদলে অধিক মনোযোগী ছিলেন ট্রাম্প কতটা ভয়াবহ, সে কথা ব্যক্ত করতে। ১০ বছর ধরে দেশের মানুষ যাঁর (ট্রাম্প) কথা শুনে আসছে, সে বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কমলা বদলাতে পারেননি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নির্মাণ ব্যয় উঠে যাওয়ার পরও টোল যেসব সেতুতে

সেতুর নাম	টোল শুরু	নির্মাণ ব্যয়*	আয়*
১. মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী	১৯৯০-১৯৯৪	৩০০	৩৬,৮২০
২. চট্টগ্রাম শাহ আমানত সেতু	২০১০	৩৮০	৬৬৫
৩. রূপগঞ্জের কাঞ্চন সেতু	২০০৯	৫৮	৪৫৩
৪. ঘোড়াশাল সেতু	২০০৬	২৫	২৩৬
৫. ফরিদপুর গড়াই সেতু	১৯৯১	৫০	২৩০
৬. বরিশাল দোয়ারিকা-শিকারপুর	২০০৩	১১১	২১৯

ছকের বাকি অংশ পৃষ্ঠা ২-এ

* হিসাব কোটি টাকায়

চট্টগ্রাম শাহ আমানত সেতুর নির্মাণ ব্যয় উঠে গেছে। তবু নেওয়া হচ্ছে টোল। গতকাল রাত ১০টায়। ছবি : প্রথম আলো

ব্যয়ের বহুগুণ আয়, তবু টোল

সওজের ২৬ সেতু

২৬টি সেতুর নির্মাণ ব্যয় উঠে গেছে বহু আগে। তবু টোল আদায় করে যাচ্ছে সরকার।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতু দুটির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। তিন দশক আগে চালু হওয়া এই সেতু দুটি থেকে সরকার গত আগস্ট পর্যন্ত টোল বাবদ আয় করেছে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা। এত আয়ের পরও টোল থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের গত আগস্ট পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, মেঘনা ও মেঘনা-গোমতীর মতো দেশের ২৬টি সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের বহুগুণ উঠে গেলেও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর টোল আদায় চলছেই। দু-একটি সেতু বড়, বেশির ভাগই মাঝারি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেতু ব্যবহারকারীরা টোল আদায় বন্ধের জন্য বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার টোল আদায়ে কোনো ছাড় দেয়নি; বরং এর আগে ২০১৪ সালে ২০০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের সব সেতুতে টোল আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়।

> দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় অত্যন্ত বেশি। এ জন্য সেসব অবকাঠামোর টোল ধরা হয় উচ্চ হারে, যা মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।
>
> **সামছুল হক**, অধ্যাপক, বুয়েট

টোলের কারণে যানবাহনের ভাড়া বেশি পড়ে এবং পণ্য পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়। টোল অনেকটা পরোক্ষ করের মতো, যা গরিবের কাছ থেকে ধনীদের সমান হারে আদায় করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ধনী ও সচ্ছলদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর আদায় করতে পারেনি। অন্যদিকে বিপুল ব্যয় ও 'অপ্রয়োজনীয়' নানা প্রকল্প নিয়ে সরকারের খরচ অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যয় মেটাতে চাপ তৈরি করা হয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর। বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি ও সারের দাম এবং সেতুর টোল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৩ সালে সম্ভাব্য সব সড়ক থেকে টোল আদায়ের জন্যও নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

টোলের ক্ষেত্রে আরেকটি দিক হলো, সেতুর ইজারা পান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা। অভিযোগ রয়েছে, টোল আদায় করে ঠিকাদারেরা নিজেরা বেশি লাভবান হয়েছেন। এ কারণে বহু বছর আগে নির্মিত ও তুলনামূলক ছোট সেতু থেকেও টোল আদায় চলছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও পরিবহনবিশেষজ্ঞ সামছুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় অত্যন্ত বেশি। এ জন্য সেসব অবকাঠামোর টোল ধরা হয় উচ্চ হারে, যা মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে আর্থসামাজিক সুফল বিবেচনায় অবকাঠামো থেকে টোল নেওয়া হয় না। কারণ, টোল একধরনের পরোক্ষ কর। দেশে পুরোনো সেতুগুলো থেকে টোল আদায় বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সারা দেশে সওজের অধীনে থাকা ৬৭টি মাঝারি ও বড় সেতু থেকে টোল আদায় করা হয়। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২৬টি সেতুর নির্মাণ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দেশের ২৬% মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায়

জরিপের তথ্য

চালসহ নিত্যপণ্যের দাম কমাতে সরকারের বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেই। খাদ্য নিয়ে সংকটে প্রায় ২ কোটি ১৯ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

দেশে সব ধরনের মোটা চালের দাম আরেক দফা বেড়েছে। মধ্যবিত্তের পছন্দের মাঝারি চালের দাম এক সপ্তাহের ব্যবধানে ২ থেকে ৩ টাকা (প্রায় ৮ শতাংশ) বেড়েছে। মোটা ও সরু চালের দাম বেড়েছে ২ টাকা (প্রায় ৭ শতাংশ)। তাই খাদ্য অধিদপ্তর ও টিসিবির ন্যায্যমূল্যের দোকানে মানুষের সারি দীর্ঘ হচ্ছে। রাজধানীর পুরান ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বেশির ভাগ এলাকায় কম দামে খাদ্যপণ্য কিনতে মানুষের ভিড় বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে একটি সমীক্ষায় দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কাজনক চিত্র উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের ২ কোটি ৩৬ লাখ বা ২৬ শতাংশ মানুষ উচ্চমাত্রার খাদ্যসংকটে ভুগছেন। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব মানুষ বিপদে থাকতে পারেন। তাদের মধ্যে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তিন লাখ রোহিঙ্গাও রয়েছে। এ অবস্থায় তীব্র খাদ্যসংকটে থাকা ১৬ লাখ মানুষের জন্য জরুরি খাদ্যসহায়তা দরকার।

জাতিসংঘসহ বাংলাদেশে কাজ করা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর যৌথভাবে পরিচালিত 'সমন্বিত খাদ্যনিরাপত্তার পর্যায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ৭ নভেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০ বছর ধরে এই জরিপ করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে দুই বছর ধরে প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

খাদ্যনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে খাদ্যপণ্যের দাম ও কৃষি উপকরণের বিষয়টিকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এখন পর্যন্ত চালসহ নিত্যপণ্যের দাম কমানোর বাস্তবসম্মত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি চালকলমালিক, ব্যবসায়ী, খাদ্যপণ্যের আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের সঙ্গে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কোনো সভা হয়নি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থার অভাব ও বিগত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায়ীরা নিষ্ক্রিয় থাকায় দাম হঠাৎ বাড়ছে বলেও মনে করছেন তাঁরা।

প্রতিবেদনে দেশের খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব মানুষের বেশির ভাগ বাস করেন চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা ও সিলেট বিভাগে। দেশের ৪০টি এলাকায় খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, ৩৩টি এলাকার মানুষ সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন।

জরিপে দেখা গেছে, ১৬ লাখ ৪৭ হাজার মানুষের জরুরি খাদ্যসহায়তা দরকার। খাদ্য নিয়ে সংকটময় অবস্থায় আছেন ২ কোটি ১৯ লাখ ৩৩ হাজার মানুষ। আর ৩ কোটি ৩৪ লাখ ১১ হাজার মানুষ চাপে আছেন। শুধু ৩ কোটি ৩৯ লাখ মানুষ পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারপারসন অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার মধ্যে খাদ্য পরিস্থিতিকে আশ্চর্যজনকভাবে কম গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে। সরকার পণ্য সরবরাহ ও খাদ্য বণ্টনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে না পারলে সামনের দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শাহরিয়ারের হাত থেকে রেহাই পাননি দলের নেতা-কর্মীরাও

আওয়ামী গডফাদার ১৯

বিদেশে টাকা পাচারের কথা স্বীকার। এ বিষয়ে মামলা করতে সিআইডিকে অনুরোধ করেছে র‍্যাব।

শফিকুল ইসলাম, *রাজশাহী*

একসময় পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী ছিলেন শাহরিয়ার আলম। ব্যবসা থেকে রাজনীতিতে এসে যেন পেয়ে বসেন এক 'রাজত্ব'। প্রথমে রাজশাহী-৬ আসনের (বাঘা-চারঘাট) সংসদ সদস্য (এমপি), পরে হন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তাঁর ক্ষমতার দাপটে বিরোধী দলের পাশাপাশি রেহাই পাননি নিজ দলের নেতা-কর্মীরাও। রয়েছে চাঁদাবাজি ও জমি দখলের অভিযোগ। টাকার নেশায় চারবার অবৈধভাবে বাঘা উপজেলা দলিল লেখক সমিতির কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। আর সেই কমিটির চাঁদাবাজির জেরে সংঘর্ষে আওয়ামী লীগের এক নেতা প্রাণও হারিয়েছেন।

এমপি হওয়ার পর শাহরিয়ার আলম গত ১৫ বছরে গড়েছেন কৃষি খামার, টেলিভিশন চ্যানেল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ২০০৮ সালে এমপি নির্বাচিত হওয়ার আগে তাঁর শিল্পকারখানার সংখ্যা ছিল ১৯। ২০২৪ সালে শিল্পকারখানা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫টিতে।

শাহরিয়ার আলম মোট চারবার এমপি হয়েছেন। দশম ও একাদশ সংসদে দুইবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। দ্বাদশ সংসদের এমপি হলেও মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গত ৯ সেপ্টেম্বর শাহরিয়ার আলম, তাঁর সাবেক ও বর্তমান স্ত্রী এবং ছেলের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে আছেন। এ কারণে নানা অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দিলেও তিনি সাড়া দেননি।

রাজনৈতিক উত্থান

২০০৮ সালের আগে বাঘা ও চারঘাটে শাহরিয়ার আলমের কোনো বাড়ি ছিল না। পৈতৃক নিবাস রাজশাহী শহরের শিরোইল হলেও বাবা মো. শামসুদ্দিন রেলওয়ের কর্মচারী হওয়ায় তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে। রাজশাহীতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের পর প্রথমে কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এরপর গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি শিল্পকারখানা। রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা থেকে ২০০৮ সালে বাঘা ও চারঘাট

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাবার অটোতে নানাবাড়িতে যাওয়া হলো না ভাই-বোনের

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

প্রথম আলো ডেস্ক

মাদ্রাসা থেকে বাবার সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে নানাবাড়িতে যাচ্ছিল জুনায়েদ হোসেন (১২) ও ফাহিমা আক্তার (৯)। অটোরিকশাটি চালাচ্ছিলেন তাদের বাবা জাহাঙ্গীর আলম। কিন্তু তাদের আর নানাবাড়িতে যাওয়া হয়নি। পথে বাসচাপায় তারা নিহত হয়। এ ঘটনায় তাদের বাবাসহ আহত হয়েছেন তিনজন।

কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার ছগুরা এলাকায় কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত রাজধানীসহ তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কুমিল্লা থেকে মুরাদনগরের কোম্পানীগঞ্জগামী একটি বাস জাহাঙ্গীর আলমের অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই জুনায়েদ ও ফাহিমা নিহত হয়। স্থানীয় লোকজন জাহাঙ্গীরসহ অটোরিকশার আহত দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে দেবীদ্বার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুমিল্লার ময়নামতি এলাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

কুমিল্লার দেবীদ্বারে বাসচাপায় নিহত ভাই জুনায়েদ ও বোন ফাহিমা। ছবি : সংগৃহীত

জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ি দেবীদ্বারের জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামে। তাঁর নিহত দুই সন্তানের মধ্যে জুনায়েদ স্থানীয় শ্রীপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার হিফজ বিভাগে ও ফাহিমা ছগুরা নুরানি মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত। ওই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা অন্তত পাঁচটি বাস ভাঙচুর করে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

স্বৈরাচারের দোসররা দেশে-বিদেশে সক্রিয়

সমাবেশে তারেক রহমান

নয়াপল্টন থেকে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে—প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পথে চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বিএনপি।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই—এ মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলের শোভাযাত্রার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে পলাতক স্বৈরাচারের দোসররা দেশে-বিদেশে ও প্রশাসনে এখনো সক্রিয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।

নয়াপল্টন থেকে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ—প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার পথে চার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বিএনপি। এর মধ্য দিয়ে কার্যত বিএনপি জনশক্তি প্রদর্শন ও অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত নির্বাচনের তাগিদ দিল। গতকাল শোভাযাত্রার উদ্বোধনী বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, এই মিছিল দেশের স্বার্থ রক্ষার মিছিল, নিজের ভোট প্রয়োগের অধিকার রক্ষার মিছিল।

বিকেল পৌনে পাঁচটার পর শোভাযাত্রার সম্মুখভাগটি যখন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছায়, তখন একটি মিনি ট্রাকের ওপর বানানো অস্থায়ী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী মাইকে আগন্তুকদের উদ্দেশে বলেন, নয়াপল্টন থেকে সংসদ ভবনের সামনে এই শোভাযাত্রা কেন। তিনি বলেন, 'আমাদের সামনে জাতীয় সংসদ। এত দিন মানুষ ভোট দিতে পারেনি। তারা ভোট দিয়ে এই সংসদে জনগণের প্রতিনিধি পাঠাতে চায়। এই বার্তা আমরা দিতে চাই। এটাই এই র‍্যালির উদ্দেশ্য।'

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি' দিবস উপলক্ষে বিএনপি এ শোভাযাত্রা বের করে। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটায় নয়াপল্টন থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে বিএনপি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে সমাবেশ শেষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে। গতকাল বাংলামোটর এলাকায়। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

দায়মুক্তির রাজনীতি কি ন্যায়বিচারের জন্য বাধা

বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায়, আইন করে দায়মুক্তি দেওয়ার রাজনীতি এ দেশে নতুন কিছু নয়। দায়মুক্তির রাজনীতি ন্যায়বিচারের জন্য বাধা কি না, তা নিয়ে লিখেছেন **ইমরান আজাদ**।

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

ভেতরের পাতায়

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৫ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১০ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ভোলায় ৩৩.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গল ও তেঁতুলিয়ায় ১৯° সে.

জাতীয় নাগরিক কমিটি

থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু, প্রথম কমিটি যাত্রাবাড়ীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

থানা পর্যায়ে কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করার কাজ শুরু করল জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল শুক্রবার রাতে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানা কমিটি ঘোষণা করেছে তারা। শিগগিরই থানা ও জেলা পর্যায়ে আরও কয়েকটি কমিটি গঠন করা হবে।

জাতীয় নাগরিক কমিটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ঢাকা রাইজিং' কর্মসূচির অংশ হিসেবে গণ-অভ্যুত্থানের লাইটহাউস (বাতিঘর) যাত্রাবাড়ী থানা প্রতিনিধি কমিটি ঘোষণা করা হলো। এ কমিটি ৬১ সদস্যের। জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন নতুন এ কমিটি অনুমোদন করেছেন।

এর আগে ২ নভেম্বর জাতীয় নাগরিক কমিটি 'থানা পর্যায়ে কমিটি গঠনের নির্দেশনা' বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, সব কমিটিতে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ নারী প্রতিনিধি থাকবেন। কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকবেন শহীদ পরিবারের সদস্য ও অভ্যুত্থানে আহত হওয়া ব্যক্তিরা (৫ শতাংশ), সংখ্যালঘু প্রতিনিধি থাকবেন ৫ শতাংশ। কৃষক-শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবেন ৫ শতাংশ। এ ছাড়া এলাকাভিত্তিক সব জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব থাকবে কমিটিতে।

জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে থানা পর্যায়ে আরও বেশ কিছু কমিটি গঠন করা হবে। থানা পর্যায়ের সব কমিটি 'প্রতিনিধি কমিটি' হিসেবে পরিচিতি পাবে। প্রতিনিধি কমিটির সবাই 'থানা প্রতিনিধি' নামে পরিচিতি পাবেন। প্রতিটি প্রতিনিধি কমিটি গঠনের ৬০ দিনের মধ্যে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন যে গণ-অভ্যুত্থানে হয়, তার নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। এই কমিটি তারুণ্যনির্ভর নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে কমিটি গঠন শুরু করেছে তারা।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও জেলা পর্যায়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন শুরু করেছে। ২ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলায় ১১১ সদস্যের কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে তারা এ কার্যক্রম শুরু করে। সর্বশেষ ৩ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০১ সদস্যের কমিটি করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

কঠিন চীবরদান উৎসব ও জাতীয় বৌদ্ধধর্মীয় মহাসম্মেলনে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে বুদ্ধমূর্তি উপহার দেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া। গতকাল রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহারে। ছবি : প্রথম আলো

সব ধর্ম, সবাই মিলে সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চাই

অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান

কঠিন চীবরদান উৎসব ও বৌদ্ধধর্মীয় মহাসম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেনাপ্রধান এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সব ধর্ম, ইসলাম-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিষ্টান, সবাই মিলে সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চান বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, 'অন্য যেসব ধর্ম আছে, সব ধর্ম, জাতি ও গোষ্ঠী সবাই মিলে সুন্দর বাংলাদেশ গঠন করতে চাই। এখানে সুন্দরভাবে শান্তিতে বসবাস করতে, দেশ ও জাতির উন্নতি করতে চাই।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধবিহারে পবিত্র কঠিন চীবর দান উৎসব ও জাতীয় বৌদ্ধধর্মীয় মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সেনাপ্রধান এ কথা বলেন।

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'যখন আজান হচ্ছিল, তখন তাঁরাই বললেন যে কিছুক্ষণ পরে শুরু করি, আজানটা শেষ হয়ে যাক। এই যে ধর্মীয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বোঝাপড়া), ধর্মীয় সম্প্রীতি, মমত্ববোধ দেখিয়েছেন, এটা অতুলনীয়।'

সারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা উৎসব পালনে সেখানে সমবেত হয়েছেন জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, 'আমরা দেখতে চাই, এভাবেই প্রতিনিয়ত, প্রতি সময় আপনারা আপনাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করবেন। সুখে-শান্তিতে থাকবেন। এ জন্য যা কিছু করতে হয়, আমরা সেটা করব। এর আগে দুর্গাপূজাতেও আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। খুব সুন্দরভাবে তা উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যখনই যে ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা চাইবেন, আমরা সেটা প্রদান করব।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের উদ্দেশে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'এখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের দেখে ভালো লাগছে। বিশেষ করে থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতকে দেখে। তাঁরা এ দেশে অনেক বৌদ্ধমন্দির তৈরিতে আর্থিক সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য এটা চমৎকার অবদান। এখানে ভিয়েতনাম ও অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারও আছেন। তাঁরাও বাংলাদেশে শান্তি-সম্প্রীতির জন্য অবদান রাখছেন।'

তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে সেনাপ্রধান বলেন, 'পার্বত্য জেলায়, বিশেষ করে যেহেতু এখানে আমাদের একটু শান্তি-সম্প্রীতির কিছুটা ঘাটতি আছে, সেদিকটা পুষিয়ে নিতে চাই। একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। পাহাড়ে সবাই পাহাড়ি-বাঙালি যেন একসঙ্গে বসবাস করতে পারি।'

সেনাপ্রধান নিজেও পার্বত্য জেলায় দায়িত্ব পালন করে এসেছেন জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের প্রতি আমার মমত্ববোধ-ভালোবাসা আছে। পার্বত্য জেলার শান্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, আমাকে যদি বলা হয়, আমি সেটা করব। পার্বত্য জেলায় পাহাড়ি-বাঙালি, সবাই যেন সুন্দরভাবে বাস করতে পারি, সেই চেষ্টা আমার জারি থাকবে।'

সেনাপ্রধান বলেন, 'আপনাদের (পাহাড়ি জনগোষ্ঠী) একটা ভাষা-সংস্কৃতি আছে। আমরা এটাকে সম্মান করতে চাই। সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবন-বৈচিত্র্য, এটাকে আমরা রক্ষা করতে চাই। এটা আমাদের বিশাল বড় সম্পদ। এগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য যা কিছু করতে হয়, আমরা করব।'

বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর, ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ন্যুয়েন মান কুঅং এবং অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার নারদিয়া সিম্পসন।

নীলফামারীতে জামায়াতের আমির

বিডিআর বিদ্রোহের নামে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে

প্রতিনিধি, *নীলফামারী*

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিডিআর বিদ্রোহের নামে মেধাবী চৌকস সেনা কর্মকর্তাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

গতকাল শুক্রবার সকালে নীলফামারী শহরের পৌরসভা মাঠে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি করেন।

শফিকুর রহমান বলেন, 'অন্যায়ের বিচার হতে হবে, না হলে অন্যায়কারীরা উৎসাহ পাবে, অপরাধ কমবে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বিডিআর বিদ্রোহের নামে মেধাবী চৌকস সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয় পরিকল্পিতভাবে। শেখ হাসিনার নির্দেশেই এটি করা হয়েছে। যত অন্যায়-অত্যাচার জুলুম করা হয়েছে, তা ছিল শেখ হাসিনার মদদেই।'

জামায়াতের আমির বলেন, 'শেখ হাসিনার সময় বিচারের নামে প্রহসন হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে, ফরমায়েশি রায় প্রদান করা হয়েছে। শেখ হাসিনার নামে খুন, গুম ও হত্যা মামলা হয়েছে। আমরা ন্যায়বিচার চাই। ন্যায্য বিচার চাই।'

আরেকটি হবে ইসলামি বিপ্লব : পরওয়ার

'৫ আগস্টের পর আরেকটি বিপ্লব হবে, আর সেটা হবে ইসলামি বিপ্লব', এই মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, 'সেই ইসলামি বিপ্লবের জন্য দলের সব রুকন ভাইবোনকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

গতকাল শুক্রবার কুষ্টিয়ায় তিনি ওই বক্তব্য দেন বলে দলটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কুষ্টিয়ার শহরতলি মোল্লাতেঘরিয়া এলাকায় জামায়াতের সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গোলাম পরওয়ার।

তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কৃষকদের জন্য খাদ্যসহায়তার পাশাপাশি আসন্ন বোরো-রবি মৌসুমে বিনা মূল্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা দেওয়া দরকার। শুধু রিজার্ভের উন্নতি হলেই অর্থনীতির গতি ফিরে আসবে না। বিগত সরকারের অলিগার্কদের হাতে দেশের খাদ্যপণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা কুক্ষিগত ছিল। এর দ্রুত পরিবর্তনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের দিয়ে ওই ঘাটতি পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এর আগে গত এপ্রিলে একই জরিপে দেশের ৩৩টি অঞ্চলের মধ্যে ২০টি খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গত মে মাস থেকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি মারাত্মক দুর্যোগ আঘাত হানে। তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে শুরু করে মে মাসে ঘূর্ণিঝড় রেমাল, জুনে হাওরে আকস্মিক বন্যা, জুলাইয়ে যমুনা তীরবর্তী এলাকায় ভয়াবহ বন্যা ও আগস্টে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা আঘাত হানে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চলতি বছর এসব দুর্যোগে দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাঁদের বড় অংশই কৃষিজীবী। এঁদের আবার এক-চতুর্থাংশ কৃষিমজুর। দুর্যোগ ও তাপপ্রবাহের কারণে তাঁরা ঠিকমতো কাজ পাননি। কাজ পেলেও মজুরি পেয়েছেন কম। এই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ শুধু কৃষি মজুরি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের দৈনিক আয়ের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ খাদ্যের পেছনে ব্যয় হয়। ফলে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় তাদের খাদ্য গ্রহণ কমাতে হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় রেমাল ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার কারণে ফসল, গবাদিপশু, মৎস্য সম্পদ এবং মজুত খাদ্যের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। বছরের বাকি সময়ে দেশে আরও দুর্যোগ দেখা দিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। এতে খাদ্য উৎপাদন কমতে পারে এবং গৃহস্থের আয় কমে আসতে পারে।

বাংলাদেশে গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সব ধরনের সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিশেষ করে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে। ওই অভ্যুত্থানের পর নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নিয়েছে। কিন্তু আগের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামোর তেমন পরিবর্তন হয়নি।

অর্থনৈতিক চাপের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের শুরুতে দেশের মানুষের আয় কমে গেছে এবং ব্যয় বেড়ে গেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও সংঘাতের কারণে ওই সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি ও বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। ফলে খাদ্যনিরাপত্তা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ বলেন, সাধারণত বোরো মৌসুম শুরুর আগের দুই মাস দেশে চালের দাম বেশি থাকে। এ সময় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ গরিব মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা বাড়াতে হয়। এবার নানা কারণে খাদ্যপণ্যের দাম তুলনামূলক বেশি বেড়েছে। ফলে সরকারকে সারা দেশে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

শোভাযাত্রাপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

দোসররা দেশে-বিদেশে সক্রিয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্ধ্যা সাতটায়ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর উদ্দেশে যাত্রা করা শোভাযাত্রা কারওয়ান বাজার এলাকা পার হতে দেখা যায়। বিএনপির নেতারা এটাকে স্মরণকালের বড় শোভাযাত্রা বলে মন্তব্য করেন।

'এই মিছিল দেশের স্বার্থ রক্ষার মিছিল'

নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর আগে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি অংশ নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন।

তারেক রহমান বলেন, রাজপথে লাখো জনতার এ মিছিল দেশের স্বার্থ রক্ষার মিছিল, নিজের অধিকার রক্ষার মিছিল, নিজের ভোট প্রয়োগের অধিকার রক্ষার মিছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যেন আর কখনোই ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচার ফিরে আসতে না পারে, সে জন্য প্রত্যেক নাগরিক সরাসরি ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার সক্ষমতা অর্জন করলেই তা সম্ভব।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জনগণের ভোটের প্রতি মুখাপেক্ষী না করা পর্যন্ত মানুষ গণতন্ত্রের সুফল পাবে না। এমনকি স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশেও স্বল্প আয়ের মানুষকে বাজার সিন্ডিকেটের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি মানুষের সরাসরি ভোটের অধিকার আমরা নিশ্চিত করতে না পারি।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে আমি একটি বিষয় আবারও স্মরণ করিয়ে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানাতে চাই, আমি নিজেও সতর্ক থাকতে চাই, সেটি হলো গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্র এখনো কিন্তু থেমে নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে পলাতক স্বৈরাচারের দোসররা দেশে-বিদেশে, শাসনে-প্রশাসনে এখনো সক্রিয়।'

তারেক রহমান আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ছিল শত্রু-মিত্র চেনার দিন। আর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছিল বাংলাদেশের শত্রু চিহ্নিত করার দিন। বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি ঐক্যবদ্ধ থাকলে আর কেউ দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে পারবে না।

বড় শোভাযাত্রা, সড়কে যানজট

শোভাযাত্রার আগে বেলা দুইটায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নির্মিত অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে দুপুর থেকেই হাজার হাজার নেতা-কর্মী খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা হাতে জড়ো হন। নয়াপল্টন ছাড়াও নেতা-কর্মীরা পশ্চিমে নাইটিঙ্গেল, কাকরাইল মোড় হয়ে কাকরাইল মসজিদ পর্যন্ত, পূর্ব দিকে ফকিরাপুল মোড় হয়ে আরামবাগ, নটর ডেম কলেজ পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের যাঁর যাঁর সংগঠনের ব্যানার নিয়ে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ কমিটির সব থানা-ওয়ার্ড ছাড়াও ঢাকার আশপাশের আটটি জেলার নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা বাস ভাড়া করে এসে অংশ নেন।

হাজার হাজার নেতা-কর্মীর এ সমাবেশ জনসমুদ্রে রূপ নেয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে, গান-বাজনা বাজিয়ে রংবেরঙের ক্যাপ ও টি-শার্ট পরে নেতা-কর্মীরা শোভাযাত্রা করেন। এর মধ্যে শেখ হাসিনাকে প্রতীকী লোহার খাঁচায় বন্দী করে উপস্থাপন করা হয়। খাঁচার গায়ে একাধিক প্ল্যাকার্ডও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এতে লেখা, 'বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম রাক্ষসী', 'আমি দলের সমস্ত নেতা-কর্মীদের ফেলে পালিয়ে যাই', 'আমি নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষ গুম করি', 'আমি ভারতের সাথে হাত মিলিয়ে দেশকে ধ্বংস করি', 'আমি নিরপরাধ ছাত্র খুনি' এমন নানা রকমের বাক্য। শোভাযাত্রায় এটি অনেকের দৃষ্টি কাড়ে।

শোভাযাত্রা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারও দুপুর থেকেই রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় থেকে বাংলামোটর হয়ে শাহবাগ পর্যন্ত যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া নয়াপল্টনের আশপাশের এলাকায় দুপুরের পর থেকেই ছিল তীব্র যানজট। সন্ধ্যায়ও ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, বাংলামোটর এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে মানুষকে ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে।

কাকরাইলের নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি কাকরাইল মোড়-কাকরাইল মসজিদ-মৎস্য ভবন-ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-শাহবাগ-হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-বাংলামোটর-কারওয়ান বাজার-ফার্মগেট হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হয়। বিএনপির মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, জ্যেষ্ঠ নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, আবদুল আউয়াল মিন্টু খোলা ট্রাকে এ মিছিলে অংশ নেন।

দ্রুত সংস্কার শেষ করে নির্বাচন দিতে হবে

শোভাযাত্রা শুরুর আগে নয়াপল্টনে ও শেষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সভাপতির বক্তব্য দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নয়াপল্টনে তিনি বলেন, 'এই ৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দিন, ৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশকে আধিপত্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার দিন। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা, ৭ নভেম্বরের আগে ৩ নভেম্বর একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে। খালেদ মোশাররফের লক্ষ্য ছিল আবার আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করা, একদলীয় শাসনে দেশকে নিয়ে যাওয়া।'

মির্জা ফখরুল বলেন, এ দেশের দেশপ্রেমিক সৈনিক ও জনগণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাদের পরাজিত করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে বাংলাদেশে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকে এ বছর আমরা আরেকটা অভ্যুত্থান দেখেছি, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। এই ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাংলাদেশকে একটা লুটপাটের রাজত্বে পরিণত করেছিল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে, ছাত্র-জনতা অভূতপূর্ব এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ সৃষ্টি করবার প্রয়াস পায়।'

সন্ধ্যা ছয়টায় মির্জা ফখরুল ইসলামসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে পৌঁছান। সেখানে মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাস বক্তব্য দেন। বিশাল শোভাযাত্রার কথা উল্লেখ করে মির্জা আব্বাস বলেন, 'আমরা সামনে ঘোলাটে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যদি এ রকম কিছু হয়, এই র‍্যালি প্রমাণ করে আমরা সবকিছু মোকাবিলা করতে পারব। বিগত দিনে আপনারা ফ্যাসিবাদের যেমন পতন ঘটিয়েছেন, আগামী দিনেও যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে পারবেন।'

সমাপনী বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, 'সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোকে আমরা আহ্বান জানাব, আজকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমরা লড়াই করেছি। আমাদের ছেলেরা রক্ত দিয়েছে। সেই রক্তের ঋণ, তাদের আত্মত্যাগ এবং তাদের যদি আমরা সম্মান দেখাতে চাই, তাহলে অতি দ্রুত সংস্কারগুলো শেষ করে নির্বাচন দিতে হবে এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা জনগণের সংসদ গঠন করতে পারব, জনগণের সরকার গঠন করতে পারব।'

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ৭ নভেম্বরের শোভাযাত্রা কর্মসূচি বিএনপিকে নানা শর্ত সাপেক্ষে নয়াপল্টন থেকে শান্তিনগর মোড় পর্যন্ত করতে হতো। এক যুগের বেশি সময় পর এবার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ পর্যন্ত শোভাযাত্রা করল বিএনপি।

ব্যয়ের বহুগুণ আয়, তবু টোল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যয়ের বহুগুণ অর্থ টোল বাবদ আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে টোল বাবদ সওজ আয় করে এক হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। ঠিকাদার বা ইজারাদারের পেছনে খরচ গড়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

২০১৪ সালে সওজের অধীন সড়ক, সেতু, পাতালপথ (টানেল), উড়ালসড়ক ও ফেরি থেকে টোল আদায়ে নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকার। নীতিমালায় ২০০ মিটারের দীর্ঘ সব সেতু টোলের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া যেসব জায়গায় ফেরি চলাচল বন্ধ করে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, ২০০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের হলেও সেগুলোতে কমপক্ষে এক বছর পর্যন্ত টোল আদায়ের কথা বলা হয়েছে। নীতিমালায় বিভিন্ন শ্রেণির সড়কের ভিত্তি টোল ১০০ থেকে ৪০০ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যানবাহনের শ্রেণি এবং সেতুর দৈর্ঘ্যের ওপর তা বাড়ে-কমে। তবে একটি সেতু, সড়ক বা স্থাপনা থেকে কত দিন পর্যন্ত টোল তোলা হবে, নীতিমালায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

সওজের কর্মকর্তারা বলছেন, সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণে যে খরচ হয়, তা মেটানোর জন্যই সরকার টোল আদায় করে থাকে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও আয়ের সামঞ্জস্য কীভাবে হবে, তা স্পষ্ট নয়।

সওজের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, সারা বিশ্বেই সড়ক বা সেতুতে টোল আদায় করা হয়। সরকার আয়করের বাইরে অন্যান্য আয় বাড়াতে চায়। এ জন্য সেতুর টোল আদায় করা হয়। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২৫) টোল বাবদ তাদের দুই হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য দেওয়া আছে। ফলে টোলের আওতা বাড়ানো ছাড়া তাঁদের উপায় নেই। তবে সরকার যদি মনে করে কোনো সেতু বা সড়কে টোল বন্ধ করে দেওয়া উচিত, সেটা করতে পারে।

ব্যয় উঠে যাওয়ার পরও টোল

মেঘনা সেতু থেকে টোল আদায় শুরু হয় ১৯৯০ সালে। মেঘনা-গোমতী সেতুতে টোল বসে ১৯৯৪ সালে। এই দুই সেতু থেকে ব্যয়ের ১২৩ গুণ আয় করা হয়েছে (৩৬ হাজার ৮২০ কোটি টাকা)।

জাপানের অর্থায়নে মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। চালুর পর থেকে বিভিন্ন সময় সেতু দুটিতে টোলের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে এই দুটি সেতু থেকে দিনে গড়ে এক কোটি টাকার মতো আয় হয়। এর মধ্যে টোল আদায়কারীর পেছনে চলে যায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা।

২০১৯ সালের মে মাসে পুরোনো দুটি সেতুর পাশে আরও দুটি সেতু নির্মাণ করা হয়। জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে শুধু এই দুটি সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পেও অর্থায়ন করে জাপান। নতুন ও পুরোনো সেতু মিলিয়ে একসঙ্গে টোল আদায় করা হয়। সওজের কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন ও পুরোনো সেতু মিলে ব্যয় হয়েছে চার হাজার কোটি টাকা। সেটার চেয়ে অনেক বেশি আয় হয়েছে।

মেঘনা ও গোমতী সেতুতে ট্রাকের টোল এখন ৪০০ টাকা। মিনিবাসের ক্ষেত্রে তা ১৫০ টাকা। অটোরিকশার ২০ টাকা। সওজের কর্মকর্তারা বলছেন, অতীতে আয় যতই হোক, নতুন নির্মিত সেতুতে টোল আদায় করতে হবে। পুরোপুরি বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে সরকার চাইলে টোলের হার কমিয়ে দিতে পারে এবং সেটা কার্যকর হতে পারে শুধু পণ্যবাহী যান ও গণপরিবহনের ক্ষেত্রে, যা পণ্যের পরিবহন ব্যয় ও সাধারণ মানুষের খরচ কমাবে।

ঢাকার অদূরে সাভারের হেমায়েতপুর ও মানিকগঞ্জের মধ্যে সংযোগকারী ভাষাশহীদ রফিক সেতুতে (ধল্লা সেতুতে) ২০০০ সালে টোল আদায় শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে উদ্বোধন করা এই সেতুর নির্মাণ ব্যয় প্রায় ১৬ কোটি টাকা। সেতুটি থেকে এখন পর্যন্ত টোল আদায় হয়েছে সাড়ে ৮৪ কোটি টাকা। কিছুদিন পরপরই এই সেতু থেকে টোল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে নামেন স্থানীয় লোকজন। এর মধ্যে সাবেক সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুই ও তিন চাকার যান থেকে টোল না নেওয়ার ঘোষণা দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

সরকার পতনের পর গত ১২ সেপ্টেম্বর সেতুটির টোল প্লাজা ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তার পর থেকে টোল আদায় বন্ধ আছে।

আত্রাই নদে ২০০ মিটারের কিছু বেশি দৈর্ঘ্যের দিনাজপুরের মোহনপুর সেতু থেকে নির্মাণ ব্যয়ের ২৬ গুণ টাকা উঠিয়ে নেওয়ার পরও থামছে না সওজ। এখনো যানবাহনভেদে ১০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত টোল আদায় করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষেরা নানা সময় আন্দোলন, স্মারকলিপি দিয়েছেন। তবে টোল প্রত্যাহার হয়নি।

চট্টগ্রামের শাহ আমানত সেতুতে (তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু) টোল দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয় ২০১০ সালে। প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মিত হয়েছে কুয়েতের সহায়তায়। শুধু সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৩৮০ কোটি টাকা। গত আগস্ট পর্যন্ত এই সেতু থেকে টোল বাবদ আয় হয়েছে ৬৬৫ কোটি টাকার বেশি। বর্তমানে শাহ আমানত সেতুতে বড় ট্রাকের টোল ৩০০ টাকা। বড় বাসের ক্ষেত্রে তা ১৫৫ টাকা।

কিছু কিছু মাঝারি সেতু বিদেশি অনুদানে নির্মিত হয়েছে। সেগুলোর নির্মাণ ব্যয় উঠে গেছে বহুগুণ। তারপরও টোল আদায় চলছে। যেমন ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে চীনের অনুদানে। সেতুটি চালু করা হয় ১৯৯২ সালে। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৪৩ কোটি টাকা। তবে গত আগস্ট পর্যন্ত সেতুটি থেকে সওজ আয় করেছে ১৬১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের সাড়ে তিন গুণ আয় হয়ে গেছে।

স্থানীয় লোকজন জানান, শম্ভুগঞ্জ সেতুটি দিয়ে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও শেরপুর—এই চার জেলার মানুষের যাতায়াত। দিনে ৬ থেকে ৭ হাজার যানবাহন চলাচল করে। বর্তমানে বড় ট্রাকের টোল ১৩৫ টাকা, বড় বাসের ৬৫ টাকা। অটোরিকশা থেকে ১৫ এবং যন্ত্রচালিত লাঙল (পাওয়ার টিলার) থেকে ৬০ টাকা টোল নেওয়া হয়। অটোরিকশাচালকদের দাবি, একবার ১৫ টাকা টোল বেশি নয়। কিন্তু তাঁদের বারবার সেতুটি পাড়ি দিতে হয়। ফলে দিনের আয়ের একটা বড় অংশ চলে যায় টোলের পেছনে।

ঠিকাদার কারা

সওজ সূত্র জানায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে নিয়োগ পাওয়া ঠিকাদার ও ইজারাদারদের বড় অংশই দলটির স্থানীয় নেতা, নেতার পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয়স্বজন। কিছু ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী নেতাদের আশীর্বাদপুষ্টরা টোল আদায়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অনেক ইজারাদার পালিয়ে গেছেন। প্রভাবশালী ইজারাদার ও সওজের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে টোল আত্মসাৎ, বেশি টোল আদায় করে কম দেখানোসহ নানা অনিয়মের তথ্য নানা সময় উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, চারটি বড় সেতুর টোল আদায়ে যুক্ত শামীম এন্টারপ্রাইজ (এসইএল)। প্রতিষ্ঠানটির মালিক ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক (শামীম)। তিনি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিত হন। তাঁর ছোট ভাই ইকরামুল হক (টিটু) আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের টানা দুবার মেয়র হয়েছিলেন। টোল আদায় ছাড়াও শামীম এন্টারপ্রাইজ সওজের সেতু ও সড়ক নির্মাণকাজ করে।

ইউডিসি কনস্ট্রাকশন তিনটি বড় সেতু এবং একটি সড়কে টোল আদায়ের দায়িত্ব পালন করছে। সওজ সূত্র জানায়, ইউডিসির উত্থান শামীম এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমেই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মগবাজার উড়ালসড়ক, ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর টোল আদায়, বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বাসের বিশেষ লেন (বিআরটি) নির্মাণসহ অসংখ্য প্রকল্পে শামীম এন্টারপ্রাইজের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে ইউডিসি। একপর্যায়ে সাবেক সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নির্বাচনী এলাকার কিছু ব্যক্তি ইউডিসির গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। তাঁদের মাধ্যমে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানটির মালিক কালাম হোসেনের।

তিনটি বড় সেতুর টোল আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম (সিএনএস)। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

বরিশাল অঞ্চলের দুটি বড় সেতুর টোল আদায় করছে মাহফুজ খান লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও তাঁর ছেলে বরিশাল সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

একটি সেতুর টোল আদায় করছে এইচ এন ব্রিকস। প্রতিষ্ঠানটির মালিক লুৎফর রহমান আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বিগত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন তিনি।

ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ভান ইনফ্রা (প্রা.) লিমিটেড পাঁচটি সেতু ও একটি সড়কে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে টোল আদায়ের কাজ করছে।

নির্মাণ ব্যয় বেশি, টোল চড়া

পদ্মা সেতু নির্মাণে শুরুতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকার মতো। সেতুটি শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করা হয় ৩১ হাজার ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কে (এক্সপ্রেসওয়ে) নির্মাণ ব্যয় শুরুতে ধরা হয়েছিল ৪ হাজার কোটি টাকা। নির্মাণকাজ শেষে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার কোটি টাকা।

সেতু ও সড়কে টোলের কারণে ব্যয় কতটা বাড়ে, তার একটি উদাহরণ ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক। একটি বাসকে ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে শুরুতে টোল দিতে হয় রাজধানীর ভেতরে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারে, ২৬০ টাকা। এরপর এক্সপ্রেসওয়েতে টোল ৪৯৫ টাকা। পদ্মা সেতুতে টোল ২ হাজার টাকা। এরপর দোয়ারিকা-শিকারপুর সেতু দুটিতে টোল ২০০ টাকা। সব মিলিয়ে যাত্রীপ্রতি ভাড়ার সঙ্গে ১০০ টাকার মতো যোগ হচ্ছে।

ঢাকা-বরিশাল রুটের নিয়মিত যাত্রী আলম হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ইচ্ছা ছিল পদ্মা সেতু চালু হলে নিয়মিত গ্রামের বাড়ি যাব। সেতু চালুর পর দেখি ভাড়া অনেক বেশি পড়ছে। এর ওপর ঢাকা থেকে বের হওয়া ও ঢোকার সময় যানজটে বসে থাকতে হয়।'

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে শিকারপুর-দোয়ারিকা সেতু দুটি চালু হয় ২০০৩ সালে। নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ টোল আদায় ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এখনো সেখানে টোল আদায় চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলো*কে বলেন, যেসব সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় আছে, সেগুলোতে সীমিত হারে টোল রাখা যেতে পারে। তবে তা হতে হবে নির্মাণ ব্যয় ওঠানোর সময়ের তুলনায় কম। বাকি সেতুগুলোকে টোলমুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, রাজস্বের জন্য সম্পদশালীদের কাছ থেকে বাড়তি কর আদায় করা দরকার। করের বাইরে থাকা করযোগ্য মানুষকে করজালের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

নির্মাণ ব্যয় উঠে যাওয়ার পরও টোল যেসব সেতুতে

সেতুর নাম	টোল শুরু	নির্মাণ ব্যয়*	আয়*
৭. ময়মনসিংহ শম্ভুগঞ্জ সেতু	১৯৯২	৪৩	১৬১
৮. চাঁপাই মহানন্দা সেতু	১৯৯৩	৪২	৮৮
৯. গোপালগঞ্জ মোল্লাহাট সেতু	২০০০	২৩	৮৭
১০. ধল্লা (ভাষাশহীদ রফিক সেতু)	২০০০	১৬	৮৪
১১. সিলেট শেরপুর সেতু	১৯৯১	১০	৮৩
১২. কুষ্টিয়া সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতু	২০০৮	৩৬	৮৩
১৩. তুলসীখালী ও মরিচা (কেরানীগঞ্জ)	২০০৫	৩৬	৭৬
১৪. কাপাসিয়া ফকির মজনু শাহ	২০০৬	১৫	৬৬
১৫. সিলেট লামাকাজী	১৯৯০	৮	৬৬
১৬. পটুয়াখালী সেতু	২০০৫	২৭	৫৯
১৭. দিনাজপুর মোহনপুর সেতু	১৯৯০	২	৫৮
১৮. বাগেরহাট দড়াটানা সেতু	২০০৩	৩১	৫৬
১৯. চাঁদপুর সেতু	২০০৫	১৮	৪৮
২০. শেরপুর ব্রহ্মপুত্র সেতু	২০০৭	৪২	৪২
২১. সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ সেতু	২০০৭	২১	৩৭
২২. সিলেট শেওলা সেতু	১৯৯৯	১০	৩৩
২৩. হজরত শাহ পরান (রহ.) সেতু	২০০৭	২২	৩২
২৪. পিরোজপুর বলেশ্বর সেতু	২০০০	১২	২৯
২৫. চৌডালা সেতু	২০০৭	১১	১৮
২৬. টাঙ্গাইল হাঁটুভাঙ্গা সেতু	২০০১	৬	১৭

*হিসাব কোটি টাকায় সূত্র : সওজ

> আমরা সামনে ঘোলাটে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যদি এ রকম কিছু হয়, এই র‍্যালি প্রমাণ করে আমরা সবকিছু মোকাবিলা করতে পারব।

মির্জা আব্বাস, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি; গতকাল বিএনপির শোভাযাত্রায়

সংক্ষেপে

এলএনজি সরবরাহ, নতুন তালিকা হচ্ছে

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহকারীদের তালিকা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ ও বিতর্ক আছে। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই সেই তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। এখন নতুন করে তালিকা তৈরি করতে দরপত্র আহ্বান করছে অন্তর্বর্তী সরকার। সরকার মূলত দুইভাবে এলএনজি আমদানি করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান ও কাতার থেকে সরকারি পর্যায়ে চুক্তির আওতায় দীর্ঘ মেয়াদে আর চাহিদা বুঝে খোলাবাজার থেকে আমদানি করা হয় তালিকায় থাকা কোম্পানির কাছ থেকে দর নিয়ে। খোলাবাজার থেকে এলএনজি সরবরাহকারী কোম্পানির তালিকা তৈরি করতে ১০ নভেম্বর উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করছে সরকার। *প্রথম আলো*কে গতকাল শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মেডিকেলে ভর্তিতে আগের ব্যবস্থায় ফিরতে চাপ

অটোমেশন পদ্ধতি

অটোমেশনে মেধাবীরা ভালো কলেজে সুযোগ পাবেন। বাতিল হলে বেসরকারি কলেজগুলোর স্বেচ্ছাচারিতা বাড়বে।

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

এমবিবিএস ভর্তিতে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বাতিল করার তৎপরতা শুরু হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মালিকেরা এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চাপ দিচ্ছেন। চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অটোমেশন পদ্ধতি বাতিল হলে ভর্তির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা বাড়বে। মেধার চেয়ে অর্থই ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এমবিবিএস ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সুনির্দিষ্টভাবে দিন ঠিক না হলেও আগামী জানুয়ারি মাসের কোনো এক তারিখে এই পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার এক মাস পর বিডিএসের (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ভর্তি পরীক্ষা হবে। এ নিয়ে আগামীকাল রোববার মন্ত্রণালয় একটি সভা ডেকেছে।

মন্ত্রণালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে বলেছে, অটোমেশন একটি বৈষম্যমূলক পদ্ধতি, এটি বাতিল করতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে দেওয়া চিঠিতে সংগঠনের সভাপতি এম এ মুবিন খান ও সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বেসরকারি মেডিকেলের মতো ব্যয়বহুল শিক্ষায় যাঁরা পড়তে ইচ্ছুক, তাঁরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে নিজেদের পছন্দের কলেজে পড়তে চান। অটোমেশনের কারণে অর্থ থাকলেও পছন্দের কলেজে অনেকেই ভর্তি হতে পারছেন না। অটোমেশন পদ্ধতি বাতিল করে আগের ব্যবস্থায় ফিরে গেলে শিক্ষার্থী ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে।

অটোমেশন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা এসেছে

সব সময় সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি শেষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি শুরু হয়। গত এক দশকে এমবিবিএস ভর্তিতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর অটোমেশন পদ্ধতি চালু হয় ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। এই পদ্ধতিতে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাতালিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের পছন্দের কলেজগুলো বেছে নিতে পারেন। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কারণে মেধাতালিকার নিচের দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভালো সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। দেশের ভালো বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছিল।

অটোমেশন পদ্ধতি চালুর আগে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। কলেজ কর্তৃপক্ষ মেধাতালিকায় নিচের দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতে পারত। অভিযোগ উঠেছিল অর্থের বিনিময়ে তালিকায় নিচে থাকা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারতেন। ফলে তালিকায় ওপরের দিকে থাকা মেধাবীরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মুবিন খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অটোমেশনের কারণে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সব আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। আসন খালি থাকছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সব আসন পূর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে হবে।'

দেশে মেডিকেল কলেজ ১১০টি। এর মধ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩৭টি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৭টি। এ ছাড়া একটি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও পাঁচটি বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয় মেধাতালিকার ভিত্তিতে। ভালো কলেজে ভর্তি হন তালিকার ওপরে থাকা শিক্ষার্থীরা।

এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভিন্ন কোনো পদ্ধতি হওয়া উচিত নয় বলে মনে চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর সংগঠন স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়েই চুপ করে বসে নেই। তারা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'মেধার ভিত্তিতে কলেজ পছন্দ করা মেডিকেল শিক্ষার মৌলিক বিষয়। অটোমেশনে মেধাবীদের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এখান থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কারও সরে আসা উচিত হবে না।'

- অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধাতালিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের পছন্দের কলেজগুলো বেছে নিতে পারেন।
- দেশে মেডিকেল কলেজ ১১০টি। সরকারি ৩৭টি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৭টি।

> মেধার ভিত্তিতে কলেজ পছন্দ করা মেডিকেল শিক্ষার মৌলিক বিষয়। অটোমেশনে মেধাবীদের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এখান থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কারও সরে আসা উচিত হবে না।

অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমান, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বায়ুদূষণ ইটভাটার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এতে দূষিত হচ্ছে বায়ু। দূষণ রোধে নেই কার্যকর পদক্ষেপ। গতকাল সকালে সাভারের হেমায়েতপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে। ছবি : জাহিদুল করিম

চট্টগ্রামের মিরসরাই

বেড়াতে এসে কলেজছাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার, এক যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, *মিরসরাই, চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক কলেজছাত্রীকে (১৭) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার ভোরে উপজেলার মিঠাছড়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি এ ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার রিয়াজ উদ্দিনের (২৭) বাড়ি উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের রহমতাবাদ এলাকায়। এ ঘটনায় মো. ফরহাদ (২৬) ও রবিন (২৫) নামের রিয়াজের দুই বন্ধুকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরসরাইয়ের মহামায়া লেক এলাকায় এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ছাত্রী ওই দিন সন্ধ্যায় মিরসরাই থানায় মামলা করে।

পুলিশ সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী ফেনী থেকে তার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে মহামায়া লেকে ঘুরতে আসে। বিকেলে তারা লেকের ধারের পাহাড়ি এলাকায় গেলে রিয়াজ, ফরহাদ ও রবিন তাদের পিছু নেয়। একপর্যায়ে তারা ছেলেবন্ধুকে আটকে ওই কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করে।

এ বিষয়ে মিরসরাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দীপ্তেশ রায় *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রিয়াজ জানিয়েছেন তাঁর বন্ধু ফরহাদের বাড়ি মহামায়া লেক এলাকায়। আর রবিনের বাড়ি নোয়াখালীতে। রবিন ও রিয়াজ জাহাজে চাকরি করেন। রবিন তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এলে স্থানীয় বন্ধু ফরহাদকে নিয়ে মহামায়া লেকে বেড়াতে যান তাঁরা। গ্রেপ্তার রিয়াজ গতকাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

তাকাচ্ছে মুসা, নাড়াচ্ছে হাত-পা

ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'মুসা, মুসা; পা ওপরে তোলো'—চিকিৎসকের এমন নির্দেশনা শিশুটি বুঝল কি না, বোঝা গেল না। কারণ, তার দৃষ্টি অর্থপূর্ণ ছিল না। তবে শিশুটি তার বাঁ পা কিছুটা নাড়ল। চেহারায় একমুহূর্তের জন্য বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। চিকিৎসকের হাত তখন মুসার হাতের কাছে। স্পর্শ পেয়ে চিকিৎসকের হাত নিজের বাঁ হাতের মুঠিতে নিল শিশুটি। তখন চিকিৎসকের মুখে চওড়া হাসি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাসার নিচে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সাত বছর বয়সী শিশু বাসিত খান মুসা। এখন তার চিকিৎসা চলছে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। গত বুধবার হাসপাতালে ধারণ করা তার এক ভিডিও চিত্রে এমন দৃশ্য দেখা গেছে।

শিশু মুসাকে নিয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশ করে *প্রথম আলো*। প্রথম প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় গত ২৮ জুলাই। গত ৭ অক্টোবর 'আন্দোলনকালে গুলিবিদ্ধ শিশু মুসাকে সিঙ্গাপুরে নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা, কে দেবে এত টাকা' শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর গত ২২ অক্টোবর উন্নত চিকিৎসার জন্য মুসাকে সিঙ্গাপুরে পাঠায় সরকার। মুসাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানোর জন্য বিনা মূল্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেয় চ্যানেল আই।

মুস্তাফিজুর রহমান ও নিশামনি দম্পতির একমাত্র সন্তান মুসা। গত ১৯ জুলাই মেরাদিয়া হাট এলাকায় নিজ বাসার নিচে মুসাকে আইসক্রিম কিনে দিতে নেমে নাতিসহ দাদি মায়া ইসলাম (৬০) গুলিবিদ্ধ হন। মায়া ইসলাম পরদিন মারা যান।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা জানান, গুলি মুসার মাথার বাঁ দিক দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায়। তার মাথায় এখন কোনো গুলি নেই। তবে গুলিতে মুসার মস্তিষ্ক অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শরীরের ডান পাশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

মা নিশামনি মুসার জন্য এগিয়ে আসা প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, সুস্থ হয়ে কোনো একদিন হুট করে তাঁকে আবার 'মা' বলে ডেকে উঠবে মুসা।

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন মুসা। ছবি : সংগৃহীত

করোনা
শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার নিন্দা, মশালমিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের হিংস্র রূপের প্রকাশ এখনো দেশ-বিদেশে অনেক স্থানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

তারেক রহমান বিবৃতিতে বলেন, রক্তাক্ত পন্থায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে পরাজিত করতে না পেরে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় শেখ হাসিনার ক্রোধ যেমন থামছে না, তেমনি দেশ-বিদেশে তাঁর সমর্থকেরাও প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে সুযোগ পেলেই গণতন্ত্রকামী মানুষদের হত্যা করছেন বা শারীরিকভাবে আঘাতসহ নানাভাবে হয়রানির কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আসিফ নজরুলের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বিদেশের মাটিতে নিজ দেশের সরকারের একজন উপদেষ্টার সঙ্গে শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ শুধু অনভিপ্রেতই নয়; বরং দেশ ও জনগণের মর্যাদার ওপর প্রচণ্ড আঘাত।'

এদিকে আসিফ নজরুলকে হেনস্তার প্রতিবাদে মশালমিছিল করেছে বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদ। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর পুরানা পল্টন থেকে মশালমিছিল নিয়ে সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা প্রেসক্লাব, বিজয়নগর পানির ট্যাংকের মোড় ঘুরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

আসিফ নজরুলকে হেনস্তার প্রতিবাদে মশালমিছিল। গতকাল রাজধানীর পুরানা পল্টনে। ছবি : সংগৃহীত

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আসিফ নজরুলকে হেনস্তাকারীরা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী। হেনস্তাকারীদের পাসপোর্ট বাতিল এবং তাঁদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। আসিফ নজরুলকে হেনস্তার মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানকে হেনস্তা করার চেষ্টা হয়েছে। গত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছে। গণ-অভ্যুত্থানের পরও তাদের আচরণের পরিবর্তন হয়নি।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ

ইসকনের কার্যক্রম বন্ধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা ও চট্টগ্রাম*

উগ্র সংগঠন আখ্যা দিয়ে দেশে ইসকনের (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) সব কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর নাবিস্কো মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ইমাম খতিব উলামা পরিষদ। একই সময় চট্টগ্রাম নগরের আন্দরকিল্লা শাহি জামে মসজিদ চত্বরে হেফাজতে ইসলাম বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

এক ব্যবসায়ীর দেওয়া ইসকনবিরোধী ফেসবুক পোস্ট ঘিরে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের হাজারী লেনে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ইসকনকে নিষিদ্ধ ও হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

ইমাম খতিব উলামা পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইসকনের লোকেরা সাধারণ হিন্দুদের উসকে দিয়ে এ দেশে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হাজার বছরের সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বক্তারা আরও বলেন, হিন্দু ভাইদের মনে রাখতে হবে, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে অতীতে যেভাবে বসবাস করেছেন, সেভাবে থাকবেন। এ সময় চট্টগ্রামে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে তেজগাঁও রহিম মেটাল মসজিদের খতিব মাহমুদুল হাসান মমতাজি বলেন, ভারতের আরএসএসের নতুন সংস্করণ হচ্ছে বাংলাদেশের ইসকন। ভারতে যেমন আরএসএস সন্ত্রাসী সংগঠন, ইসকনও হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন। চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ওপর হামলা তার প্রমাণ।

সেনাবাহিনী ও পুলিশের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাস্তায় না নামায় রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করেন মাহমুদুল হাসান মমতাজি। তিনি অবিলম্বে ইসকনের নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে ইসকনের সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। ইসকন নিষিদ্ধ করা না হলে হেফাজতের পক্ষ থেকে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান তাঁরা।

সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল করে হেফাজতে ইসলাম। মিছিলটি আন্দরকিল্লা শাহি জামে মসজিদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম চট্টগ্রাম মহানগরের আহ্বায়ক মাওলানা তাজুল ইসলাম। বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা নুরনবী, আনোয়ার হোসাইনি, সালাউদ্দিন, আশরাফ বিন ইয়াকুব, মো. শহীদ, মো. রব্বানী প্রমুখ।

চট্টগ্রামের হাজারী লেনের ঘটনায় বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা ও অ্যাসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ৪৯ জনের নাম উল্লেখ করেন এবং অজ্ঞাতপরিচয় ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। গতকাল পর্যন্ত ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রুটিরুজিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিবাসন

অর্থনীতি ছাড়া অন্য যে বিষয়টি সব ধরনের ভোটারদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, তা হলো অভিবাসন। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই অবৈধ অভিবাসনকে কেন্দ্র করে একাধিক সরকারের পতন হয়েছে। ট্রাম্প বরাবরই ভোটারদের, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, বল্গাহীন অভিবাসনের ফলে আমেরিকার জনসংখ্যাগত চরিত্রে যেমন পরিবর্তন আসছে, তেমনি তার সাংস্কৃতিক, এমনকি ধর্মীয় চরিত্রেও বড় রকমের আঘাত আসছে। প্রচার চালানো হয়েছে মুসলিম আগমনের ফলে এ দেশে শরিয়াহ আইনের প্রবর্তন হবে। সে ভয়কে উসকে দিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমাদের দেশ আর আমাদের হাতে নেই, সে এখন পৃথিবীর "ডাস্টবিন", সারা পৃথিবীর খুনে, রোগগ্রস্ত, ধর্ষক ও সন্ত্রাসীরা ওই ডাস্টবিনে আশ্রয় পাচ্ছে।'

শুধু শ্বেতাঙ্গরাই নন, যেসব অভিবাসীর বিরুদ্ধে ট্রাম্প বিষ ঢেলেছেন, তাঁরাও সে কথা কানে তুলেছেন। ট্রাম্পের ক্রোধের মূল লক্ষ্য দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা অভিবাসীরা। অথচ এবার প্রথমবারের মতো হিস্পানিক অভিবাসী ভোটারদের ৫০ শতাংশের বেশি ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এ কথা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে অ্যারিজোনার মারিকোপা ও ইয়ুমা জেলায়, যেখানে বৈধ-অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ।

নিজেদের স্বার্থবিরোধী জানা সত্ত্বেও অভিবাসীরা কেন ট্রাম্পকেই সমর্থন করলেন? এর একটি সম্ভাব্য উত্তর, যাঁরা ইতিমধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে চলে এসেছেন অথবা বৈধতা অর্জন করেছেন, তাঁরা অতিরিক্ত অভিবাসী আগমন নিজেদের রুটিরুজি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি ভেবেছেন। তবে এটিই একমাত্র কারণ নয়। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা বহিরাগতদের অধিকাংশ ডেমোক্র্যাটদের 'উদারনৈতিক' মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। গর্ভপাত অথবা সমকাম ও লিঙ্গান্তরিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে এই দলের অবস্থান ও অতিরিক্ত আগ্রহ তাঁদের মনে মোটেই আস্থার সঞ্চার করেনি।

'ড্যাডি ট্রাম্প'

ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্বকেও তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন। এরা এমন সব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়নি। সে কারণে দুর্বল গণতন্ত্রমনা নেতার বদলে তারা ট্রাম্পের মতো একরোখা, দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী নেতাতেই অধিক আস্থা বোধ করেছে। ইউরোপের অনেক দেশেই ট্রাম্পের আদলে কর্তৃত্ববাদী 'স্ট্রংম্যান'দের আবির্ভাবের পেছনেও এই মনোভাব কাজ করছে।

আরও মজার ব্যাপার হলো, আফ্রিকান-আমেরিকানদের ২০ শতাংশ বা তার চেয়েও বেশি একই কারণে ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকেছে। এই সম্প্রদায়ের ভেতর অপরাধ, মাদকাসক্তি ও অব্যাহত দারিদ্র্য সংক্রামক ব্যাধির মতো যুগ যুগ ধরে বহাল রয়েছে। প্রথাগতভাবে আফ্রিকান-আমেরিকানরা ডেমোক্র্যাট-সমর্থক। কিন্তু তারা দেখেছে, ঝুরি ঝুরি প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা পরিবর্তন চেয়েছে। ট্রাম্পের দৃঢ় নেতৃত্ব, প্রচলিত নিয়ম ও আইন অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি তাদের আগ্রহী করেছে।

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে এক নির্বাচনী সভায় রক্ষণশীল রেডিও হোস্ট টাকার কার্লসন ট্রাম্পকে এক 'অতি কড়া পিতা'র সঙ্গে তুলনা করেন। সমালোচিত হওয়ার বদলে অনেকেই সে কথার সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। এর ব্যাখ্যাটা এ রকম। আফ্রিকান-আমেরিকান ও হিস্পানিক অনেক পরিবারেই একজন দায়িত্বশীল পিতার অভাব রয়েছে। এদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার বিস্তৃতির একটি কারণ এই অভাব। কার্লসনের কথায়, ট্রাম্প সেই অনুপস্থিত পিতা, যিনি ফিরে এসেছেন, প্রয়োজনে চাবুক দিয়ে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর এই বক্তব্যের সময় 'দুয়ো দুয়ো' বলার বদলে 'ড্যাডি এট হোম' স্লোগান শোনা গেছে।

মধ্যপ্রাচ্য

গাজা ও লেবাননে অব্যাহত ইসরায়েলি আক্রমণ প্রশ্নে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় কমলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন—এ কথা এখন নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বাইডেন ইসরায়েলি আগ্রাসী নীতির প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দেন, কমলা সেখান থেকে আসতে পারেননি। শুধু আরব, মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যেই নয়, এ দেশের প্রগতিশীল নারী-পুরুষ, বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে কমলা নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর জন্য আরও দুর্ভাগ্যের কথা, ফিলিস্তিনিদের প্রতি 'নরম' এই অভিযোগে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোর ইহুদি ভোটারদের কাছেও তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটদের ভিত্তিতে ভাঙন

এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট। ২০০৮ সালে বারাক ওবামার সময় অথবা তারও আগে থেকে যে জোটকে ডেমোক্রেটিক পার্টি তার ভিত্তি ভেবে এসেছে, তা ভেঙে পড়েছে। একসময় এই দলের প্রধান সমর্থক ছিল দেশের কর্মজীবী শ্রেণি ও আফ্রিকান-আমেরিকান নারী-পুরুষ। এই দুই গ্রুপের ক্রমবর্ধিত অংশ ডেমোক্র্যাটদের ত্যাগ করে রিপাবলিকানদের দলভুক্ত হয়েছে। এর জন্য অবশ্যই ট্রাম্পের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে এদের চোখে ডেমোক্রেটিক পার্টি শহুরে, শিক্ষিত নারী-পুরুষ সমর্থিত একটি 'এলিটিস্ট' দল। সাধারণ ও কম শিক্ষিত ভোটারদের মনে হয়েছে, এই দল তাঁদের রুটিরুজি নিয়ে ভাবার বদলে অনেক বেশি বিচলিত ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার নিয়ে অথবা গর্ভপাত নিয়ে। এসবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দিনের কাজ শেষে খাবার টেবিলের কথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশিদের ভোট

সবশেষে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের ট্রাম্পের প্রতি অস্বাভাবিক সমর্থনের কথা উল্লেখ করব। সংখ্যায় তাঁরা তেমন উল্লেখযোগ্য নন। তাঁদের ভোটে নির্বাচনের ফলাফলে হেরফের হয়নি। অর্থনীতি, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও অভিবাসন সংকট—এই তিনটি প্রশ্নই তাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে ও এ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের মধ্যে। এই দুই গ্রুপের সদস্যরাই মনে করেছেন, ট্রাম্প-মোদি বন্ধুত্ব তাঁদের স্বার্থরক্ষায় সহায়ক হবে।

ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পরদিন থেকেই তিনি এ দেশে বসবাসরত সোয়া কোটি বৈধ কাগজপত্রবিহীন-তাঁর ভাষায় অবৈধ-বহিরাগতদের জোরপূর্বক বহিষ্কার শুরু করবেন। প্রয়োজনে এই কাজে সেনাবাহিনীকেও ব্যবহার করবেন। প্রতি তিনজন বাংলাদেশির একজন-বা হয়তো তার চেয়েও বেশি 'অবৈধ'। তাঁরা ট্রাম্পের খেদাও অভিযানের শিকার হবেন। আরও সোয়া কোটি অভিবাসী রয়েছেন, যেখানে পিতা-মাতা অবৈধ অভিবাসী হলেও তাঁদের সন্তানেরা এ দেশে জন্মগ্রহণ করায় তাঁরা বৈধ অভিবাসী। ট্রাম্পের খেদাও অভিযানে ছেলেমেয়ে এ দেশে থেকে যাবেন, বহিষ্কৃত হবেন তাঁদের পিতা-মাতা।

যাঁরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কি এই অভাবিত মানবিক দুর্যোগ থেকে দায়িত্ব এড়াতে পারবেন? যখন তাঁদের প্রতিবেশী, নিকট আত্মীয় অথবা পরিচিত বাংলাদেশিরা বহিষ্কৃত হবেন, আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজের দায়ভার তাঁরা ঢাকতে পারবেন তো? কোনো বহিষ্কৃত পিতা-মাতার সন্তানদের কান্না দেখে নিজেদের ক্ষমা করতে পারবেন তো?

চট্টগ্রামের সহিংসতায় ইসকনের সম্পৃক্ততা নেই, দাবি নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চট্টগ্রাম শহরে সম্প্রতি ঘটা সহিংসতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বাংলাদেশের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এমনটি দাবি করেছেন সংগঠনটির নেতারা।

গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর স্বামীবাগ ইসকন আশ্রমে ইসকন বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইসকনের সাধারণ সম্পাদক চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার হাজারী গলি এলাকায় হামলা-ভাঙচুরসহ সহিংসতার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা সমাজের শান্তি, সৌহার্দ্য ও নিরাপত্তার ওপর বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, 'এ সহিংস ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসকন বাংলাদেশকে নানাভাবে জড়িয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে। আমরা এ ধরনের অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। এসব ঘটনার সঙ্গে ইসকনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।'

চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস, প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌরদাস ও সদস্য স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাসকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ইসকনের যাবতীয় কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে ইসকন। তারা বলেছে, তাঁদের (যাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে) দ্বারা সংঘটিত কোনো কার্যক্রম ইসকনের কার্যক্রম নয়। চট্টগ্রামের ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা তারা জানে না বলেও দাবি করেছে ইসকন।

স্বাগত বক্তব্যে ইসকন বাংলাদেশের সভাপতি সত্য রঞ্জন বাড়ৈ বলেন, ইসকন একটি অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সংগঠন, যা সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসকনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিমলা প্রসাদ দাস, দ্বিজমণি গৌরাঙ্গ দাস প্রমুখ।

এই আয়োজন নতুন নতুন পাঠক তৈরি করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'জিততে হলে পড়তে হবে' স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের চতুর্থ দিন গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত চতুর্থ দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

চতুর্থ দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন সিরাজগঞ্জের তানভীর রহমান; ঢাকার তাছনিম চৌধুরী, তানজিম আকরাম, আয়শা আক্তার ও মারিয়াম সাথী; ঝালকাঠির মারজান হোসেন; কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন ও জাহিদ হাসান; গাজীপুরের মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সরকার; ফেনীর মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন; লালমনিরহাটের মোছা. কানিজ ফাতেমা; নওগাঁর মৃন্ময় মঈদুল; রংপুরের মো. সাদ্দাম হোসেন; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান এবং চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আসিফুর রহমান।

বিজয়ী মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সরকার বলেন, *প্রথম আলো* পত্রিকা পড়ে জ্ঞানের ভান্ডার অনেক সমৃদ্ধ হয় এবং অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়।

বিজয়ী তানভীর রহমান বলেন, 'প্রিয় *প্রথম আলোর* পাতায় আমার কলমের আঁচড় উঠবে, এটা যেন আমার এক ছোট্ট স্বপ্নের পূর্ণতা।'

বিজয়ী তাছনিম চৌধুরী বলেন, 'আমি কুইজে অংশগ্রহণ করেছিলাম পড়ালেখার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন করার জন্য। *প্রথম আলোর* এই আয়োজন নতুন নতুন পাঠক তৈরি করবে।'

চতুর্থ দিনের পাঠক কুইজ

তানভীর রহমান তাছনিম চৌধুরী দেলোয়ার হোসেন

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে মোট ১৫০ বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মোট ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

বাবার অটোতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) গিয়াস উদ্দিন বলেন, অটোরিকশাকে চাপা দেওয়া বাসটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন।

এদিকে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার ইরতা গ্রামে গতকাল দুপুরে ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন ইরতা গ্রামের বাঁধন হোসেন (১৯) ও জেলা সদরের গড়পাড়া গ্রামের রাতুল হোসেন (২৫)। আহত লাদেন হোসেনের (১৮) বাড়িও ইরতা গ্রামে।

সিঙ্গাইর থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই তিন তরুণ ইরতা গ্রাম থেকে একটি মোটরসাইকেলে করে সিঙ্গাইরের দিকে যাচ্ছিলেন। ইরতা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের সড়কে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলটির চালক বাঁধন নিহত হন। রাতুলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার লেবুকাটা চার রাস্তার মাথা এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন কলেজছাত্র মো. ইকরাম (১৯)। তিনি সেখানকার ফুল কাচিয়া গ্রামের প্রবাসী মো. হারুন-অর-রশীদের একমাত্র ছেলে ও তজুমদ্দিন ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। এ ঘটনায় সঙ্গে থাকা তাঁর দুই বন্ধু আহত হয়েছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, ইকরাম ও তাঁর দুই বন্ধু স্থানীয় কুঞ্জেরহাট বাজার থেকে মোটরসাইকেলে করে পার্শ্ববর্তী মনিরাম বাজারে ফিরছিলেন। পথে তাঁরা ওই দুর্ঘটনার শিকার হন।

রাজধানীতে বৃহস্পতিবার রাতে পৃথক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ডেমরায় রাত সাড়ে ১২টার দিকে দোকান থেকে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত হন ফল ব্যবসায়ী ইউসুফ হাওলাদার (৬৫)। তিনি কোনাপাড়া এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। পারিবারিক সূত্র জানায়, তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে।

যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়িচাপায় নিহত হন এক নারী (৪৫)। তাৎক্ষণিক তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নারী একাধিক গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়েছেন। তাঁর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার **প্রতিনিধিরা**]

শাহরিয়ারের হাত থেকে রেহাই পাননি দলের নেতা-কর্মীরাও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ শুরু করেন। গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের বাদ দিয়ে ২০০৮ সালে শাহরিয়ার আলমকেই মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ।

২০০০ সালে উপনির্বাচনে এমপি হন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মো. রাহেনুল হক। ২০০৮ সালে তিনিও দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। ২০১৪ ও সর্বশেষ নির্বাচনেও রাহেনুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। রাহেনুল হকের দাবি, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাঁকে হারানো হয়েছে। শাহরিয়ারের বিষয়ে তিনি বলেন, বাইরের একজন এসে এখানে ১৫ বছর রাজত্ব করে গেছেন। আওয়ামী লীগে ভাঙন ঘটিয়েছেন।

আওয়ামী লীগে দাপট

শাহরিয়ার আলম রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠনের কোনো পদে ছিলেন না। ২০০৮ সালে এমপি হওয়ার পর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হন। পরে ২০১৪ সালে বাঘা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। এর পর থেকে সব পর্যায়ে নিজের লোককে কমিটিতে আনতে থাকেন। গত বছরের ২৭ মে চারঘাট ও বাঘা উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনের কথা জানতেনই না বাঘা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি ইকুল হাসনাত মাহমুদসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা। তাঁদের অনুপস্থিতিতে কমিটি ঘোষণা করা হয়। ইকুল হাসনাত মাহমুদের মুঠোফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা যায়নি। তবে সে সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁকে সম্মেলনের ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। তাই তিনি ইউনিয়ন কমিটির কাউকেই জানাতে পারেননি। তাঁদের বাদ দিয়েই সম্মেলন করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশেই এমনটা হয়েছে।

নির্যাতন-মামলা

শাহরিয়ার আলমের সময়ে আধিপত্য বিস্তারসহ নানা বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। এর জের ধরে কয়েক বছরে দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব মামলা চলাকালে নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তারের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে থাকতেন। এসব মামলার আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি বলেন, ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে নিজ দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অন্তত ১০টি মামলা করিয়েছিলেন শাহরিয়ার আলম। এসব মামলায় অনেকেই জেল খেটেছেন। অনেকেই নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বাঘা পৌরসভার মেয়র আক্কাছ আলী। একসময় শাহরিয়ার আলম আক্কাছ আলীকে সঙ্গে রাখলেও পরে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ২০১২ সালে বিভিন্ন অভিযোগে শাহরিয়ার আলমের লোকজনের মামলায় তিনি জেল খাটেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে একাধিক। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। দলিল লেখক সমিতির চাঁদাবাজির জেরে গত ২২ জুন বাঘায় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এতে বাঘা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম নিহত যান। ওই ঘটনায় শাহরিয়ার আলমের অনুসারী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক শাহিনুর রহমান আক্কাছ আলী, জেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেরাজুল ইসলামসহ ৪৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

১৫ বছরের বেশির ভাগ সময় বাঘা ও চারঘাটে প্রকাশ্যে কর্মসূচি করতে পারেনি বিএনপি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'হত্যার হুমকির' অভিযোগে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদের (চাঁদ) বিরুদ্ধে ২৬টির মতো মামলা হয়। তিনিই বিভিন্ন সভায় শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। এ কারণে আবু সাঈদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন শাহরিয়ার আলম। আবু সাঈদ বলেন, তিনি সাত বছরের মতো জেল খেটেছেন। এ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে প্রায় ৮০টি। তিনিসহ এলাকার লোকজনকে শান্তিতে থাকতে দেননি। অথচ শাহরিয়ার এখানকার কেউ ছিলেন না।

দলিল লেখক সমিতি ঘিরে চাঁদাবাজি

পাঁচ বছর ধরে অবৈধভাবে বাঘা সাবরেজিস্ট্রি কার্যালয়ের দলিল লেখক সমিতির কমিটি গঠন করে দিচ্ছিলেন শাহরিয়ার আলম। তাঁর করে দেওয়া পকেট কমিটি মাসে অর্ধকোটি টাকার মতো চাঁদা আদায় করত। শাহরিয়ার আলম এই টাকার একটা বড় অংশ নিতেন বলে দলিল লেখক ও আওয়ামী লীগ নেতারা অভিযোগ করেন। এই বিতর্কিত কমিটির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আরেকটি পক্ষ মাঠে নামলে গত জুনে সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল নিহত হন। এ ঘটনায় খুনের হুকুমদাতা হিসেবে রাজশাহীর সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান, রাজশাহী-৩ আসনের সাবেক এমপি আসাদুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. লায়েব উদ্দীন, বাঘা পৌরসভার সাবেক মেয়র আক্কাছের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘোষণা দেন শাহরিয়ার। শাহরিয়ারের বক্তব্য ঘিরে ১৫ বছরে প্রথমবারের মতো রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্পদ

গত ১৫ বছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্পদ গড়ে তুলেছেন শাহরিয়ার। এর মধ্যে নর্থবেঙ্গল অ্যাগ্রো ফার্মস লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি খামার আছে রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে। সেখানে শাহরিয়ার আলমের ৪০ বিঘার বেশি জমি রয়েছে। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকায় ২০১০ সালে ২৫ বিঘা জমি কিনে খামার গড়েছেন। এ ছাড়া লালমনিরহাটে কালীগঞ্জ উপজেলায় ২০১৭ সালে ১৩ বিঘা জমি কেনেন, সেখানেও গড়ে তোলা হয় খামার। ২০১১ সালে রাজশাহী নগরের পদ্মা আবাসিক এলাকায় তিন একরের বেশি জায়গায় বারিন্দ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন শাহরিয়ার আলম। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'দুরন্ত টেলিভিশন'-এর যাত্রা শুরু হয় ২০১৭ সালের ৫ অক্টোবর। এটি শাহরিয়ার আলমের মালিকানাধীন রেনেসাঁ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান বারিন্দ মিডিয়া লিমিটেডের অধীন পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ঢাকার গুলশানে তাঁর নিজের নামে দুটি ও ছেলের নামে একটি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে ফ্ল্যাট আছে।

শাহরিয়ার আলমের দখলবাজি

শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে গত ১৫ বছরে বিভিন্ন স্থানে বেশি দামের জমি কম দামে কিনে দখল করার অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালে চারঘাটের লিলি সিনেমা হলের ৩৭ শতক জমি মাত্র ৫০ লাখ টাকায় কেনেন শাহরিয়ার আলম। হলের কয়েকজন মালিক জানান, হলসহ জমিটি ঢাকার এক প্রতিষ্ঠান কিনতে চেয়েছিল; কিন্তু শাহরিয়ারের লোকজনের বাধায় ঢাকার ওই প্রতিষ্ঠান কিনতে পারেনি। শাহরিয়ার আলম সেখানে পোশাক কারখানা করার কথা বলে ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে কম দামে জমি কিনে নেন।

শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে এক পেট্রলপাম্পের মালিকের কাছ থেকে ৪১ বিঘা জমি কিনে সাড়ে চার কোটি টাকা কম দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভুক্তভোগী বাঘা পেট্রলপাম্পের মালিক গোলাম মোস্তফা বলেন, গোদাগাড়ীতে শাহরিয়ারের খামারবাড়ির জমিটি আগে তাঁর ছিল। ব্যাংকঋণ পরিশোধের জন্য ২০২০ সালে জমিটি বিক্রি করতে চাইলে দাম ওঠে মোট ১১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। একজন বায়নাও করেন। শাহরিয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর কাছে জমি কেনার প্রস্তাব দেন এবং ব্যাংকঋণ পরিশোধেরও দায়িত্ব নেন। তিনি ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করেন এবং জমি নিবন্ধনের সময় ২৫ লাখ করে দুই দফায় ৫০ লাখ টাকা দেন। এখনো তিনি তাঁর কাছে সাড়ে ৪ কোটি টাকা পাবেন। যখনই তিনি টাকা চাইতে গেছেন, শাহরিয়ার আলম তাঁকে হুমকি দিয়েছেন।

শাহরিয়ার আলম বাড়ি করেছেন বাঘার আড়ানী পৌরসভায়। ১৪ অক্টোবর সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, তিনতলা বাড়িতে সুনসান নীরবতা। বাড়ির মূল ফটক ভেতর থেকে লাগানো। এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, শাহরিয়ার আলম গত ৫ আগস্ট ভোরেই ভারতে পালিয়ে গেছেন। পরে তাঁরা শুনেছেন, সেখান থেকে থাইল্যান্ড হয়ে এখন তিনি রাশিয়ায় অবস্থান করছেন।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **প্রতিনিধি**, *ঠাকুরগাঁও*]

দায়মুক্তির রাজনীতি কি ন্যায়বিচারের জন্য বাধা

আইনের শাসন

বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায়, আইন করে দায়মুক্তি দেওয়ার রাজনীতি এ দেশে নতুন কিছু নয়। দায়মুক্তির রাজনীতি ন্যায়বিচারের জন্য বাধা কি না, তা নিয়ে লিখেছেন ইমরান আজাদ

আন্তর্জাতিক আইনে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ইমিউনিটি বা অব্যাহতির ধারণা প্রচলিত আছে। রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে সংঘটিত অফিশিয়াল অ্যাক্ট বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের কারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা (উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও মন্ত্রী) অনেক সময় মামলা-মোকদ্দমা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে প্রার্থনা করতে পারেন।

লক্ষণীয় হলো, ব্যক্তি বিশেষকে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব বা জবাবদিহি থেকে বাঁচানো আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রশাসনিক দায়িত্বের সুচারু সম্পাদন নিশ্চিত করতে কোনো কিছু যেন বাধা তৈরি করতে না পারে, এমন বিষয়গুলো আইন দিয়ে সুরক্ষা করার জন্যই আন্তর্জাতিক আইন শর্ত সাপেক্ষে ইমিউনিটির বিধানের কথা বলে।

এ ধরনের ইমিউনিটির লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে সব রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বোঝাপড়া ও সমতাভিত্তিক সার্বভৌম এবং সম্প্রীতির জায়গা নিশ্চিত করা হয়। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় কোনো ধরনের দায়মুক্তি প্রদানকে সমর্থন করে না। নুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রাইব্যুনাল থেকে শুরু করে হাল-আমলের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনালের মতো প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থাগুলোর কোনোটিই দায়মুক্তিসংক্রান্ত আইনি উদ্যোগকে স্বীকার করে না (দেখুন, রবার্ট ক্রায়ার ও প্রমুখ, *অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ল অ্যান্ড প্রসিডিউর*, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯, চতুর্থ সংস্করণ)।

স্মরণ করা যেতে পারে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকের চিলির স্বৈরশাসক জেনারেল অগাস্তো পিনোশের বহুল আলোচিত মামলার কথা। আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের দায়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও ফৌজদারি অভিযোগ থেকে কোনো ধরনের অব্যাহতি পাননি পিনোশে। ১৯৭৩-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চিলির রাষ্ট্রপতি ও একই সঙ্গে সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় ব্যাপক মাত্রায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন ও বেআইনিভাবে আটক রাখা।

বার্ধক্যের কারণে ১৯৯৮ সালে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি ইংল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য যান। ইতিমধ্যে স্পেনের একটি আদালত তাঁর বিরুদ্ধে করা কিছু মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন এবং স্পেনে প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশ্যে লন্ডনের পুলিশ তাঁকে আটক করে। একটা দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রশাসনিক কাজের অংশ হিসেবে তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিনি ইমিউনিটি পাবেন এই মর্মে ইংল্যান্ডের আদালতে স্পেনের আদালত কর্তৃক জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন পিনোশে।

ইংল্যান্ডের তৎকালীন সর্বোচ্চ আদালত হাউস অব লর্ডস পিনোশের মামলাটা খারিজ করে দিয়ে তাঁকে প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত দেন। একই সঙ্গে বলা হয়, একটা দেশের রাষ্ট্রপতি থাকাবস্থায় তাঁর জ্ঞাতসারে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকায় 'প্রশাসনিক কাজের জন্য ইমিউনিটি পাওয়ার' যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং পিনোশে তাঁর ফৌজদারি দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত না কিংবা বিচারের সম্মুখীন হওয়া থেকে তিনি ছাড় বা ইমিউনিটি পেতে পারেন না।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, ইমিউনিটি যেখানে শর্তসাপেক্ষ একটা আইনি ধারণা, সেখানে ইমপিউনিটি বা দায়মুক্তির চর্চা একটা রাজনৈতিক বিষয়। রাজনৈতিক বিষয় হলেও সাধারণত ইমপিউনিটিকে আইনের বাতাবরণে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেক বাধার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে এই দায়মুক্তির রাজনীতি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আদেশ জারি করে জানিয়ে দিয়েছে যে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেপ্তার বা হয়রানি করা হবে না। সুনির্দিষ্টভাবে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সংগঠিত গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলোকে মাথায় রেখে এরূপ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (প্রথম আলো অনলাইন, ১৪ অক্টোবর ২০২৪)।

মোটাদাগে এ ধরনের উদ্যোগকে আইনশাস্ত্রে আমরা 'দায়মুক্তি' বলে থাকি। মিথ্যা মামলা দিয়ে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা তথা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে অযথা হয়রানি করা আমাদের সংবিধান, এমনকি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনও অনুমোদন করে না। তবে কোনো মামলা করা হবে না, এ রকম ঘোষণাটা মোটেই ফৌজদারি আইন তথা মানবাধিকারসংক্রান্ত সাংবিধানিক আইনের কাঠামোতে গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে এ ধরনের 'দায়মুক্তি'র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অন্তর্বর্তী সরকার যে ধরনের সংগ্রাম, সাধারণ মানুষের আত্মদান ও নাগরিক ম্যান্ডেটের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে, সেটাকেও ধীরে ধীরে জনপরিসরে মলিন করে ফেলতে পারে।

এই দায়মুক্তি আদেশের কিছুদিন আগে থেকেই পতিত স্বৈরাচারী সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়েছে। এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা গত ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির অভিভাষণ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে 'আমরা প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা ঢালাও মামলা, বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে মানুষকে হয়রানি করা, মানুষের জীবন-জীবিকাকে নিশ্চিহ্ন করা, মানুষের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষত, ক্রোধ, ক্রন্দন সৃষ্টি করা থেকে বের হতে চাই।' (প্রথম আলো অনলাইন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪)

- আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ইমপিউনিটি বা দায়মুক্তি যেখানে শর্তসাপেক্ষ একটা আইনি ধারণা, সেখানে ইমপিউনিটির চর্চা একটা রাজনৈতিক বিষয়।
- ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও ভাবের দিক থেকে সংবিধানের বিধানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রদত্ত 'দায়মুক্তি'র ঘোষণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
- ঢালাও মামলা না করা ও আইনি হয়রানি বন্ধের কথা বলা, আবার অন্যদিকে দায়মুক্তির মতো ঘোষণা দেওয়ার ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের ইতিবাচক ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে।

বিগত স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক আইন ও বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করে দিনের পর দিন ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করা হয়েছে তাঁর সমালোচনা করতে গিয়েই আইন উপদেষ্টা মূলত এই কথাগুলো বলেন। তবে একদিকে ঢালাও মামলা না করা ও আইনি হয়রানি বন্ধের কথা বলা, আবার অন্যদিকে দায়মুক্তির মতো ঘোষণা দেওয়ার ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের ইতিবাচক ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি, সদ্য ঢাকা সফর করে যাওয়া জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কের বক্তব্যে।

সফরের শেষ দিনে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়াকে অবশ্যই টেকসই হতে হবে। এ জন্য ৫ আগস্টের আগে-পরে হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে। দলবদ্ধ সহিংসতা ও যেকোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের দায়মুক্তি জাতিসংঘ সমর্থন করে না।' (প্রথম আলো অনলাইন, ৩১ অক্টোবর ২০২৪)

ছাত্র-আন্দোলনের সময় বিভিন্ন স্থানে পুলিশ হত্যার ঘটনায় রাষ্ট্রীয় দায়মুক্তির বিষয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে হাইকমিশনার টুর্ক বলেন যে হত্যার ধরন বা কারণ যা-ই হোক না কেন, দায়মুক্তি কখনো কাম্য নয়। প্রতিটি হত্যার তদন্ত ও বিচার করতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশে মানবাধিকার বিষয়টি নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে দায়মুক্তির এ রকম উদ্যোগ কি এই প্রথমবারের মতো কোনো ঘটনা? ইতিহাসে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশে আইন করে দায়মুক্তির ধারা শুরু ও চলমান রাখা হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক বাংলাদেশের সংবিধান এ বিষয়ে কী বলে। দায়মুক্তি বিষয়ে আমাদের সংবিধানের ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে যে সংবিধানে মৌলিক অধিকার নামে যা-ই স্বীকৃত থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের' অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে বা দেশের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করে দায়মুক্তি দিতে পারবে।

ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও ভাবের দিক থেকে সংবিধানের এই বিধানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রদত্ত দায়মুক্তির বিধানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সংবিধানে মূলত এই বিধান যুক্ত করা হয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আইনি নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। এতে দুটি ঘটনা ঘটে।

প্রথমত, সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অংশটুকুকে খর্ব করে দায়মুক্তির বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা সাংবিধানিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পুরোপুরি পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের দায়মুক্তির বিধানের কারণে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা বাহিনীগুলোর বা কোনো কোনো সদস্যের যুদ্ধকালীন অপরাধমূলক আচরণ-সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের মানদণ্ডে কখনোই হয়নি।

মনে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা (যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক আক্রমণ বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা) অনুমোদনযোগ্য হলেও যুদ্ধকালীন বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে হত্যা করা বা নির্বিচার হত্যাকাণ্ড-আক্রমণ চালানো কোনোভাবেই স্বীকৃত নয়; বরং আন্তর্জাতিক আইনে তা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ অবশ্য কোনো কিছু করার আগেই ১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১ মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত সংঘটিত কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো ধরনের মামলা করা যাবে না বলে ঘোষণা দেন।

১৯৭৩ সালের দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগল (ইনডেমনিটি) অর্ডার নামের এই আইন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০ এবং চতুর্থ তফসিল অনুযায়ী একটি সংরক্ষিত আইন। অর্থাৎ অন্যান্য বিধানাবলি যেমন আইনের দৃষ্টিতে সমতা (অনুচ্ছেদ ২৭), আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩১), বিচার প্রাপ্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৫) ইত্যাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সংবিধান নিজেই এই আইনের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদের মতে, এই আইনি কাঠামোর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল (প্রথম আলো অনলাইন, ১৮ অক্টোবর ২০২৪)।

সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স ঘোষণা করে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করার পথ বন্ধ করে দেন। পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে এই আইনকে বৈধতা দেন (সংবিধানের সপ্তম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর এই আইনকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া চালু করে।

২০০১ সালে চারদলীয় বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে মাঠে নামায়। ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি সময়ের মধ্যে 'অপারেশন ক্লিন হার্টের' মাধ্যমে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার নামে যৌথ বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বিচারবহির্ভূত কার্যক্রম তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর যেন কোনো বিচার না হয়, সে জন্য ২০০৩ সালে যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন নামে আগের সরকারগুলো মতো দায়মুক্তির মতো একটি কালো আইন পাস করে। আইনজীবী জেড আই খান পান্নার করা এক জনস্বার্থের মামলা শুনানি শেষে ২০১৫ সালে উচ্চ আদালত এই আইনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন।

সংসদে আইন করে দায়মুক্তি দেওয়ার ধারাবাহিকতা গত ১৫ বছরের আওয়ামী লীগের শাসনামলেও দেখা গেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কুইক রেন্টালের নামে বছরের পর বছর ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ বাবদ বিপুল পরিমাণ দেশের অর্থ বাইরে পাচার করা হয়েছে। দুর্নীতির এই মহাযজ্ঞ সরকার পতনের আগপর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা আইন করে দায়মুক্তি দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে গত পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায়, আইন করে দায়মুক্তি দেওয়ার রাজনীতি এ দেশে নতুন কিছু নয়। তবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের দায়মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা হতাশাব্যঞ্জকই বটে। তবে দায়মুক্তির প্রক্রিয়াটি নিশ্চিতভাবে ঘটবেই কি না, তা এখনো চূড়ান্ত নয়। সরকারের গাঠনিক তর্ক-বিতর্কের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি এবং দায়মুক্তি ব্যাপারটার রাজনৈতিক পরম্পরার কারণে মনে হচ্ছে, এই সরকার ও সরকার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা হয়তো নিজেদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ের জন্য আইনি সুরক্ষার পাওয়ার লক্ষ্যেও দায়মুক্তি প্রাপ্তির চেষ্টা করবেন।

ইতিহাস বলে, দায়মুক্তির রাজনীতি ভালো কিছু বয়ে আনে না। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তাই প্রত্যাশা রইল, দায়মুক্তির পরিবর্তে ফাটল ধরা এই সমাজে সত্যানুসন্ধান ও সুবিচার নিশ্চিত করুন। এর মাধ্যমেই সামাজিক সংস্কারের এক নতুন ভিত্তি স্থাপন হবে।

● **ইমরান আজাদ**, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

ডায়াবেটিসের রোগীরা কী ধরনের শর্করা খাবেন

ভালো থাকুন

ডা. তানজিনা হোসেন, অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি ও মেটাবলিজম বিভাগ, গ্রিনলাইফ মেডিকেল কলেজ

ডায়াবেটিস হলে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বা কার্যকারিতা কমে যায়। ইনসুলিনের কাজ হলো রক্তের গ্লুকোজ বা শর্করার বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। ডায়াবেটিসের রোগীর সাধারণত রক্তে শর্করা বেড়ে যায়। এ জন্যই ডায়াবেটিসের রোগীদের শর্করা পরিমিত খেতে বলা হয়।

আজকাল অনেকেই শর্করা শূন্য বা জিরো কার্ব বা লো কার্ব খাবারের দিকে ঝুঁকছেন। ইউটিউব, ফেসবুকের কল্যাণে অনেকেই না বুঝে নানা অস্বাস্থ্যকর ডায়েট চর্চা করছেন। আসলে কি শর্করা বাদ দিয়ে ডায়াবেটিসের ওষুধ বাদ দেওয়া সম্ভব?

প্রথম কথা হলো, একটি সুষম খাদ্যাভ্যাসে শর্করার পরিমাণ দৈনিক চাহিদার ৪০-৫০ শতাংশ হওয়ার কথা। শর্করা শরীরের প্রধান জ্বালানি। দৈনন্দিন শক্তির উৎস। শর্করা একেবারে বাদ দিলে শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়ায় জ্বালানির উৎস হিসেবে গ্লুকোজের বদলে চর্বি ভাঙতে শুরু করে। এতে কিটোঅ্যাসিড তৈরি হতে থাকে, যা ক্ষতিকর। তাই জ্বালানির প্রধান উৎস বন্ধের দরকার নেই; বরং দেখতে হবে, কী ধরনের শর্করা খেলে রক্তে গ্লুকোজ বেশি বাড়বে না।

শর্করা মূলত দুই ধরনের। সহজ শর্করা ও জটিল শর্করা। জটিল শর্করায় কার্বন বন্ধন বেশি, ফাইবার বা আঁশ বেশি। তাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। মানে জটিল শর্করা ভেঙে গ্লুকোজ কম শোষিত হয়, রক্তে গ্লুকোজ বেশি বাড়ায় না। আবার সহজ শর্করা দ্রুত ভেঙে গ্লুকোজ অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাই সহজ শর্করার বদলে জটিল শর্করা বেছে নিতে হবে। সাদা চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দার তৈরি খাবার, নুডলস, পাস্তা ইত্যাদি হলো সহজ শর্করা। আর লাল চাল, লাল আটা, গোটা শস্য যেমন ওটস, ব্রাউন নুডলস বা ব্রাউন পাস্তা ইত্যাদি জটিল শর্করা। ডায়াবেটিসের রোগীদের শর্করা খেলে এ ধরনের জটিল শর্করা খেতে হবে।

শাকসবজি ও ফলমূলেও কিন্তু চিনি বা শর্করা থাকে। তাহলে ডায়াবেটিসের রোগীরা কি এগুলো খাবেন না? মনে রাখবেন, আলু সবজির মধ্যে পড়ে না। আলুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক বেশি, প্রায় ভাতের মতো। আলু খেলে গ্লুকোজ বেশি বাড়ে। মজার ব্যাপার হলো, মিষ্টি আলুতে আবার ফাইবার বেশি। ফলে এটি জটিল শর্করা এবং এতে অতটা গ্লুকোজ বাড়ে না।

অনেকের ধারণা, মাটির নিচের সবজিতে গ্লুকোজ বেশি। এই ধারণাও ভুল। যেমন গাজর, মুলা, বিট, কচুমুখী, শালগম ইত্যাদি মাটির নিচের সবজি হলেও এদের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম এবং ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য ভালো। বেশির ভাগ সবজির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স মাঝারি মানের। তাই খেতে কোনো বাধা নেই।

একই কথা প্রযোজ্য ফলমূলের ক্ষেত্রেও। কিছু ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স একটু বেশি, যেমন খেজুর, তরমুজ, আম ইত্যাদি। আর বাকি বেশির ভাগ ফলের জিআই মাঝারি মাত্রার। ফলে শর্করা ছাড়াও থাকে নানা রকম ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও ফাইবার। তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা যেকোনো ফলই খেতে পারেন, তবে পরিমিত পরিমাণে।

» আগামীকাল পড়ুন : শিশুর অপুষ্টির প্রতিকার কীভাবে

আকাশছোঁয়া ভবনে কেউ থাকেন না

বিচিত্র

সিএনএন

জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট বা কৃষ্ণ অরণ্যের পূর্ব প্রান্তে প্রাচীন নগরী রটওয়াইলের একটি ভবন দেখে আপনার চোখ আক্ষরিক অর্থেই কপালে উঠতে পারে। আকাশছোঁয়া সুউচ্চ ভবনটি দেখতেও নান্দনিক। দেখলে যে কেউই ভাবতে পারেন, ভবনটিতে বড় বড় কোম্পানির কার্যালয়, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ফ্ল্যাট কিংবা অভিজাত হোটেল থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারেই উল্টো।

ভবনটির নাম টিকে এলিভেটর টেস্ট্রাম। উচ্চতা ৮০৭ ফুট (প্রায় ৭০ তলার সমান)। এটি জার্মানির সবচেয়ে উঁচু ভবনগুলোর একটি। ভবনটির চারপাশে ভালোভাবে তাকালে আপনার আগের ধারণা পুরোপুরি পাল্টে যাবে। কারণ, এটির কোথাও কোনো জানালা নেই। এর অর্থ হলো এখানে কোনো মানুষ থাকে না। নেই কোনো অফিস, হোটেল বা পানশালা। মূলত আধুনিক মডেলের লিফট বা এলিভেটর পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় এই ভবন।

জার্মানির রটওয়াইলে অবস্থিত লিফট পরীক্ষার ভবন এলিভেটর টেস্ট্রাম। ছবি : এক্স থেকে

এলিভেটর টেস্ট্রাম নামের ভবনটির মালিক জার্মানির এলিভেটর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টিকে এলিভেটর। কোম্পানিটি নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারসহ বিশ্বের সুউচ্চ ভবনগুলোর জন্য লিফট সরবরাহ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টাতেও এই কোম্পানির একটি লিফট পরীক্ষার ভবন আছে। এটির উচ্চতা ৪২০ ফুট। চীনের জংশানে এ ধরনের আরেকটি ভবন আছে টিকে এলিভেটর কোম্পানির। এর উচ্চতা ৮১৩ ফুট, যা স্ট্যাচু অব লিবার্টির চেয়ে প্রায় তিন গুণ বড়।

লিফট পরীক্ষার ভবনগুলো উচ্চতায় আরও বড় হতে পারে। যেমন চীনের গুয়াংজুতে জাপানি কোম্পানি হিটাচির তৈরি এইচ ওয়ান টাওয়ার নামের ভবনটির উচ্চতা ৯৪৮ ফুট।

ফিনল্যান্ডের লিফট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোন-এর প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা টোমিও পিকালা বলেন, লিফট পরীক্ষার ভবনগুলো অনেকটা ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ে অংশ নেওয়া দলগুলোর গাড়ির গতি পরীক্ষার রাস্তার মতো। লিফট তৈরির পর তা নিরাপদভাবে ওঠানামা করার উপযুক্ত হলো কি না, তা পরীক্ষার জন্যই এসব ভবন তৈরি করা হয়। কারণ, বাস্তবে না চালিয়ে এসব লিফট পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

শুধু ওপরে নয়, মাটির গভীরেও আছে লিফট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অবকাঠামো। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ লিফট পরীক্ষার অবকাঠামো মাটির নিচেই অবস্থিত। এটি ১ হাজার ১৫০ ফুট গভীরে। ফিনল্যান্ডে অবস্থিত এই অবকাঠামো একটি চুনাপাথরের খনির অংশ।

লিফট পরীক্ষার ভবনগুলো পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পর্যটকদের লিফটের মাধ্যমে ভবনের একেবারে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৪

কিছুদিন আগে তুমিই তো বলেছিলে উনি মজার লোক। এখন আমি বলছি দেখে বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে?

কী অদ্ভুত! বিরুদ্ধে অবস্থান নিলাম কোথায়! তোমার উচিত আমেরিকার অ্যারিজোনা, জর্জিয়া, মিশিগান, নেভাদা এসব জায়গায় গিয়ে থাকা।

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

বাদাম ভেজে খেলে পুষ্টিগুণ কি কমে যায়?

নিয়মিত বাদাম খেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে।

ভাজা বাদাম চমৎকার সুবাস ছড়ালেও ভিটামিন ই এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ কমে যায়। তা ছাড়া এতে ক্ষতিকর উপাদান অ্যাক্রিলামাইড তৈরি হয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২			৩		৪
				৫			
	৬		৭			৮	
৯					১০		
		১১				১২	১৩
	১৪				১৫		
১৬		১৭		১৮		১৯	
		২০					

বাঁ থেকে ডানে : ১. জলস্রোতের মৃদু কলকল ধ্বনি। ৩. বহু ছিদ্রবিশিষ্ট। ৫. পরিস্রুত বা শোধন করা। ৬. কপটতাহীন। ৮. মালিকানা। ৯. কৃতার্থ। ১০. লেজ। ১১. ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১২. বাহুতে পরার অলংকার। ১৬. অম্ল স্বাদবিশিষ্ট গোলাকার ফল। ১৮. পরজীবী উদ্ভিদ। ২০. দৃষ্টির অগোচর।

ওপর থেকে নিচে : ১. রাশিচক্রের একাদশ রাশি। ২. ইন্দ্রজাল। ৩. বড় ঝুড়িবিশেষ। ৪. সর্বময় কর্তৃত্ব। ৫. কর্তিত অংশ। ৬. ভিন্ন। ৭. পায়ের আওয়াজ। ৮. শুভ্রতা। ৯. বিত্তশালী। ১৩. গা মোছার ছোট বস্ত্র। ১৪. শক্তি। ১৫. অভাব, বৈপরীত্য, না প্রভৃতি বোধক। ১৬. ললিত। ১৭. উষ্ণতা। ১৮. দল, তরফ। ১৯. গর্দভ।

গত সমস্যার সমাধান

উ	ল্ল	সি	ত		ম	শা	
পে		কি		খো		বা	ষ্প
ক্ষা	র		বি	স	দৃ	শ	
	স	হ	স্র		প্ত		জ
ছা	দ		স্ত	ব		প	র্দা
	দা	রু		লি	খি	ত	
দা	র		য	ষ্ঠ		প	র্ণ
ক্ষ্য		সৃ	ষ্টি		পা	ত	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

২০১৮ সালের জুনে ফুটবল বিশ্বকাপ উদ্‌যাপন করতে চীনের ইয়ানতাইয়ের 'হেইচ্যাং হোয়েল শার্ক অ্যাকুয়ারিয়ামে' নেমেছিলেন ডুবুরিরা। নেমেই ক্ষান্ত হননি, হাঙর ও স্টিংরের মধ্যে ফুটবলও খেলেছেন।

২০১৭ সালের ৬ এপ্রিল কিছু লোক স্পেনের মাদ্রিদে জড়ো হয়েছিল একসঙ্গে কাঁদার জন্য!

পোষা কুকুর জেসিকাকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডের র‍্যাচেল গ্রিলস মিনিটে ৫৯ বার দড়িলাফ দিতে পারেন!

কথা অমৃত

রান্না আর বাগান করাতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাগে—গণিত, রসায়ন, ইতিহাস।

ডেভিড চ্যাং
মার্কিন শেফ ও লেখক (জন্ম : ১৯৭৭)

সুডোকু

	1		8					7
				4	5	1		
5	9	3						
				8	2			3
	8		9		3		1	
2			7	5				
						3	8	1
		6	1	7				
8					4		5	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

8	2	6	5	1	4	3	7	9
1	3	4	7	6	9	5	2	8
7	9	5	8	2	3	6	1	4
2	8	3	4	7	1	9	6	5
5	6	1	3	9	2	4	8	7
9	4	7	6	8	5	1	3	2
6	5	2	1	4	8	7	9	3
3	7	9	2	5	6	8	4	1
4	1	8	9	3	7	2	5	6

চুটকি

লাবু বলল হাবুকে, 'কিরে, মন খারাপ কেন?'
হাবু মুখটা কালো করে বলল, 'নিজেকে যখন আয়নায় দেখি, তখন ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়!'
লাবু বলল, 'কেন?'
হাবু বলল, 'মনে হয়, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমি একটা অপদার্থ!'
লাবু বলল, 'বাহ্, তোর রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা তো পারফেক্ট!'
হাবু খুশিতে আটখান হয়ে বলল, 'যাক, তাহলে তো আমি ডাক্তার হিসেবে খুব ভালো হব!'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

জীবন আদতে কী, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানো, শ্রোডার?

দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা | নড়াইল সদরে গতকাল বিশেষ টাস্কফোর্স দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে আট হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। প্রতিনিধি, নড়াইল

সংক্ষেপে

পটুয়াখালী

নিখোঁজের ২ দিন পর লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালীতে নিখোঁজের দুই দিন পর আল-আমিন খন্দকার (২৬) নামের এক দিনমজুরের অর্ধগলিত ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে পটুয়াখালী শহরসংলগ্ন লাউকাঠি নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। আল-আমিন খন্দকার সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের শারিকখালী গ্রামের মৃত খালেক খন্দকারের ছেলে। আল-আমিনের চাচা আবদুল রব খন্দকার জানান, গত বুধবার সকাল ১০টার দিকে আল-আমিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। খবর পেয়ে গতকাল সকালে সদর থানায় গিয়ে আল-আমিনের লাশ শনাক্ত করেন তিনিসহ স্বজনেরা। তিনি বলেন, আল-আমিন সাঁতার জানতেন। তাহলে কীভাবে নদে পড়ে মরলেন? সদর থানার ওসি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, সকাল সাড়ে সাতটার দিকে স্থানীয় লোকজন লাউকাঠি নদে একটি লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। লাশের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তিনি দুই দিন আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আল-আমিন কীভাবে মারা গেলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *পটুয়াখালী*

যশোর

দুই দিনের নাট্যমেলা

যশোরে দুই দিনব্যাপী নাট্যমেলা শুরু হয়েছে। নাট্যসংগঠন বিবর্তন যশোরের ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় যশোর টাউন হল মাঠের রওশন আলী মঞ্চে এই নাট্যমেলা শুরু হয়। আজ শনিবার আরও পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থের মধ্য দিয়ে মেলার পর্দা নামবে। 'মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গতকাল বিকেল পৌনে পাঁচটায় নাট্যজন ফয়েজ জহির প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে নাট্যমেলার উদ্বোধন হয়। এরপর সংগঠনের সভাপতি নওরোজ আলম খানের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের কবিতা আবৃত্তি ও শিশুদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যার পর পাঁচটি নাট্যসংগঠনের পাঁচটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়োজক সংগঠন বিবর্তন যশোরের পরিবেশনায় পাইচো চোরের কিচ্ছা, ব্যঞ্জন যশোরের শ্রেষ্ঠার মানুষ, থিয়েটার ক্যানভাসের বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, যশোর ইনস্টিটিউটের নাট্যকলা সংসদের মধু মিলন ও প্রত্যয় থিয়েটারের পরিবেশনায় মানবতার শহর।

যশোর অফিস

দুপুরের খাবার

আমন ধান কাটার ফাঁকে খেতের পাশে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছেন দুই কৃষক। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের গোয়ালকান্দিতে। ছবি : প্রথম আলো

সারের দামে নাকাল কৃষক

ভোলার মাঝের চর

মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন মাঝের চর। এখানে বিএডিসির ডিলারের সার বিক্রয়কেন্দ্র নেই। খুচরা বিক্রেতারা এখানে বেশি দামে সার বিক্রি করেন।

ভোলার মাঝের চরে প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে ধানসহ নানা ফসল আবাদ করা হয়। প্রতি মৌসুমে ফসল আবাদের জন্য আট হাজার মেট্রিক টন সার প্রয়োজন; কিন্তু পাওয়া যায় অর্ধেকের কম। আবার বেশি দামে হয় সার বিক্রি।

সারের নাম	সরকার নির্ধারিত মূল্য	প্রকৃত বিক্রয়মূল্য
ইউরিয়া	২৭ টাকা	৪০ টাকা
টিএসপি	২৭ টাকা	৪০ টাকা
ডিএপি	২১ টাকা	৩০ টাকা
এমওপি	২০ টাকা	৩০ টাকা

ভোলার মাঝের চরে নানা ধরনের সবজির আবাদ করেন কৃষকেরা। সম্প্রতি দৌলতখান মদনপুর ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

নেয়ামতউল্যাহ, *ভোলা*

ভোলা জেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার এবং দৌলতখান উপজেলা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর মাঝখানে জেগে উঠেছে এক চর। নাম তার মাঝের চর। এই চরের প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে ধানসহ নানা ফসল আবাদ করা হয়। অথচ এখানে কোনো সারের ডিলার নেই। নেই বিক্রয় কেন্দ্র। এতে কৃষকদের বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে। অন্য এলাকায় গিয়ে আনতে গিয়ে সার পরিবহনে খরচ বেশি পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে এই চরের কৃষকেরা চরে সরকারিভাবে সার বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও স্থানীয় কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাঝেরচর দৌলতখান উপজেলার মদনপুর ও মেদুয়া ইউনিয়ন এবং সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের একটি অংশ নিয়ে গঠিত। মাঝের চরের জমিতে রবিমৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে উন্নত মানের সবজি, তেল, ডাল ও ধানের আবাদ হচ্ছে। এই চরের প্রায় ৫ হাজার কৃষককে চাষাবাদের জন্য ভোলা অথবা লক্ষ্মীপুর শহর থেকে অতিরিক্ত মূল্যে সার কিনতে হচ্ছে। আর যাঁরা ২-১ কেজি সার কেনেন, তাঁরা মদনপুর থেকে সংগ্রহ করেন। বস্তা কিনলেও বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়।

মাঝের চরের কয়েকজন কৃষক বলেন, মদনপুর ইউনিয়নের বিএডিসির সার ডিলারের জন্য বরাদ্দ করা ভর্তুকির সার সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আমদানিকারকদের কাছ থেকে তুলে নিচ্ছেন। তাঁদের হাত থেকে সেই সার চলে যাচ্ছে অননুমোদিত খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে। এর ফলে ভর্তুকির সার মদনপুরের কৃষকদের বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে কোনো তদারকি নেই বলে কৃষকেরা অভিযোগ করেছেন।

কয়েকজন উপসকারী কৃষি কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতি মৌসুমে মাঝের চরে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার মেট্রিক টন সার দরকার। তবে কৃষকেরা বলছেন, কৃষি কর্মকর্তার হিসাবের চেয়ে তাঁদের সার আরও বেশি দরকার। কারণ, রবি মৌসুমে তাঁরা একই জমিতে উন্নত জাতের কয়েকটি ফসলের আবাদ করছেন। যেমন ক্যাপসিকাম, তরমুজ, কাঁচা মরিচ, করল্লা, চিচিঙ্গা ও শসা। এসব সবজি দেশের বাইরে যাচ্ছে। মূল ভূখণ্ডে তিনটি(খরিফ-১, ২ ও রবি) মৌসুম হলেও তাঁরা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটি মৌসুম ধরে মাঝের চরে একাধিক ফসল আবাদ করছেন। পরে তাঁরা খেতে আমন ধান আবাদ করেন। এ কারণে তাঁদের সার বেশি দরকার হয়।

মদনপুর ইউনিয়ন, চর কাচিয়া ও চর নেয়ামতপুরের একাধিক কৃষক ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা বলেন, মদনপুর ইউনিয়নে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার একর, চর কাচিয়ার অংশে ৫০০ একর এবং চর নেয়ামতপুরে প্রায় দেড় হাজার একর জমিতে ১২ মাস কমবেশি সবজি ও আমন ধান আবাদ হচ্ছে; কিন্তু এখানে কোনো সারের ন্যায্যমূল্যের বা ডিলারের দোকান নেই। মুদিদোকানদার ২-৪ বস্তা সার কিনে এনে বেশি দামে খুচরা বিক্রি করেন। যেসব কৃষকের বেশি সার দরকার, তাঁরা ভোলা শহর ও ভোলার বাইরে থেকে সার সংগ্রহ করছেন।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, মদনপুরে কমপক্ষে ১০টি মুদিদোকানে খুচরায় সার বিক্রি হচ্ছে। এসব দোকানে সারের মূল্য তালিকা নেই। তাঁরা ৩০ টাকার নিচে কোনো সার বিক্রি করছে না। সরেজমিন এ ইউনিয়নে কোনো সারের ডিলারের গুদাম বা বিক্রয়কেন্দ্র চোখে পড়েনি।

চরপদ্মা গ্রামের প্রান্তিক কৃষক মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌকিদার বলেন, তিনি সোমবার (গত ২৮অক্টোবর) পাটওয়ারীবাজার থেকে কালা সার (টিএসপি) ৪০ টাকা, ডিএপি ৩০ টাকা, চিকন সাদা সার (ইউরিয়া) ৪০ টাকা কেজি দরে কিনেছেন। এর কমে মদনপুরে কোনো সার নেই।

ভোলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ)এএফএম শাহাবুদ্দিন বলেন, যিনি ইউনিয়নের ডিলার হবেন তাঁর ইউনিয়নে অবশ্যই গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্র থাকতে হবে।

ভোলা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি ভোলা জেলা প্রশাসক আজাদ জাহান বলেন, মদনপুরে ইউনিয়নে নিয়োগ দেওয়ার সার ডিলার যাতে ওই ইউনিয়নে (মাঝের চরে) গিয়ে সার বিক্রি করেন সে ব্যাপারে তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। শরীয়তপুরের শহীদ মিনার চত্বরে। ছবি : সত্যজিৎ ঘোষ

সত্য প্রকাশে অবিচল থাকে প্রথম আলো

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশাল বাংলা ডেস্ক

প্রথম আলো বাংলাদেশের একমাত্র পত্রিকা, যা সমাজ বদলে কাজ করে, ভূমিকা রাখে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখায়। *প্রথম আলো* সত্য তথ্য প্রকাশে অবিচল থাকে। নীতি ও নৈতিকতা মেনে এ পত্রিকার সাংবাদিকেরা কাজ করে সাধারণ পাঠকের মন জয় করেছেন, আস্থাভাজন হয়েছেন। *প্রথম আলোর* সব কাজ অনুকরণীয়। *প্রথম আলো* এমন একটি পত্রিকা, যা না পড়লে দেশ-বিদেশের প্রকৃত হালচাল জানা যায় না।

'জেগেছে বাংলাদেশ' স্লোগানে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার সাতক্ষীরায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা এ কথা বলেন। গতকাল ও গত বৃহস্পতিবার নানা আয়োজনে নড়াইল, মাদারীপুর ও ফরিদপুরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। এসব জেলায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গতকাল সকাল ১০টায় সাতক্ষীরার শহীদ নাজমুল সরণির ম্যানগ্রোভ সভাঘর মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। বন্ধুসভার সদস্য মো. সালাউদ্দিনের সঞ্চালনায় ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুভাষ সরকারের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সভাপতি কর্ণ বিশ্বাস। এতে বক্তব্য দেন সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, দেবহাটা খানবাহাদুর আহছান উল্লাহ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পবিত্রমোহন দাশ, বন্ধুসভার উপদেষ্টা জাহিদা জাহান, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সভাপতি মমতাজ আহমেদ, সাতক্ষীরা নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, উদীচী সাতক্ষীরা জেলা শখার সভাপতি শেখ সিদ্দিকুর রহমান ও *প্রথম আলোর* সাতক্ষীরার নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি।

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ বলেন, *প্রথম আলো* এমন একটি পত্রিকা, যা না পড়লে দেশ-বিদেশের প্রকৃত হালচাল জানা যায় না। বর্তমান সময়ে *প্রথম আলো* দেশের মানুষের পাশে থেকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাদের পাশে থেকে নৈতিক ও ইতিবাচক সমর্থন জুগিয়েছে। বর্তমানে আবার একটি গোষ্ঠী চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে *প্রথম আলো*।

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে নড়াইল শহরের চৌরাস্তা এলাকায় সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* নড়াইল প্রতিনিধি মো. রাজু শেখ। নড়াইল বন্ধুসভার উপদেষ্টা শুভ সরকারের সঞ্চালনায় অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন নড়াইল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মির্জা নজরুল ইসলাম, মানবাধিকারকর্মী কাজী হাফিজুর রহমান, নড়াইল জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি তারিকুজ্জামান লিটু, শিব শংকর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিসকাত শরীফ, সাংস্কৃতিক কর্মী মুন্সী আসাদুর রহমান, দেশ টিভির প্রতিনিধি শরিফুল ইসলাম, নড়াইল বন্ধুসভার সভাপতি শামীম আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষক মিশকাত শরীফ বলেন, বাংলাদেশের সর্বাধিক পাঠক *প্রথম আলোর*। পত্রিকাটির শীর্ষে অবস্থান করার কারণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন। শীর্ষে যাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এমনি এমনি শীর্ষে যাওয়া যায় না। কোনো সংবাদ যদি *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়, মানুষ মনে করে, নিশ্চিত এর সত্যতা আছে। কোনো ভুয়া তথ্য *প্রথম আলো* প্রকাশ করে না।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মাদারীপুর পৌরসভার সম্মেলনকক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় বন্ধুসভা। মাদারীপুর বন্ধুসভার সভাপতি সোহেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান জুলিয়া। পরে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* মাদারীপুর প্রতিনিধি অজয় কুন্ডু।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে *প্রথম আলোর* কাছে পাঠক হিসেবে প্রত্যাশার কথা জানান মাদারীপুর ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মহাদেব বর্মন, মাদারীপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হিতেন চন্দ্র মন্ডল, রবীন্দ্র সম্মেলন পরিষদের সহসভাপতি মো. মহিউদ্দিন ফারুকী, সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য এনায়েত হোসেন নান্নু, মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) ভাস্কর সাহা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. নাজমুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কানাই লাল দাশ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কে এম হাবিবুর রহমান, মৈত্রী মিডিয়া সেন্টারের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান, বন্ধুসভার উপদেষ্টা অখিল সরকার, তারুণ্য পরিবার মাদারীপুরের উপদেষ্টা মেহেদী হাসান সোহেল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন উদ্ভাস আবৃত্তি সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রাবন্তী মজুমদার ও গান পরিবেশন করেন বন্ধুসভার বন্ধু বাঁধন খান।

মাদারীপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হিতেন চন্দ্র মন্ডল বলেন, '*প্রথম আলোর* কাছে আমরা সত্য তথ্য খুঁজি। দেশে যত বড় ঘটনাই ঘটুক, *প্রথম আলো* কী লিখছে সেটা জানতে চাই আমরা। *প্রথম আলোর* তথ্যে নির্ভরশীলতা রয়েছে। গণমানুষের জীবন বদলেও *প্রথম আলো* ভূমিকা পালন করে।'

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে *প্রথম আলোকে* শুভেচ্ছা জানিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুদ্দীন আহমেদ বলেন, '১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ চলবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি বলে আমাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে।'

প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আলতাফ হোসেন বলেন, '*প্রথম আলো* অন্ধকারে আলো ফেলে সত্য তুলে আনে। *প্রথম আলো* গণমানুষের কথা বলে।'

দাবির মুখে সেনা কর্মকর্তাকে পরিচালক পদে নিয়োগ

শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক পদে অবশেষে একজন সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীরকে এই হাসপাতালের পরিচালক পদে পদায়ন করা হয়। এবারই প্রথম এই হাসপাতালে একজন সেনা কর্মকর্তাকে পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

গত বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ অধিশাখার জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মোহাম্মদ মামুন শিবলী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। নতুন নিয়োগ পাওয়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বর্তমানে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের কমান্ড্যান্ট হিসেবে কর্মরত।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মনিরুজ্জামান শাহিন শুক্রবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোক বলেন, নতুন পরিচালক পদায়নের প্রজ্ঞাপন পেয়েছি। তবে তিনি এখনো যোগদান করেননি।

দুর্নীতি-অনিয়মসহ নানা অভিযোগে শিক্ষার্থী ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিক্ষোভের মুখে ২৯ অক্টোবর হাসপাতালের পরিচালক এইচ এম সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগের পর থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক পদে সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীরা। হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে শুরু করে পদে পদে দুর্নীতি বন্ধ ও অব্যবস্থাপনা দূর করে গরিব-অসহায় রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতেই তাঁরা এই দাবি তোলেন।

লোহাগড়ায় ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে মানববন্ধন

প্রতিনিধি, *লোহাগড়া, নড়াইল*

'স্বপ্নের ট্রেন যাবে লোহাগড়ার বুক চিরে, তবে আমাদের স্বপ্ন অধরাই কেন রবে?' এই স্লোগান নিয়ে নড়াইলের লোহাগড়া স্টেশনে ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ দলের ব্যানার নিয়ে এই দাবিতে মিছিল করে লোহাগড়া উপজেলা পরিষদের সামনে ঢাকা-যশোর মহাসড়কে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন।

কর্মসূচির উদ্যোক্তারা বলেন, তাঁরা শুনছেন ১৫ নভেম্বর থেকে ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এতে ঢাকা-নড়াইল-যশোর-খুলনা হয়ে ট্রেন যাতায়াত করবে। তবে লোহাগড়ায় রেলস্টেশন তৈরি হলেও সেখানে থামবে না। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ মাঠে নেমেছেন।

বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজে ধীরগতি

খুলনার কয়রা

২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা চলতি বছরের ৩০ ডিসেম্বর। তবে এখন পর্যন্ত মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *কয়রা, খুলনা*

নদীভাঙন থেকে রক্ষায় খুলনার কয়রায় বেড়িবাঁধ নির্মাণকাজ চলছে ধীরগতিতে। ২ নভেম্বর কয়রার দক্ষিণ বেদকাশী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

খুলনার কয়রা উপজেলায় নদী ভাঙন থেকে রক্ষায় বেড়িবাঁধের নির্মাণকাজ ধীরগতিতে চলছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'পুনর্বাসন' প্রকল্পের আওতায় কয়রার কপোতাক্ষ ও শাকবাড়িয়া নদীতীরবর্তী প্রায় ৩২ কিলোমিটার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মেয়াদ আছে আর দুই মাস। তবে এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার সম্ভাবনা তেমন নেই।

প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) খুলনা ও সাতক্ষীরা-২ বিভাগ। দরপত্রের মাধ্যমে ২৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করার অনুমতি পেয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের দাবি, কার্যাদেশ পেতে দেরি ও তুলনামূলক বরাদ্দ ছাড় না পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে পারছে না তারা।

বেড়িবাঁধের নির্মাণকাজের ধীরগতির কারণে স্থানীয় লোকজনের মাঝেও অসন্তোষ বিরাজ করছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই কাজ হাতবদল করায় ধীরগতি দেখা দিয়েছে। মূল ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ নেওয়া এসব সহঠিকাদারের অনভিজ্ঞতা ও তাদের আর্থিক-সংকটই কাজে ধীরগতির মূল কারণ। শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক স্থানে দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ আছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কয়রা উন্নয়ন সমন্বয় সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বিদেশ রঞ্জন বলেন, উপকূলীয় এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান সমস্যা নদীভাঙন। পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ায় এলাকার মানুষ আশা করেছিল, সে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে; কিন্তু কাজের ধীরগতি মানুষকে হতাশ করেছে।

পাউবো সূত্রে জানা গেছে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে কয়রার দক্ষিণ বেদকাশী ও উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নকে রক্ষায় ৪৮টি গুচ্ছে প্রায় ৩২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণকাজ চলমান। চলমান কাজের মধ্যে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি, ঢাল সংরক্ষণ, নদীশাসন ও চর বনায়ন উল্লেখযোগ্য। কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা চলতি বছরের ৩০ ডিসেম্বর। তবে এখন পর্যন্ত প্রকল্পের মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করা হয়েছে।

সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কিছু স্থানে মাটির কাজ করে ফেলে রাখা হয়েছে, কিছু জায়গায় এখনো মাটিও পড়েনি। আবার কোনো কোনো স্থানে কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। কয়েকটি স্থানে সিসি ব্লক বানানোর কাজ চলছে।

দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের আংটিহারা গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, ২ হাজার ৮৭০ মিটার বাঁধ নির্মাণে মাটির কাজ চলছে। মেসার্স মোজাফফর এন্টারপ্রাইজ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ইসরাফিল হোসেন নামে এক ব্যক্তি ওই কাজ করছেন; কিন্তু তাদের আর্থিক সংকট থাকায় এ মুহূর্তে সেখানে কাজ বন্ধ আছে।

এ বিষয়ে জানতে কাজের মূল ঠিকাদার মোজাফফর হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। কাজের সহঠিকাদার ইসরাফিল হোসেন কাজ কিনে নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

কয়রার মাটিয়াভাঙ্গা থেকে আংটিহারা পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার মিটার বাঁধের নির্মাণকাজ করছেন মেসার্স আমিন অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সেখানে নদীতে বালুর বস্তা ডাম্পিংয়ের কাজ করছেন তাঁরা।

বাঁধ নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আমিন অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন, 'কার্যাদেশ পাওয়ার পর থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি। তবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছাড় না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।'

কয়রার কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী গাজীপাড়া এলাকায় কাজ করছে এম এম বিল্ডার্স নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত মাটির কাজ শুরু হয়নি।

প্রকল্প পরিচালক ও পাউবোর খুলনা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ছবিবুর রহমান বলেন, দুই বছর আগে প্রকল্পটি অনুমোদন হলেও দাপ্তরিক জটিলতার কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। যে কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ শেষ হবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, এ ডব্লিউ চৌধুরী রোড, দারুস সালাম, ঢাকা-১২১৬।

সংখ্যা :১৫.৫৫.০০০০.৩০২.২৫.৫২৫.২৪.৫৯৩

১৯ কার্তিক, ১৪৩১
০৪ নভেম্বর, ২০২৪

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

'বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ রিপোর্টিং ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা'

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) সপ্তাহব্যাপী **'বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ রিপোর্টিং ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা'** পরিচালনা করতে যাচ্ছে। এ পাঠ্যধারায় বেতার এবং টেলিভিশন সংবাদ রিপোর্টিং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক পাস হতে হবে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে ৳ ২০০/- (টাকা দুইশত) মাত্র নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

০৭ নভেম্বর ২০২৪ থেকে প্রতিদিন অফিস চলাকালীন আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি, স্নাতক পাসের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এবং প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র জমা দিতে হবে। ইনস্টিটিউটের www.nimc.gov.bd-তে সরাসরি আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের দিন ফি জমা দিয়ে বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। বাছাই পরীক্ষা ১৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য পৃথক কোন পত্র দেয়া হবে না। বাছাই পরীক্ষার পর নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে।

মনোনীত প্রার্থীদের কোর্স ফি বাবদ ৳ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে 'মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট'-এর অনুকূলে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৪/১১/২৪
সুমনা পারভীন
উপপরিচালক (টিভি. অনু.) ও
পাঠ্যধারা পরিচালক, ফোন : ০১৭৭৩১০৬৯৭৫।

Quality comes first, Profit is its logical sequence

READY PROJECTS
Bashundhara | Dhanmondi | Chamelibagh
Tejkunipara | Mohammadpur | Savar & Cumilla

ONGOING RESIDENTIAL PROJECTS
Jalshiri | Uttara | Bashundhara | Mohakhali | Shamoly
Mohammadpur | Dhanmondi | Indira Road | Kalabagan
Eskaton | Moghbazar | Dilu Road | Elephant Road | Hatirpool
Zigatola | Malibagh | R.K. Mission Road | Gandaria & Cumilla

ONGOING COMMERCIAL PROJECTS
Dhanmondi | Eskaton | Malibagh & Savar

SEL
SINCE 1983

The Structural Engineers Ltd.
SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205

Call Us:
09666773344
Cumilla Office: 01819 558161
sel.com.bd

CREDENCE
for the inspired lifestyles

OFFERING LAVISH AND CONTEMPORARY APARTMENTS IN THE FOLLOWING LOCATIONS

3 BED & 4 BED APARTMENTS

Gulshan (Lake View) — Road-13, Block-SW(D)
Dhanmondi R/A — Road-9/A, Road-12, Road-16
Banani — Road-17A
Lalmatia — Block-B, C & D (Ready & Ongoing)
Kalabagan — Bashiruddin Road, Lake Circus 1st Lane, North Dhanmondi
Mohammadpur — Iqbal Road, Humayun Road, Babor Road
Elephant Road
Khilgaon — Shahid Baki Road
Uttara — Sector-6 & 7 (Ready & Ongoing)
Badda — Lake Road (Lake Facing)
Adabor — Dhaka Housing

Apartment Size : 1078-3366 SFT. (1SFT.= 0.0929 SQM.)
Call for Details 16769
Web: www.credencehousingltd.com, E-mail: credencehousingltd@gmail.com
Cell/WhatsApp: 01877772200, 01877772244, 01877772211
Planning Center: House-15B, Road-16 (Old-27), Dhanmondi, Dhaka

এখন প্রথম আলো
শ্রেণীভুক্তসহ সকল বিজ্ঞাপন ই-মেইল এর মাধ্যমে ডিজাইন পাঠিয়ে বিকাশ এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করে ছাপানো যাবে
email: ad@prothomalo.com
ফোন : ০২-৫৫০১২২১২, বিকাশ : ০১৯৫৫৫৫২০৭৬

WELCARE GROUP BD
SHAPING YOUR DREAMS WITH CARE

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়েলকেয়ার গ্রুপ বিডি-এর ল্যান্ড প্রজেক্টের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য নিম্নে উল্লেখিত পদসমূহে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে।

নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১	জেনারেল ম্যানেজার	১	স্নাতক পাশ	৭ বছর
২	ডেপুটি ম্যানেজার	২	স্নাতক পাশ	৫ বছর
৩	এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	৫	স্নাতক পাশ	৪ বছর
৪	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ	১০	স্নাতক পাশ	৩ বছর
৫	এক্সিকিউটিভ	১০	স্নাতক পাশ	১-২ বছর

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ২০-১১-২০২৪ইং তারিখের মধ্যে ই-মেইল সাবজেক্ট-এ পদের নাম উল্লেখ করে পূর্নাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সংযুক্ত করে welcaregreencity@gmail.com ই-মেইল-এ পাঠানোর জন্য বলা হলো।
হেড অফিস: সেনা কল্যান ভবন, লেভেল: ১৩, ১৯৫ মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০।

APARTMENTS AT
NEW ESKATON
Near Moghbazar Circle on New Eskaton Road

Beautifully designed 3-Bedroom Apartments featuring a range of general amenities including Reception Lobby & Lounge, Community Hall, Children's Play Area, Rooftop with Garden and Barbecue Area etc.

By

SALE ENQUIRIES 16687
01713018405
01713186944

Asset Developments & Holdings Ltd
91 Gulshan Avenue
www.asset.com.bd

• কারওয়ান বাজার-০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭ • শেফ'স টেবিল-০১৭৩০ ০০০৬০০
• শাহবাগ-০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬ • বাংলাবাজার- ০১৭৩০ ০০০৬৪৮
ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন
www.prothoma.com

রেডি/নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়

★ বসুন্ধরা ১৭২০-২৩০০ বঃ
★ জলসিড়ি ২৭৫০-২৮২৫ বঃ
★ উত্তরা ২৩৩০-২৯৭০ বঃ
★ বাবর রোড ১৯৬০ বঃ
★ কাঠালবাগান ১৩০০ বঃ
★ মগবাজার ১২০০-১৫০০ বঃ
★ মালিবাগ(ড. গলি) ৯৬০-১৩৭৫ বঃ
★ রাজাবাজার ১২৬৫-১৫২০ বঃ
★ তেজকুনিপাড়া ১১৭০-১৭৫০ বঃ
★ হাতিরঝিল ২৫০০ বঃ
★ বনশ্রী ১৪৫০-১৫১৫ বঃ
★ আফতাবনগর ১২০০-২৫০০ বঃ
★ বাড্ডা ১১৮০-১৪৩০ বঃ
★ বায়তুলআমান ১২০০-১৪৬০ বঃ
★ বাসাবো ১১০০-১২০০ বঃ
★ মিরপুর ১১২০-১৯৫০ বঃ
★ কল্যাণপুর ১২০০ বঃ
★ পাবনা ১৩৪০ বঃ

Basic Builders Ltd.
০১৭৫৯-৫৪১৭৭৫,০১৩০১-৯৫৯৮৭৫

Choose your Dream home & Office space

100% Ready
BANANI — Meherunnessa Villa — P-56, B-D, R-08 & 15 | 1993 Sq.Ft.
BASHUNDHARA — Assurance Sunflower — P-301, Shafiat Rd., B-C | 1576-1640 Sq.Ft.
AGARGAON — Abedin's Dream — 65, West Agargaon | 1456-1487 Sq.Ft.
UTTARA — Corner Meadows — P-21, R-15, S-4 | 1689 Sq.Ft.
NIKUNJA-2 — Asian Tower (Commercial) — 52, Joar Shahara | 1386-3078 Sq.Ft.
MOHAKHALI — MS Center (Commercial) — 8, Mohakhali C/A | 3527-7230 Sq.Ft.

ASSURANCE DEVELOPMENTS
LAND WANTED
Residential or Commercial
for Joint Venture Development

Ongoing
GULSHAN — Gulshan Panaroma — P-6, R-113 & 116 | 2335-2570 Sq.Ft.
The Green Lodge — P-17, R-68/A | 4236-4258 Sq.Ft.
DHANMONDI — Floating Forest — P-58, R-15/A & 8/A | 2117-2376 Sq.Ft.
BASHUNDHARA — Bellevue — P-92, R-3, B-J | 2002-2010 Sq.Ft.
BANANI — Shining Ruby — P-51, R-13, B-E | 2851-2913 Sq.Ft.
ASHKONA — Niladri — 438, Dakshinkhan | 1295-1402 Sq.Ft.

*1 Sq. Ft. = 0.0929 Sq. M.

Corporate Office:
Assurance Tower
65/B, Kemal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213.
16747
09 606 222 444 (PABX)
www.assurance.com.bd
info@assurance.com.bd
/assurancedevelopments

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনে ফিরে আসতে পারে বাণিজ্যযুদ্ধ

চীনসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্যাংকক পোস্ট-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

শিশুদের রক্তে সিসা

আইনের প্রয়োগ ও নজরদারি বাড়ান

সিসাদূষণে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ—খবরটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) সঙ্গে মিলে ইউনিসেফ খুলনা, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ও সিলেট জেলায় ৯৮০ এবং ঢাকায় ৫০০ শিশুকে পরীক্ষা করে সবার রক্তে সিসার উপস্থিতি শনাক্ত করে। এসব নমুনার মধ্যে চার জেলায় ৪০ শতাংশ ও ঢাকায় ৮০ শতাংশ নমুনায় প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি সিসা পাওয়া যায়, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার চেয়ে বেশি। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শিশুদের রক্তে কোনো মাত্রায় সিসা থাকা নিরাপদ নয়।

এ কথাও অজানা নয় যে শিশুদের রক্তে সিসা থাকলে মস্তিষ্কের বিকাশের সময়সীমা কমে যায় এবং প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হৃদ্‌রোগ (কার্ডিওভাস্কুলার) দেখা দেয় আর গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে অনাগত শিশুরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

শিশুদের রক্তের উৎস হলো ব্যাটারিচালিত রিকশা ও সোলার প্যানেলের ব্যাটারি। এসব ব্যাটারি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভেঙে ফেলা হয় এবং নষ্ট ব্যাটারি পুড়িয়ে সেখান থেকে সিসা বের করে নতুন করে ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু সিসা বের হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায়। পানি, মাটি ও বাতাসে মিশে যাওয়া সিসা আবার খাবারের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন পরিবেশে ভারী ধাতুর দূষণ বাড়ার কারণে শিশুদের বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি বেড়ে চলেছে।

সিসামুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে সিসা শনাক্তকরণ ও সিসার সংস্পর্শে আসার উৎসগুলো বন্ধ করা জরুরি। প্রতিটি শিশু যাতে সিসা ও বিষাক্ত ধাতুমুক্ত পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ইউনিসেফ এ বিষয়ে সহায়তা করতে রাজি হয়েছে।

সিসাদূষণ মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি পরীক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবেশ খাতের পরীক্ষাগারের সক্ষমতা জোরদার করতে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলেছে ইউনিসেফ। কিন্তু মূল কাজটি করতে হবে সরকারকেই।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ ও পরিবেশবাদী সংগঠন পিওর আর্থ পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়, বিশ্বের ৮০ কোটি শিশুর প্রত্যেকের শরীরের প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ৫ মাইক্রোগ্রাম সিসা রয়েছে। এই সিসা শিশুর মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের শরীরে সিসা প্রবেশ করলে তা সহজে অবমুক্ত হয় না। সাধারণত সিসা মানুষের হাড়ে ও দাঁতে ঢুকে যায়। আবার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যন্ত্রে সিসার ব্যবহারও পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না। বিপদ থেকে মুক্ত হতে হলে সিসার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের বিকল্প নেই।

এ বিষয়ে সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও নিয়েছে। সব ধরনের রঙে ও জ্বালানি তেলে সিসার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আরও অনেক খাতের মতো এখানেও সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া ও বাস্তবায়নের মধ্যে বিরাট ফারাক থাকে।

দেশের সব মানুষকে সিসার উৎস, ক্ষতিকর প্রভাব, সিসা সংক্রমণের প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতন করতে পারলে সফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়। কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ ও নজরদারিই পারে শিশুর রক্তে সিসার প্রবেশ রহিত করতে।

কৃষিতে তরুণ উদ্যোক্তারা

নাটোরের উদাহরণ ছড়িয়ে পড়ুক দেশজুড়ে

পুঁজিতান্ত্রিক ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির প্রসারে দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি অনেকটা সংকুচিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়, সেটিই আমাদের মানতে হয়। যে কারণে অনেক তরুণকে আমরা এগিয়ে আসতে দেখি কৃষি খাতে। যেমনটি দেখা যাচ্ছে, নাটোর জেলা সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলায়। সেখানে সারা বছর পলিনেট হাউসে সবজি ও ফুল-ফলের চারা উৎপাদন করে বাজিমাত করে দিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তারা। এটি খুবই আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

ফসলি মাঠে বিশেষ পলিথিন আর পাইপ-অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি করা হয় 'পলিনেট হাউস' বিশেষ এক ধরনের ঘর। এটি মূলত চারা উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি। চারা উৎপাদনে বৈরী আবহাওয়া সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পলিনেট হাউসে সারা বছরই চারা উৎপাদন সম্ভব। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নাটোরের এসব পলিনেট হাউসে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সারা বছরই চলে চারা উৎপাদনের মহাযজ্ঞ। নানা ধরনের সবজি চাষ আর ফুল, ফল ও সবজির চারা উৎপাদন করা হয় এ ঘরে। সদর ও নলডাঙ্গা উপজেলার দুই গ্রাম ছাতনী দিয়াড় ও মির্জাপুর দিয়াড় গ্রামে বছর দুয়েকের মধ্যে গড়ে উঠেছে এ ধরনের চারটি বড় পলিনেট হাউস। মানসম্মত চারা উৎপাদন করে কৃষকদের আস্থা অর্জন করেছেন তাঁরা। এসব তরুণ উদ্যোক্তা স্বল্প সময়ে নিজেদের বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন। অথচ এর আগে তাঁদের কেউ ছিলেন বেকার, কেউ ছিলেন পোশাকশ্রমিক। পলিনেট হাউসে কাজ করে অনেক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এসব হাউস থেকে চারা নিয়ে বিক্রির জন্য সারি সারি দোকান গড়ে উঠেছে সেখানে। এর মধ্য দিয়ে অনেককে ব্যবসার সুযোগও তৈরি করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এসব তরুণকে স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বড় ভূমিকা রেখেছে কৃষি বিভাগ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (উপপরিচালক) আবদুল ওয়াদুদ বলেন, ছাতনী দিয়াড় ও মির্জাপুর দিয়াড়ের এসব তরুণ একসময় বেকার ছিলেন। কৃষি বিভাগের প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা চারা উৎপাদন শুরু করে সফলতা পেয়েছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের জন্য তাঁদের পলিনেট হাউস তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মাঠকর্মীরা তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

আমরা কৃষি বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা আশা করব, দেশজুড়ে তরুণদের এভাবে কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তারা সম্পৃক্ত করে যাবে এবং প্রশিক্ষণ ও সহায়তাও বাড়াবে। নাটোরের সেই তরুণদের প্রতিও অভিবাদন, তাঁদের সাফল্য আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তাঁদের মাধ্যমে দেশের আরও তরুণ অনুপ্রাণিত হোক, সেটিই প্রত্যাশা।

চিঠিপত্র

সড়ক অবরোধ

বর্তমান সময়ে রাস্তায় অবরোধ করে আন্দোলন করা এক বিরক্তিকর প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনো সমস্যার প্রতিবাদ জানাতে জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা না করেই অনেকে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনে বসেন। এর ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অফিসগামী মানুষ এবং জরুরি পরিষেবা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। জরুরি রোগী পরিবহন, অ্যাম্বুলেন্স চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়া থেকে শুরু করে যানজট, অসহায়ভাবে রাস্তার মধ্যে আটকে থাকা মানুষের দুর্ভোগ এই আন্দোলনের অন্যতম ক্ষতিকর দিক। রাস্তায় আন্দোলনরত ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই তাদের দাবি আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন, তবে রাস্তা অবরোধের বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা তাঁদের দাবির কথা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর জন্য অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল পন্থা বেছে নিতে পারেন। যেমন গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রশাসনের সামনে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা মিডিয়ার মাধ্যমে মতামত প্রকাশ। এসব বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করলে জনজীবন ব্যাহত না করেই আন্দোলন সম্ভব হবে এবং কর্তৃপক্ষের কাছেও দাবি পৌঁছে যাবে। আমাদের সমাজে ইতিবাচক আন্দোলনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় অবরোধের পরিবর্তে নতুন এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজন।

আশা করি, সবাই রাস্তায় আন্দোলন করার কুফল সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং দাবি আদায়ে বিকল্প, গঠনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। এতে করে একদিকে যেমন জনদুর্ভোগ কমবে, অন্যদিকে আন্দোলনও তার শক্তি ও গুণগত মান বজায় রাখতে পারবে।

হৃদয় পান্ডে
শিক্ষার্থী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা কলেজ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

রাজনীতি

যে কারণে নির্বাচন নিয়ে বিএনপির তাড়াহুড়া

সোহরাব হাসান

৭ নভেম্বর বিএনপি জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে।

এই দিনই *প্রথম আলোর* নওগাঁ প্রতিনিধির পাঠানো খবরের শিরোনাম, 'আমার এই নম্বরে এক লাখ টাকা পাঠায়ে দেন'। ঘটনা হলো নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা বিএনপির সহযুব সম্পাদক বেলাল হোসেনের (সৌখিন) বিরুদ্ধে মামলার আসামির তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে এক আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে চাঁদা দাবি। এ বিষয়ে দুই নেতার কথোপকথনের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

একই দিন *প্রথম আলো* যশোর অফিস থেকে পাঠানো আরেকটি খবর : পাঁচ কোটি টাকার চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহের 'সব কাজ না পাওয়ায়' যশোর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক হারুন অর রশিদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যশোর জেলা বিএনপির সদস্য এ কে শরফুদ্দৌলার নেতৃত্বে গত বৃহস্পতিবার তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

গত ১২ অক্টোবর *প্রথম আলোর* খবরে বলা হয়, ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর হামলা, দখল, অর্থ দাবি, আধিপত্য বিস্তার, দলীয় নির্দেশনা অমান্য করাসহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ১ হাজার ২৩ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেটা ছিল দুই মাসের হিসাব, গত এক মাসে এসব ঘটনা যে আরও বেড়েছে, নওগাঁ ও যশোরের ঘটনাই তার প্রমাণ।

বিএনপির হাইকমান্ড শক্ত অবস্থান নিয়েও তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সামাল দিতে পারছেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা বলেন, বিএনপি বিশাল দল, হাজার নেতা-কর্মী; কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো ঘটবেই। কিন্তু অঘটনের সংখ্যা যখন হাজারের ওপরে চলে যায়, তখন আর সেটি বিচ্ছিন্ন থাকে না। সহজাত হয়ে যায়।

বিএনপি যে নির্বাচন নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, দলীয় নেতা-কর্মীদের বেপরোয়া আচরণও তার অন্যতম কারণ। দলের নেতৃত্ব মনে করছে, নির্বাচনপ্রক্রিয়া শুরু হলে সব নেতা-কর্মী তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দলে নিজের অবস্থান শক্ত করতে চাইবেন।

শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাধাহীনভাবে 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' পালন করল বিএনপি

নির্বাচন নিয়ে বিএনপির তাড়াহুড়ার অন্যান্য কারণ হলো সরকারের ওপর তাদের যে নিয়ন্ত্রণ আছে, সেটা প্রমাণ করা। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রশ্নে অনড় অবস্থান নিয়ে দলটি নিজের অবস্থান সংহত করেছে। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে বিএনপির নেতা-কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি দমন-পীড়নের শিকার হয়েছেন। মানুষের মন থেকে সেই স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগে নির্বাচন হলে বিএনপি তার সুবিধা পাবে। বিএনপি নেতৃত্ব মনে করে, কোনো কারণে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন করতে না পারে, তাদের সমর্থক ভোটারদের একাংশের সমর্থনও বিএনপি পাবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বিএনপি নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতির প্রতি আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাদের সমর্থনকেও তাঁরা ইতিবাচকভাবে দেখছেন। ইতিহাসের পরিহাস হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে আত্মগোপন অবস্থায় বিএনপির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি নিয়ে ক্ষমতাসীনেরা প্রায়ই ঠাট্টা-মশকরা করতেন। বলতেন, 'তোরাবোরা পাহাড়' থেকে অ্যালান এসেছে। সেই ঠাট্টাই আজ আওয়ামী লীগের কাছে ফিরে এল। বিএনপির আরেকটি ভয়, এক-এগারোর পর ক্ষমতাসীনেরা দুই নেত্রীকে মাইনাস করতে কিংস পার্টি গঠন করেছিলেন; যদিও সেটি শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। এবারও সে রকম মতলব থাকতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। সে ক্ষেত্রে বিএনপি চাইছে সম্ভাব্য কিংস পার্টি গঠনের আগেই নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হোক।

শুরু থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিএনপির নেতৃত্বের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছিল। ছাত্রনেতারা মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ১৫ বছর আন্দোলন করেও শেখ হাসিনার সরকারকে ফেলতে পারেনি। তাঁরা পেরেছেন। অন্যদিকে বিএনপিসহ আন্দোলনকারী দলগুলোর দাবি, ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব হাসিনা সরকারের পতনের পটভূমি তৈরি করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শেষ বাঁশি বাজিয়েছেন।

বিতর্কটি চূড়ান্ত রূপ নেয় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ করা না-করা নিয়ে। ছাত্রনেতারা স্বৈরাচারী শাসনের 'শেষ প্রতীক' মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি ও এর সহযাত্রীদের বদ্ধমূল ধারণা, এতে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে এবং নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, যা দেশকে মহানৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সংস্কারের ধরন নিয়েও বিএনপি ও ছাত্রনেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ আছে। বিএনপি নেতারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পুনরাবির্ভাব ঠেকানোর জন্য যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন, সেটুকু করা। এর বাইরে গেলেই সমস্যা তৈরি হবে। অন্যদিকে ছাত্রনেতাদের দাবি, রাজনীতিতে নতুন বন্দোবস্ত করতে সংবিধানসহ সবকিছু আমূল বদলে ফেলতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সক্রিয় সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকলেও ছাত্রনেতাদের প্রভাব বেশি। সরকারে রাজনৈতিক দলের কোনো প্রতিনিধি নেই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুজন প্রতিনিধি আছেন। জাতীয় নাগরিক কমিটিও সরকারকে নজরদারিতে রাখছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা স্বেচ্ছা পরামর্শের মধ্যেই সীমিত।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে বিএনপির সংকটটা ছিল একমুখী। মার থেকে রক্ষা পাওয়া। এখন সেটি বহুমুখী রূপ নিয়েছে। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা বখরা নিয়ে মারামারি করছেন। অতীতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দখলে থাকা টার্মিনাল, স্টেশন ও হাটবাজার স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা দখল করে নিয়েছেন। বিএনপির নেতা-কর্মীদের এই 'বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে' রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করছে তাদের একদা সহযোগী জামায়াতে ইসলামীও। দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিএনপিকেও নানা বিষয়ে 'কটাক্ষ' করছেন। তাঁর মতে, জামায়াতই একমাত্র দল, যে দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে একটিও অভিযোগ আসেনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন বাস্তবতায় জামায়াত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও নতুন হিসাব-নিকাশ করছে। দলের নেতারা ব্যক্তিগত আলাপে বলেছেন, তাঁদের প্রথম চেষ্টা থাকবে অন্যান্য ইসলামি দলকে নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া। আর সেটা সম্ভব না হলে বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের শক্তি সংহত করবেন। এ কারণে বিএনপি প্রথমে জাতীয় সরকারের আওয়াজ দিলেও হালে জামায়াতের বাইরের দলগুলো নিয়ে নির্বাচনী মোর্চা করতে চাইছে। বিএনপি কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় সহযোগীদের সহায়তা করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশনাও দিয়েছে। বিএনপির নেতারা মনে করেন, জামায়াত নিজেকে যতই গণতান্ত্রিক দাবি করুক না কেন, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে বিরোধিতা করেছে। তাদের সঙ্গে বিএনপির ঐক্য ছিল কৌশলগত, আদর্শগত নয়। আবার জামায়াতের মনোভাবটা এমন যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে মৌলিক কোনো ফারাক নেই। দুটোই 'দখলদারি দল'।

রাজনৈতিক মহলে এখন সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলো নির্বাচন কবে হবে? কীভাবে হবে? সরকারের পক্ষ থেকে বলার চেষ্টা আছে যে সংস্কারের কাজ শেষ করেই সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। সংস্কারের কাজটা কে করবে? অন্তর্বর্তী সরকার না পরবর্তী নির্বাচিত সরকার? আবার সংস্কারের মাত্রা ও পরিধি নিয়েও প্রশ্ন আছে। সরকারের ভেতরে একটি অংশ আছে, স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সংস্কারকাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। অন্যদিকে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল বলছে, সব সংস্কারকাজ শেষ করার দায়িত্ব এই সরকারের নয়। বরং সুষ্ঠু নির্বাচনব্যবস্থার লক্ষ্যে যে আইনি সংস্কার প্রয়োজন, সেটুকু করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। চূড়ান্ত সংস্কারের দায়িত্বটি নির্বাচিত সরকারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অন্যদিকে ছাত্রনেতারা এটিকে দেখছেন ফ্যাসিবাদ পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া হিসেবে। ৭ নভেম্বর ছাত্রদলের নেতারা জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবসের পোস্টার লাগাতে গিয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের মুখে পড়েছেন। বিএনপির নেতৃত্ব এটাকে ভালো চোখে দেখছে না। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দুই পক্ষের মৈত্রী এখানেই শেষ হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারে।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

পরিবেশ ও সংগ্রাম

নদী রক্ষা আন্দোলনের গল্পে সাধারণেরাই নায়ক

তুহিন ওয়াদুদ

সাধারণত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নদীর অবৈধ দখলদার। তাঁদের নানান রকম পরিচয় থাকে। হয় তাঁরা বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, বড় কর্মকর্তা কিংবা অন্য কোনোভাবে প্রভাবশালী। অবৈধ দখলদারদের সঙ্গে ক্ষমতাসীন রাজনীতিক, স্থানীয় প্রশাসন কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর খুব ভালো সম্পর্ক থাকে। এই প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নদী রক্ষার লড়াই খুব কঠিন। সে কারণে প্রকাশ্যে নদী দখল হতে দেখলেও সহজে কেউ এগিয়ে আসেন না।

দীর্ঘ প্রায় দেড় দশকে নদী সুরক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে দেখেছি সাধারণ মানুষ নদী সুরক্ষায় এগিয়ে আসেন। প্রভাব আছে কিন্তু নদীর দখলদার নয়, এমন ব্যক্তিরাও নদী উদ্ধারে এগিয়ে আসেন না। এর প্রধান কারণ বিত্তশালী কিংবা প্রভাবশালীদের পারস্পরিক একটি সুসম্পর্ক থাকে। তাঁরা সমাজে নিজেদের যাপিত জীবন বিঘ্ন করতে চান না। নদী রক্ষার আন্দোলন মানে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই।

আমরা যেসব জায়গায় নদী উদ্ধারে আন্দোলন সংগঠিত করেছি, তার প্রায় সবখানে পেয়েছি সাধারণ মানুষদের। এই সাধারণেরা দিনমজুর, মাঝি, জেলে, নিম্নবিত্ত কৃষক, স্কুলশিক্ষক কিংবা অন্য যেকোনো সাধারণ পেশার সাধারণ মানুষ। এমনকি ভিক্ষুকও যোগ দিয়েছিলেন নদীর আন্দোলনে। তাঁরা প্রধানত নদীকে ভালোবেসে নদী উদ্ধারে কাজ করেন।

কয়েকটি আন্দোলনের কথা বললেই বোঝা যাবে নদী কারা উদ্ধার করছেন। নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় দেওনাই (হরিণচড়া-লক্ষ্মীচাপ) নামের একটি ছোট নদ আছে। এই নদ আশির দশকে একদল দুর্বৃত্ত দখল করার চেষ্টা করেছিল। নদপারের সাধারণ জনগণ তা প্রতিহত করেছিল। কয়েক বছর আগে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোকজন নদটি দখল করেছিল। সাধারণ মানুষ নামতে পারত না। ডোমারের সহকারী ভূমি কমিশনার নদীর শ্রেণি পরিবর্তনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। স্থানীয় লোকজন এই দখল ঠেকানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি অনেকের কাছে গিয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তখন রিভারাইন পিপলের পক্ষে একটি কমিটি গঠন করি। এই কমিটির সভাপতি হন মাধ্যমিক স্কুলের একজন শিক্ষক আবদুল ওয়াদুদ। সদস্যসচিব হন একজন সাধারণ কৃষক মনি। আমি সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করি। কমিটির অন্য সদস্যরাও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এই খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনের মাধ্যমে ওই নদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এখন এই নদে কোনো দখলদার নেই।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার শালমারা নদীর অনেকটা অংশ অবৈধভাবে দখল করেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই ঘটনা আশির দশকে। ওই সময়ে কয়েকজন সাধারণ মানুষ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত পাঁচজন আন্দোলনকারীকে জেলে যেতে হয়েছিল। তখন আর আন্দোলন এগোয়নি। এসব খবর জেনে আমি শালমারা নদীর পারে গিয়ে আবার আন্দোলন সংগঠিত করি। কারাগারে যাওয়া শাহ আলম নামের একজন আন্দোলনকারীকে আহ্বায়ক এবং আরেক সাধারণ ব্যক্তি রাঙাকে সদস্যসচিব করে নদীপারের কয়েকজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে দিয়ে রিভারাইন পিপলের শাখা কমিটি গঠন করি। আমি সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এই আন্দোলনে ভিক্ষুক, জেলে, রিকশাচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ লড়াই করেছে। বছর তিনেক আন্দোলন করে আমরা শালমারা নদী থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে সক্ষম হই।

> নদী রক্ষার প্রধান শক্তি নদীপারের আত্মপ্রত্যয়ী সাধারণ নাগরিক। ভবিষ্যতে সাধারণ নাগরিকদের নদী রক্ষার আন্দোলনের পথে তুলে দেওয়া সম্ভব হলে এরাই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। নদীর দখলদার যত প্রভাবশালী হোক, যত হামলা-মামলা করুক, শেষ পর্যন্ত জয় ন্যায়ের পক্ষে

কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলায় চাকিরপশার নদী রক্ষার কাজেও প্রধান শক্তি সাধারণ মানুষ। খন্দকার আরিফ একজন সাধারণ নাগরিক। তাকে আহ্বায়ক করে আমরা একটি কমিটি গঠন করি। এখানেও আমি সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। অনেক খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। আন্দোলনের মুখে এই নদীর ১৪১ একর জমি কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন উন্মুক্ত ঘোষণা করেছে। প্রায় ১৫ একর জমির অবৈধভাবে গ্রহণ লিখে নিয়েছিলেন ওই উপজেলার তিন প্রভাবশালী। ওই জমির ব্যক্তিমালিকানা বাতিল করেছে সরকার। ওই নদীতে জেলা প্রশাসক ১২৯টি মামলা করেছেন। লড়াই সেখানে জারি আছে। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার খটখটিয়া নদীর অবৈধ মালিকানা বাতিলের জন্য আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে সাধারণ জনগণ।

উল্লিখিত চারটি নদী রক্ষার লড়াইয়ে অবৈধ দখলদারেরা অনেকগুলো মামলা করেছে, বিভিন্ন সময়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে আন্দোলনকারীদের। কিন্তু সাধারণ মানুষ নদীর আন্দোলন থেকে পিছপা হয়নি। অনেক রকম হুমকি-ধমকির পরও আন্দোলনকারীরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। কেবল এই চার নদী নয়, আমাদের আরও যত নদী রক্ষার আন্দোলন রয়েছে, তার প্রধান শক্তি সাধারণ মানুষ। প্রভাবশালীদের সঙ্গে নদী উদ্ধারের আলাপ নিয়ে গেলে তারা নানা অসুবিধা দেখিয়ে কেটে পড়ে।

আমরা একটি কথা সব সময় বলি, নদীপারের মানুষ নিজ নিজ নদী রক্ষায় দায়িত্ব গ্রহণ করলে বাংলাদেশের নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু এই কাজে তথাকথিত শিক্ষিত, তথাকথিত সুশীল কিংবা সচেতন নাগরিকেরা এগিয়ে আসছেন না। সনদনির্ভর শিক্ষিত, স্বার্থবাদী সুশীল কিংবা স্বঘোষিত সচেতনেরা নদী রক্ষায় তেমন কাজে লাগছে না। এসব শ্রেণির ব্যক্তিরা একেবারে নেই বললে ভুল হবে। আছে, খুব কম। নদী রক্ষার প্রধান শক্তি নদীপারের আত্মপ্রত্যয়ী সাধারণ নাগরিক। ভবিষ্যতে সাধারণ নাগরিকদের নদী রক্ষার আন্দোলনের পথে তুলে দেওয়া সম্ভব হলে এরাই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। নদীর দখলদার যত প্রভাবশালী হোক, যত হামলা-মামলা করুক, শেষ পর্যন্ত জয় ন্যায়ের পক্ষে।

● **তুহিন ওয়াদুদ** বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদী রক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক

ফিলিস্তিন

গাজার এক শিশুর শেষ ইচ্ছা

আসেম আলনাবিহ

যখন ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বাড়িতে বোমাবর্ষণ করে ওদের হত্যা করে, তখন রাশার বয়স ছিল ১০ বছর। ওর ভাই আহমেদের ১১।

১০ বছর বয়সী বাচ্চার হইহুল্লোড় করে পাড়া মাথায় তোলার কথা। সে কেন শেষ ইচ্ছার কথা লিখে যাবে?

একটা খাতার রুলটানা কাগজে নিজের শেষ ইচ্ছা লিখে গেছে মৃত্যুর আগে ১০ বছর বয়সী রাশা :

'আমার ইচ্ছা, আমি যদি শহীদ হই বা মারা যাই, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। তোমরা কাঁদলে আমার কষ্ট হয়। যারা অভাবী, তাদের আমার জামাকাপড়গুলো দিয়ে দিয়ো। খেলনাগুলো ভাগ করে দিয়ো রাহাফ, সারা, জুডি, লানা আর বাতুলের মধ্যে। পুঁতির মালাগুলো দিয়ো আহমদ আর রাহাফকে। আমাকে প্রতি মাসে পকেট খরচ দিতে ৫০ শেকেল করে। সেটা রাহাফকে ২৫ আর আহমেদকে ২৫ করে ভাগ করে দিয়ো। রাহাফকে দিয়ো আমার গল্পের বইগুলো। আর তোমাদের অনুরোধ করি, আমার ভাই আহমেদকে তোমরা বকা দিয়ো না। এই ইচ্ছাগুলো তোমরা রেখো।'

আমার ১০ বছর বয়সী ভাতিজি রাশা যে মৃত্যুর আগে একটা উইল লিখে রেখে গেছে, এ কথা আমরা কেউ জানতাম না। এ কথা জানানোর সুযোগও সে পায়নি। রাশাকে আমরা দাফন করি একই কবরে ওর ভাই ১১ বছর বয়সী আহমেদের সঙ্গে। বোমার আঘাতে আহমেদের মুখের অর্ধেকটাই উড়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে বিমান হামলা হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর।

ধ্বংস হওয়া ভবনগুলোর সামনে দাঁড়ালে মনে পড়ে, ছোট বাচ্চাদের প্রাণহীন লাশের দিকে মা-বাবার ছুটে যাওয়ার কথা। সে যে কী ভয়াবহ আচ্ছন্ন করে ফেলা এক আতঙ্ক! সে কথা কী করে ভোলা যায়?

কয়েক মাস আগে, গত ১০ জুন, রাশাদদের ভবনটিতে আরেকবার বোমাবর্ষণ হয়েছিল। ইসরায়েল সেদিন দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ফেলেছিল। পুরো পরিবারকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা গিয়েছিল। সামান্য চোট ছাড়া তেমন আর কিছু হয়নি। বের হয়ে এসে ওরা ঠাট্টা করে বলছিল, পরিবারে দুটি বাচ্চা আছে, জনপ্রতি একটা করে বোমা ছুড়েছে ওরা।

সেবার রাশা আর আহমেদ বেঁচে গিয়েছিল। আরও কয়েক মাস যুদ্ধ, ভয় এবং ক্ষুধায় বেঁচে থাকবে বলেই হয়তো। রাশা তার উইলে বলেছিল, কেউ যেন তার বড় ভাই আহমেদকে বকা না দেয়। আহমেদ যেমন দুষ্টু, তেমন মেধাবী। রাশা জানত না যে ওর ভাই আরেক বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তাই সে তার ২৫ শেকেলের উত্তরাধিকারী করে গেছে ভাইকে।

রাশা আর আহমেদের জন্ম এক বছরের ব্যবধানে। তাদের বড় হওয়ার কথা ছিল একসঙ্গে। হয়তো মায়ের মতো পিএইচডি করত। কিন্তু ওরা ভয়, ক্ষুধা আর আতঙ্কের জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে মারাও গেছে একসঙ্গে।

ইসরায়েলি বোমা হামলায় মৃত্যুর সময় রাশার বয়স ছিল ১০ বছর। ছবি : লেখক

হয়তো এই জগতের সমান্তরাল অন্য কোনো জগৎ আছে। সে জগতে হয়তো শিশুদের হত্যা করা ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ। আমাদের পৃথিবীতে রাশা আর আহমেদকে হত্যা করলে কেউ শাস্তি দেয় না।

ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ১৬ হাজার ৭০০-এর বেশি শিশুকে হত্যা করেছে। অন্তত ১৭ হাজার শিশু তাদের মা-বাবাকে হারিয়েছে।

আমি এই লেখায় শুধু একটি ঘটনার কথা বললাম। এই ঘটনার বেদনাকে যদি ১৬ হাজার ৭০০ গুণ বাড়াতে পারতাম, তবু কি পাঠককে বোঝানো যেত গাজার কষ্টের আর দুঃখের তীব্রতা?

রাশা যখন তার শেষ ইচ্ছা লিখছিল, কী চলছিল ওর মনে? চারপাশের মানুষগুলো নিহত হচ্ছে, এসব তো সে প্রতিদিনই দেখত। রাশা নিজেও কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল? আহা! একটা ১০ বছরের শিশু নিশ্চিত মৃত্যু জেনে উইল লিখে যাচ্ছে!

গাজার জনসংখ্যা ২৩ লাখ। এর অর্ধেক ১৮ বছরের কম বয়সী। এবার ভাবুন তো, গাজার আরও কত শিশু রাশার মতো মৃত্যু নিয়ে এমন চিন্তাভাবনা করছে? রাশার শেষ ইচ্ছা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কী জানি এ রকম আরও কত উইল ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে গেছে।

এই লেখাটা লিখতে লিখতে অবাক হয়ে ভাবছি, এই অন্ধকারে কোন ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কে জানে, গাজার কোথায় কোন শিশু তার শেষ ইচ্ছা লিখে রাখছে।

আহমেদ ও রাশা সারা রাত কাফনের কাপড় পরে ঠান্ডা হাসপাতালের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে ছিল। পরের দিন সকালে আমরা ওদের একই কবরে পাশাপাশি শুইয়ে রেখে আসি। চিরকালের জন্য।

১৬ হাজার ৭০০ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। এই পৃথিবীতে কেউ কি কাঁদছে ওদের জন্য? সেই কান্নার শব্দ শুনতে পাই না কেন?

● **আসেম আলনাবিহ** গাজার একজন পিএইচডি গবেষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ
জাভেদ হুসেন

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সবুজ গ্রাম বনভূমির খোলা জায়গায় অবস্থিত অর্থাৎ সবুজে ঘেরা গ্রামগুলো 'সবুজ গ্রাম' নামে পরিচিত। সুন্দরবনের পশ্চিম প্রান্তে সবুজ গ্রাম দেখা যায়।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২. বাংলার প্রাচীনতম বন্দর তাম্রলিপি বা তাম্রলিপ্তি কত আগে গড়ে উঠেছিল?
ক. প্রায় এক হাজার বছর আগে
খ. প্রায় দেড় হাজার বছর আগে
গ. প্রায় দুই হাজার বছর আগে
ঘ. প্রায় তিন হাজার বছর আগে

৩. প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র। তথ্যটি কার লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়?
ক. সুয়ান জাং (হিউয়েন সাং)
খ. ফাসিয়ান (ফাহিয়ান)
গ. ইজিং (ইৎসিং)
ঘ. জিউয়ান সাং

৪. মৌর্যদের পর গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সাম্রাজ্যের পতন হয় কবে?
ক. পঞ্চম শতকের শেষ দিকে
খ. ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে
গ. সপ্তম শতকের শেষ দিকে
ঘ. অষ্টম শতকের শেষ দিকে

৫. বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া কোন রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল?
ক. বঙ্গ খ. পুণ্ড্র
গ. গৌড় ঘ. তিব্বত

৬. চন্দ্র বংশের একজন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম কী?
ক. শ্রীচন্দ্র খ. শশাঙ্ক
গ. দেবপাল ঘ. শশধর

৭. বাংলা অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশের নাম কী?
ক. চন্দ্র বংশ খ. দেব বংশ
গ. খড়্গ বংশ ঘ. পাল বংশ

৮. কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের রোহিতগিরিকে কেন্দ্র করে একটি রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। রাজবংশের নাম কী?
ক. ভদ্র বংশ খ. দেব বংশ
গ. চন্দ্র বংশ ঘ. সেন বংশ

৯. দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আসা রাজবংশের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা)। এ রাজবংশের নাম কী?
ক. সেন রাজবংশ খ. পাল রাজবংশ
গ. দেব রাজবংশ ঘ. চন্দ্র রাজবংশ

সঠিক উত্তর
২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে কয়টি রূপ দেখা যায়?
উত্তর : দুটি, যথা— ১. মৌলিক, ২. লিখিত।
প্রশ্ন : লিখিত বাংলা ভাষার কয়টি রীতি ও কী কী?
উত্তর : দুটি, যথা ১. প্রমিত রীতি, ২. সাধু রীতি।
প্রশ্ন : অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাকে কী বলা হয়?
উত্তর : আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা।
প্রশ্ন : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সর্বজন মান্য যে মুখের ভাষা প্রচলিত রয়েছে, তাকে আমরা কী বলি?
উত্তর : প্রমিত বাংলা।
প্রশ্ন : প্রমিত ভাষার কয়টি রূপ আছে ও কী কী?
উত্তর : দুটি, যথা— ১. কথ্য প্রমিত ও ২. লেখ্য প্রমিত।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের উপভাষাগুলো প্রধানত কয়টি ভাগে বিভক্ত?
উত্তর : চারটি।
প্রশ্ন : 'মুক্তো' শব্দটির লেখ্য প্রমিতরূপ কোনটি?
উত্তর : মুক্তা।
প্রশ্ন : আদ্য অ-এর পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে, সেই অ-এর উচ্চারণ কেমন হয়?
উত্তর : সংবৃত বা ও-এর মতো হয়।
প্রশ্ন : 'প্রিয়' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর : প্রিয়ো।
প্রশ্ন : 'বেঙ্গমা' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর : ব্যাঙ্গোমা।
প্রশ্ন : আদ্য এ-এর পরে অ বা আ-কার থাকলে সেই এ সাধারণত কীরূপে উচ্চারিত হয়?
উত্তর : অ্যা-রূপে।
প্রশ্ন : 'সবিনয়' শব্দটির উচ্চারণ কেমন হবে?
উত্তর : শবিনয়।
প্রশ্ন : 'দক্ষতা' শব্দটির উচ্চারণ কী?
উত্তর : দোক্‌খোতা।
প্রশ্ন : ই-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপাদিকের সঙ্গে আ প্রত্যয় যুক্ত হলে, সেই এ-এর উচ্চারণ কী থাকে?
উত্তর : অবিকৃত।
প্রশ্ন : বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর : ৩৯টি।
প্রশ্ন : বাংলায় ব্যঞ্জন পর্যায়ে স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল হিসেবে উচ্চারিত হয় কয়টি?
উত্তর : ৩০টি।
প্রশ্ন : ম-ফলা যুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, যার বানান ও উচ্চারণ কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
উত্তর : সংস্কৃত।
প্রশ্ন : য-এর উচ্চারণ সব সময়ই কোন ধ্বনি?
উত্তর : তালব্য।
প্রশ্ন : 'প্লাবন' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর : প্লাবোন্।
প্রশ্ন : 'শ্মশান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর : শঁশান্।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১৮

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # বিপরীত শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অর্জন	বর্জন
অগ্রজ	অনুজ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধম	উত্তম
অমৃত	গরল
অবনত	উন্নত
অসীম	সসীম
আর্দ্র	শুষ্ক
আলো	আঁধার
আপন	পর
আসামি	ফরিয়াদি
আমদানি	রপ্তানি
আদি	অন্ত
আকাশ	পাতাল
আনন্দ	নিরানন্দ
আয়	ব্যয়
আসল	নকল
আর্য	অনার্য
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইহলোক	পরলোক
ইতর	ভদ্র
ইষ্ট	অনিষ্ট
ঈর্ষা	প্রীতি
উন্নতি	অবনতি
উজান	ভাটি
উর্বর	অনুর্বর
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
উষ্ণ	শীতল
উঁচু	নিচু
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উত্থান	পতন
উপকার	অপকার
উদার	সংকীর্ণ
উত্তরণ	অবতরণ
উদয়	অস্ত
উত্তাপ	শৈত্য
ঊর্ধ্ব	নিম্ন
একাল	সেকাল
একক	সামগ্রিক
ঐক্য	অনৈক্য
কাঁচা	পাকা
কৃত্রিম	অকৃত্রিম
কৃষ্ণ	শুভ্র
কঠিন	কোমল
কথ্য	অকথ্য
কপটতা	সরলতা
কুৎসিত	সুন্দর
খাদ্য	অখাদ্য
খাঁটি	ভেজাল
খুচরা	পাইকারি
খোলা	বন্ধ
খ্যাতি	অখ্যাতি
গরম	ঠান্ডা

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | প্রশ্নোত্তর

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪, পরিচ্ছেদ ২

প্রশ্ন : শব্দদ্বিত্ব কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

উত্তর :

শব্দদ্বিত্ব
অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে, তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের : ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব, অনুকার দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

ক. ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব
কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বনাত্মক শব্দ বলে। একাধিক ধ্বনাত্মক শব্দ মিলে ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কিছুর সংঘর্ষে 'ঠন' ধ্বনি শোনা যায়। এই 'ঠন' একটি ধ্বনাত্মক শব্দ। 'ঠন' শব্দটি পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে 'ঠন ঠন' ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। আরও কয়েকটি উদাহরণ শোঁ শোঁ, কুট কুট, ঝমঝম ইত্যাদি।
অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বনাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হতে পারে, যেমন টনটন, ছমছম ইত্যাদি।

খ. অনুকার দ্বিত্ব
পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়, যেমন অঙ্ক-টঙ্ক, চুপচাপ ইত্যাদি।
অনেক সময় অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, যেমন আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু ইত্যাদি। আবার অনুকার দ্বিত্বের দ্বিতীয় অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে পারে, যেমন আড়াআড়ি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ ইত্যাদি।

গ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব
একই শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হলে, তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে, যেমন জ্বর জ্বর, হাতে হাতে ইত্যাদি। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন হতে পারে, যেমন পরপর, কবি কবি, ভালো ভালো ইত্যাদি। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিযুক্ত হতে পারে, যেমন হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১৪

১৩. 'পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির'—এ বাক্যে 'মিটির মিটির' কোন পদ?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. অব্যয় ঘ. সর্বনাম

১৪. মোটামুটি কোন জাতীয় শব্দদ্বিত্ব?
ক. অনুকার খ. ধনাত্মক
গ. ঋণাত্মক ঘ. পদাকার

১৫. 'তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল।'—এখানে 'হায় হায়' অব্যয়ের শব্দদ্বিত্বতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ভাবের গভীরতা খ. অনুভূতি
গ. আধিক্য ঘ. সামান্যতা

১৬. 'আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি'—এখানে শব্দদ্বিত্ব দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সামান্য খ. আধিক্য
গ. আতিশয্য ঘ. ধারাবাহিকতা

১৭. 'থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।'—এখানে 'থেকে থেকে' শব্দদ্বিত্বটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক. সতর্কতা খ. ভাবের প্রগাঢ়তা
গ. কালের বিস্তার
ঘ. আধিক্য

১৮. পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে কী বলে?
ক. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব
খ. অনুকার দ্বিত্ব
গ. ধনাত্মক দ্বিত্ব
ঘ. পদদ্বিত্ব

১৯. বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব কোনটি?
ক. ভালো ভালো খ. মনে মনে
গ. পথে পথে ঘ. চোখে চোখে

২০. কোনটি ধ্বনাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ?
ক. চুপচাপ খ. সুরে সুরে
গ. ঢং ঢং ঘ. চোখে চোখে

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১৪ : ১৩. খ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. ক ১৭. গ ১৮. ক ১৯. ক ২০.

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, বাংলা
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড** : বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির তথ্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে কিসের মাধ্যম?
ক. লেখালেখি করে খ. বই পড়ে
গ. ঘুরে বেড়িয়ে
ঘ. গান শোনার মাধ্যমে

২. ওয়ার্ড প্রসেসিং বলতে কী বোঝায়?
ক. ছবি আঁকা খ. লেখালেখি করা
গ. হিসাব-নিকাশ করা
ঘ. কথা বলা

৩. মানুষ তার কল্পনাকে অন্যের সামনে তুলে ধরে কিসের মাধ্যমে?
ক. হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে
খ. ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে
গ. ডেটাবেজের ব্যবহারে
ঘ. লেখালেখির মাধ্যমে

৪. ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের অর্থ কী?
ক. প্রসেস করা খ. প্রক্রিয়াকরণ
গ. শব্দ প্রক্রিয়াকরণ
ঘ. বর্ণ প্রক্রিয়াকরণ

৫. পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার কোনটি?
ক. মাইক্রোসফট অফিস
খ. পাওয়ারপয়েন্ট
গ. মাইক্রোসফট এক্সেল
ঘ. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড

৬. কম্পিউটারে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে লেখালেখির কাজ করা যায় কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করে?
ক. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড
খ. ফটোশপ
গ. ফক্সপ্রো
ঘ. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

৭. কোনটি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম?
ক. মাইক্রোসফট অ্যাকসেস
খ. পাওয়ারপয়েন্ট
গ. মাইক্রোসফট এক্সেল
ঘ. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড

৮. ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা কোনটি?
ক. লেখালেখি খ. ছবি সংযোজন
গ. এডিটিং ঘ. সংরক্ষণ করা

৯. অফিস সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায় কোন মাধ্যমে?
ক. ডেস্কটপ খ. ল্যাপটপ
গ. স্মার্টফোন ঘ. সব কটি

১০. ওয়ার্ড প্রসেসরের সাহায্যে—
i. শতকরার হিসাব করা যায়
ii. নির্ভুলভাবে লেখালেখি করা যায়
iii. একই সঙ্গে একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১১. ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট খুলতে কোন অপশনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. Close খ. Prepare
গ. New ঘ. Open

১২. ওয়ার্ড প্রসেসরের কোন অপশনটি ডকুমেন্ট সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়?
ক. Open খ. Save
গ. Prepare ঘ. Publish

১৩. রিবনের কোন বোতামে চাপ দিলে অক্ষর মোটা হয়?
ক. G খ. I
গ. B ঘ. U

১৪. ওয়ার্ড প্রসেসরে পূর্বের ডকুমেন্টকে বারবার ব্যবহার করা যায় কীভাবে?
ক. ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে
খ. ডকুমেন্টের চার্ট ব্যবহার করে
গ. কি-বোর্ড ব্যবহার করে
ঘ. ডকুমেন্ট পাবলিশ করে

১৫. ডকুমেন্টকে বারবার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে কী করা উচিত?
ক. টেমপ্লেট তৈরি করা
খ. ডকুমেন্টের চার্ট ব্যবহার করা
গ. কি-বোর্ড ব্যবহার করা
ঘ. ডকুমেন্ট কপি করা

১৬. ওয়ার্ড প্রসেসরে তথ্য এক ডকুমেন্ট থেকে অন্য ডকুমেন্টে কীভাবে নেওয়া যায়?
ক. পেস্ট করে
খ. ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস ব্যবহারে
গ. কপি করে
ঘ. টেমপ্লেট ব্যবহার করে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ ১১. গ ১২. খ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. গ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ কোনটি?
ক. ভারত খ. বাংলাদেশ
গ. মিয়ানমার ঘ. নেপাল

২. সুনামির মূল কারণ কী?
ক. ভূমিকম্প খ. বন্যা
গ. সমুদ্রস্রোত
ঘ. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

৩. ঢাকায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বেশি কেন?
ক. অপরিকল্পিত নগরায়ণ
খ. অতিরিক্ত জনসংখ্যা
গ. অতিরিক্ত যানবাহন
ঘ. অতিরিক্ত শিল্পকারখানা

৪. 'সিসমিক রিস্কজোন' কী?
ক. ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা
খ. আগ্নেয়প্রবণ এলাকা
গ. বন্যাপ্রবণ এলাকা
ঘ. নদীভাঙন এলাকা

৫. শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে কেন?
ক. সূর্য বিপরীত গোলার্ধে অবস্থান করায়
খ. স্থলভাগের ওপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায়
গ. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে
ঘ. আকাশ মেঘমুক্ত থাকার কারণে

৬. ভূমিকম্পের লঘু বলয়ে অবস্থিত স্থান কোনটি?
ক. খুলনা খ. ঢাকা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট

৭. বাংলাদেশের কোন ঋতুতে কালবৈশাখী হয়?
ক. বসন্তকাল খ. গ্রীষ্মকাল
গ. বর্ষাকাল ঘ. শরৎকাল

৮. কোন পাহাড়টি স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত?
ক. তাজিংডং খ. কেওক্রাডং
গ. চিকনাগুল ঘ. মোদকমুয়াল

৯. বাংলাদেশে বর্ষাকালে কোন বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হয়?
ক. উত্তর-পূর্ব বায়ু খ. মৌসুমি বায়ু
গ. দক্ষিণ-পশ্চিম ঘ. উত্তর-পশ্চিম বায়ু

১০. জানুয়ারিতে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?
ক. ১৪.৭° সেলসিয়াস
খ. ১৫.৭° সেলসিয়াস
গ. ১৬.৭° সেলসিয়াস
ঘ. ১৭.৭° সেলসিয়াস

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ

নোটিশ বোর্ড

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে নার্সারি ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি

■ রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। নার্সারি ও নবম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

নার্সারি শ্রেণি
ইংরেজি মাধ্যম, প্রভাতি ও দিবা শিফট।
লটারির তারিখ ও সময় : ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১০টা।

নবম শ্রেণি
বাংলা মাধ্যম, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ।
লিখিত পরীক্ষা : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, সকাল ১০টা।
অনলাইনে ভর্তির আবেদন করা যাবে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। নির্ধারিত আবেদন ফি ৭০০ টাকা, যা ট্রাস্ট ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং (tap) এবং (bKash) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।
বয়স (নার্সারি) : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে।
সাক্ষাৎকার (নার্সারি) : ৮ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪।
সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত সময়সূচি ৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
ঠিকানা : রাজশাহী সেনানিবাস, রাজশাহী।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.rajcpsc.edu.bd

ভারতেশ্বরী হোমসে ৫ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি

■ ভারতেশ্বরী হোমসে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
অনলাইনে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ২০ ডিসেম্বর ২০২৪।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ২০২৪।
ভর্তি শুরু : ২২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪।
ঠিকানা : মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bharateswarihomes.edu.bd

‘ক্যামেরায় বিদ্রোহ’ প্রচারণার সেরা এবং নির্বাচিত ছবি ও ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকের কাছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময়কার ছবি ও ভিডিও আহ্বান করেছিল *প্রথম আলো*। ‘ক্যামেরায় বিদ্রোহ’ নামের এই আয়োজনে সাড়া দেন বহু পাঠক। বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা তিন ছবি ও ভিডিও নিয়ে এই আয়োজন।

ছবি : প্রথম সেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকার কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ থেকে তোলা মো. আহছান উল্লাহর ছবিটি। ৪ আগস্ট ২০২৪।

ছাত্র-জনতার ঢাল

মো. আহছান উল্লাহ

গত ৪ আগস্ট সকালে মধুবাগের বাসা থেকে বেরিয়েছি। গন্তব্য শাহবাগ। হাতিরঝিল হয়ে রিকশায় প্রথমে কারওয়ান বাজারে আসি। এই এলাকা তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের দখলে। হেঁটে হেঁটে বাংলামোটরে গিয়ে দেখি সেখানে অবস্থান নিয়েছে ছাত্র-জনতা। ছবি তুলতে তুলতে শাহবাগে পৌঁছে যাই।

স্লোগানে প্রকম্পিত তখন পুরো শাহবাগ। ছাত্রদের একটি দল সাংবাদিকদের ফুল দিচ্ছিল। আমি ক্যামেরা বের করে সেই ছবি তুলি। এর মধ্যেই খবর আসে বাংলামোটরের দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা চলে আসছেন। ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালাচ্ছেন। কথাটা শুনেই শাহবাগ থেকে অনেকে বাংলামোটরের দিকে হাঁটা শুরু করেন। আমিও সড়কের এক পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখি গুলিবিদ্ধ কয়েকজন মানুষকে রিকশায় হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। বাংলামোটরে আসতে আসতে ছাত্র-জনতার ধাওয়া খেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আবার পিছু হটতে থাকে। পেছাতে পেছাতে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ছিল তারা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা একসময় ফার্মগেট চলে যান। আর কারওয়ান বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ফার্মগেট গিয়ে সাঁজোয়া যান নিয়ে আবার ফিরে আসে পুলিশ। এরপর পাল্টাপাল্টি ধাওয়া চলতে থাকে। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ ছাত্র-জনতাকে দেখলাম। কারও গায়ে গুলি লেগেছে, কারও পায়ে। যতটা সম্ভব নিরাপদ অবস্থানে থেকে ছবি তোলার কাজটি করছিলাম। পাশাপাশি ভিডিও ফুটেজও নিচ্ছিলাম।

তখন বাজে বিকেল প্রায় চারটা। আন্দোলনকারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করতে টিন, রাস্তার প্লাস্টিকের ডিভাইডার, খালি পানির জারকে ঢাল বানিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কারওয়ান বাজারের সড়কে এমনই একজন আন্দোলনকারী একদল পুলিশের সামনে চলে যান। তাঁর ডান হাতে ঢেউটিন আর বাঁ হাতে ইস্পাত আর ইটের টুকরা। সামনে এগোতে এগোতে ছাত্র-জনতাকেও এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছেন। সেই মুহূর্তে তোলা ছবিটাই *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন ‘ক্যামেরায় বিদ্রোহ’-তে সেরা ছবি হয়েছে। একই প্রতিযোগিতার ভিডিও শাখায় আমি দ্বিতীয় হয়েছি। ৩৯ সেকেন্ডের সেই ভিডিওটিও সেদিনের কারওয়ান বাজার এলাকা থেকেই তোলা।

আম্মা ক্যামেরা কিনে দিলেন

পেশায় আমি একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে বিয়েসহ নানা আয়োজনের ছবি তুলি। ক্যামেরার সঙ্গে সখ্য কলেজে পড়ার সময়। কিশোরগঞ্জে আমার বাড়ি। সেখানকার গুরুদয়াল সরকারি কলেজে অনার্স পড়ার সময় কখনো মুঠোফোনে, কখনো বন্ধুদের ক্যামেরা ধার করে পথেঘাটে ছবি তুলে বেড়াতাম। আমার আগ্রহ দেখে ২০১৬ সালে আম্মা আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দেন। তারপর আমাকে আর পায় কে!

পছন্দের ছবিগুলো প্রায়ই ফেসবুকে পোস্ট করতাম। সেসব দেখে এক বড় ভাই মেসেজ দিয়ে জানতে চাইলেন, আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কি না। তিনি ঢাকায় ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করেন। আম্মাকে বললাম। আম্মা সায় দিলেন। এরপর মাসের বেশ কিছুদিন ঢাকায় এসে কাজ করতাম। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিয়ের আয়োজনের ছবি তুলতাম।

পড়াশোনা শেষ করে ২০১৯ সালে ঢাকায় আসি। বিভিন্ন ফার্মের সঙ্গে এখনো কাজ করি। তবে পথঘাটে ছবি তোলা বাদ দিইনি। বিভিন্ন আলোচিত ঘটনার ছবি তুলতেও ভুলি না। ২০১৮ সালেও যেমন কোটাবিরোধী আন্দোলনের ছবি তুলেছি।

এবারও ১৫ জুলাই থেকেই আমি মাঠে ছিলাম। কারফিউয়ের দিনগুলো ছাড়া ৫ আগস্ট পর্যন্ত ছবি তুলেছি, ভিডিও করেছি। সেসব ছবি ও ভিডিওর জন্য পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

অনুলিখন : **সজীব মিয়া**

ভিডিও : দ্বিতীয় সেরা

‘ক্যামেরায় বিদ্রোহ’তে ভিডিও শাখায় দ্বিতীয় সেরা হয়েছেন মো. আহছান উল্লাহ। ৩৯ সেকেন্ডের সেই ভিডিওটিও ৪ আগস্ট কারওয়ান বাজার এলাকা থেকেই ধারণ করা।

প্রগতি সরণির যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়কে আন্দোলনকারীরা। ১৬ জুলাই ২০২৪। ছবি : গালিব শাহরিয়ার

ছবি : দ্বিতীয় সেরা

ক্যামেরা হাতে আমিও রাস্তায় নেমেছিলাম

গালিব শাহরিয়ার

১৫ জুলাই সকালে আমাদের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষ করে ক্যাম্পাসেই বন্ধুরা মিলে বসে ছিলাম। নানা বিষয়ে আড্ডা হচ্ছিল। এর মধ্যেই একবার ফেসবুকে ঢুঁ মেরে রীতিমতো আঁতকে উঠি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়েছে। দুই নারী শিক্ষার্থীকে মারতে উদ্যত সরকারের পেটোয়া বাহিনী—এমন একটি ছবিসহ হামলার অনেক ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেসব দেখে বারবার মনে হচ্ছিল—নাহ, এভাবে বসে থাকা যাবে না। ন্যায্য দাবির পক্ষে আমাদেরও রাস্তায় নামতে হবে।

আমি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) ছাত্র। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগে তৃতীয় বর্ষে পড়ছি। কোটা সংস্কারের বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গেও কথা বললাম। তারাও রাস্তায় নামতে চাইল।

১৬ জুলাই আন্দোলনে অংশ নিতে কয়েকজন বন্ধুসহ বাসা থেকে বের হই। ক্যামেরাটাও সঙ্গে নিই। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় থাকি আমি। রাস্তায় নেমে দেখি, আশপাশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছে। স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত গোটা এলাকা। অনেকের হাতে ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড। সেসবে লেখা ‘আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘ফ্যাসিস্টরা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত কেন, জবাব চাই জবাব চাই’ ইত্যাদি।

তখন বেলা সাড়ে তিনটা। আমরা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার গেটের সামনের পদচারী-সেতুর নিচে দাঁড়ানো। ক্যামেরা হাতে ছবি তুলছি। পুরস্কার বিজয়ী ছবিটিও সেখানেই তোলা। ছবির মধ্যমণি যুবকটি হাত উঁচিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। মুখে দৃঢ়সংকল্পের ছাপ, চোখে স্বাধীনতার স্পৃহা। কেউ মুঠোফোনে মুহূর্তটি ধারণ করছে, কেউ আবার সহযোদ্ধার হাত ধরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। তাদের পোশাক বা শরীরী ভঙ্গি—সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে এক গভীর প্রতিবাদী চেতনা। পাশাপাশি ব্যস্ত শহরের দৃশ্যপট, বিভিন্ন অবকাঠামো—সব মিলিয়ে মুহূর্তটি যেন আধুনিক শহরের বুকে এক আন্দোলনের জাগরণকে প্রতীকী করে তুলেছে।

আমি মনে করি, ছবিটি শুধু একটি মুহূর্ত নয়; বরং বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও চেতনার প্রতিচ্ছবি। আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের সাহসী পদক্ষেপকে আমার ক্যামেরায় ধরে রেখেছি। একজন আলোকচিত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাই, দাবি প্রতিষ্ঠায় তরুণ প্রজন্মের নির্ভীকভাবে এগিয়ে আসা যেন জাতির প্রতিবাদের চেতনাকেই তুলে ধরেছে।

ছবি তোলার নেশা অনেক দিনের। স্ট্রিট ও লাইফস্টাইল ছবিই বেশি তোলা হয়। শুরুতে বাবার ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতাম। এরপর মুঠোফোনে তোলা শুরু করি। ধানমন্ডির আইডিয়াল কলেজে উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময় ফটোগ্রাফি ক্লাবে যুক্ত ছিলাম। তখন ছবি তোলার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তে থাকে। তবে নিজের ক্যামেরা হাতে পেয়েছি অনেক পরে। কলেজের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এআইইউবি ফটোগ্রাফি ক্লাবের সঙ্গেও যুক্ত আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ক্লাবের আয়োজিত একটি ছবি প্রদর্শনীতে আমার ছবিও নির্বাচিত হয়। এটাও আমাকে উৎসাহিত করেছে।

অনুলিখন : **মো. জান্নাতুল নাঈম**

ছবি : তৃতীয় সেরা

লাল-সবুজে মোড়ানো কিশোরের মুখ

আব্দুল্লাহ আল যুবায়ের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরুর দিকেই আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে পড়ি। পরীক্ষা শেষ, তাই গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে ঢাকাতেই থেকে যাই। ১০ জুলাই থেকে প্রায় দিনই ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, মতিঝিল, ফার্মগেট, মোহাম্মদপুর, বিজয় সরণিসহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ছবি তুলি। চোখের সামনে যা দেখি, তাই ক্যামেরাবন্দী করি।

পুরস্কার বিজয়ী ছবিটি ৪ আগস্টে তোলা। কারফিউ তুলে নেওয়ার পর সেদিনও ক্যামেরা নিয়ে ক্যাম্পাসে ছবি তুলছিলাম। বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে দেখি মিছিল বের হয়েছে। মিছিলকারীরা হাসপাতাল থেকে চারজনের মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে শহীদ মিনারে যাই। সেখানে যাওয়ার পর রক্তাক্ত, গুলিবিদ্ধ মরদেহগুলো রাখা হয়। বেশ কয়েকজন আহত ব্যক্তিকেও দেখলাম। মৃতদেহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সীর চেহারা দেখে মনে হলো কিশোর, বয়স কত হবে, পনেরো কি ষোলো। জাতীয় পতাকায় ঢাকা তার রক্তাক্ত শরীর।

জাতীয় পতাকায় মোড়ানো সেই কিশোর। ৪ আগস্ট ২০২৪। ছবি : আব্দুল্লাহ আল যুবায়ের

আন্দোলনের সময় প্রায় প্রতিদিনই মানুষকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন শহীদ মিনারে রাখা মৃতদেহগুলোর মধ্যে কেন যেন কিশোর ছেলেটাকে দেখে থমকে যাই। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ কেউ একজন পাশ থেকে ছবি তুলতে বলল। তখনই ছবিটি তুলি।

আন্দোলনের ছবিগুলো ফেসবুকে শেয়ার দিতাম। এ কারণে ৫ আগস্টের আগে পরিবারের সবাই আমাকে নিয়ে বেশ আতঙ্কে ছিলেন। আমিও কিছুটা ভয় পেয়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি আজিমপুরে আমার বাসা ছেড়ে ধানমন্ডিতে এক ভাইয়ের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

জুলাই-আগস্টজুড়ে অনেক ছবি তুলেছি। অনেক মানুষকে আহত ও নিহত হতে দেখেছি। কিন্তু এই কিশোরের ছবিটি কেন জানি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না।

অনুলিখন : **আবৃতি আহমেদ**

ভিডিও : প্রথম সেরা

বরগুনায় ছাত্র আন্দোলনের একটি মুহূর্ত। ভিডিও থেকে নেওয়া

বরগুনার আন্দোলন

সোহাগ মিয়া

১৬ জুলাই বরগুনা পাবলিক লাইব্রেরির সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। শহরের সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে বরগুনা প্রেসক্লাব চত্বরে এসে শেষ হয় মিছিল। এরপর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিনা উসকানিতে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী আহত হন।

আমার পুরস্কার বিজয়ী ভিডিওটি এ দিনটি দিয়েই শুরু। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সারা দেশের বিভিন্ন শহরের মতো বরগুনাও উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সাংবাদিক হিসেবে ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত আন্দোলনের মুহূর্তগুলো আমি ক্যামেরায় ধারণ করি।

ভিডিও : তৃতীয় সেরা

৫ আগস্ট ঢাকার রাস্তায় ছাত্র-জনতার ঢল। ভিডিও থেকে নেওয়া

বুকপকেটে একখণ্ড কাগজ

ইব্রাহিম প্রধান

আমি একটি সিমেন্ট কারখানায় কাজ করি। পেশায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জনতার অংশগ্রহণ বেড়ে গেলে আমিও মাঝেমধ্যে যোগ দিতাম। মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা নিয়ে ৫ আগস্ট সকালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। বের হওয়ার সময় একটুকরা কাগজে নিজের নাম, মায়ের মুঠোফোন নম্বর ও ঠিকানা আর অপর পৃষ্ঠায় স্ত্রীর মুঠোফোন নম্বর লিখে বুকপকেটে রাখি।

বাসা থেকে বের হওয়ার পর সমমনা তিনজনকে পেয়ে যাই। তাঁদের পেয়ে বুকে কিছুটা সাহস পাই। প্রত্যেকে আলাদাভাবে এলাকার গলি দিয়ে সাইনবোর্ডে চলে আসি। প্রতিটি এলাকায় ফ্যাসিস্ট সরকারের লোকজন সশস্ত্র মহড়া দিচ্ছিল। এভাবে যাত্রাবাড়ী এসে দেখি, হাজারো মানুষ। আমি হানিফ ফ্লাইওভারে উঠে ঢাকামুখী জনস্রোতে মিশে যাই। তখনো যাত্রাবাড়ী থানা থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ফ্লাইওভারে থাকতেই একটি ভিডিও করি। সেই মুহূর্তটাই ‘ক্যামেরায় বিদ্রোহ’ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে।

ট্রুডোর **পতন** দেখছেন **মাস্ক**

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আগামী নির্বাচনে হেরে যাবেন বলে মনে করছেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক। এনডিটিভি

প্রথম নারী চিফ অব স্টাফ পাচ্ছে হোয়াইট হাউস

যুক্তরাষ্ট্র

আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প। এর আগেই সাজাবেন প্রশাসন।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সুসি ওয়াইলস। গত বুধবার ফ্লোরিডার পাম বিচে। ছবি : রয়টার্স

ইতিহাস গড়ে দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই প্রশাসন সাজানোর কাজ শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ পদে নিজের নির্বাচনী প্রচার দলের অন্যতম প্রধান সুসি ওয়াইলসকে বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প। প্রথম নারী হিসেবে এ পদে বসছেন সুসি।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছেন ট্রাম্প। আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। শপথ গ্রহণের আগেই ট্রাম্প তাঁর প্রশাসন সাজানোর কাজ সারবেন। এ জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে নিজের পছন্দের ব্যক্তিদের বাছাই করবেন। তাঁদের নাম ঘোষণা করবেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার প্রথম তিনি সুসি ওয়াইলসের নাম ঘোষণা করেন।

অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে খ্যাতি আছে সুসির। তিনি বেশির ভাগ সময় কাজ করেছেন ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে। ট্রাম্পের বাড়িও ফ্লোরিডায়। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পের গোছানো প্রচারের নেপথ্যের একজন কারিগর হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন সুসি। এরই স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে হোয়াইট হাউসের শীর্ষ কর্মকর্তার পদের জন্য বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প।

পেশাদার রাজনৈতিক পরামর্শক ৬৭ বছর বয়সী সুসি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের নির্বাচনী প্রচার দলে ও তাঁর প্রশাসনে কাজ করেছেন। নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের একাধিক সদস্য, বেশ কজন মেয়র, সাবেক একজন গভর্নরের উপদেষ্টা ছিলেন। ২০১৬ সালে ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের প্রচার দলের প্রধান মুখ ছিলেন সুসি। এবার তিনি ছিলেন ট্রাম্পের প্রচার দলের কো-চেয়ার।

প্রশাসনে পদ পেতে দৌড়ঝাঁপ

মঙ্গলবার রাতেই ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, ট্রাম্প নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। এ খবরের পর থেকে ট্রাম্পের আশপাশে থাকা মানুষজনের কাছে ফোন আসতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় ট্রাম্পের প্রশাসনে পদ পাওয়ার তদবির। সূত্রের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, সেই রাতে ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের বাড়ি মার-আ-লাগোর বলরুমে নৈশভোজের আয়োজনে সবার চেষ্টা ছিল কে ট্রাম্পের পাশে বসতে পারেন।

ট্রাম্প প্রশাসনে পদ পেতে পারেন, এমন ব্যক্তিরা জোট বেঁধেও তদবির চালাচ্ছেন। সূত্রের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, শুধু ফোনে ফোনে তদবির নয়, অনেকে ফ্লোরিডায় আসছেন ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে।

জয়ের নেপথ্যে তরুণ ভোট

গর্ভপাত ও নারী অধিকারকে কেন্দ্রে রেখে নির্বাচনের প্রচার চালিয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। ভেবেছিলেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি নারী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পুরুষদের ভোটকে পুঁজি করেই জয়ের বন্দরে পৌঁছেছেন তিনি। বিশেষ করে তরুণদের ভোট বেশি পেয়েছেন ট্রাম্প। বুথফেরত জরিপে দেখা গেছে, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের ৪৯ শতাংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন।

শান্তির জন্য শেষ চেষ্টা করতে পারে বাইডেন প্রশাসন

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

জো বাইডেন

ফিলিস্তিন ও লেবাননে যুদ্ধ বন্ধে সমঝোতার লক্ষ্যে শেষ চেষ্টা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। তবে এতে রাজি করাতে ইসরায়েল ও অন্য আঞ্চলিক পক্ষগুলোর ওপর যে প্রভাব বাইডেন প্রশাসনের ছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সেটা আর নেই বলে মনে করা হচ্ছে।

যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে শান্তি আলোচনার জন্য মাসের পর মাস দফায় দফায় মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। বড় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা এখন সম্ভবত আলোচনার পক্ষগুলোর অনীহার মুখে পড়তে পারেন। তার চেয়ে বরং পক্ষগুলো জানুয়ারিতে ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষার পথ বেছে নিতে পারে। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষকেরা এমনটাই মনে করছেন।

নির্বাচনী প্রচারে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর অঙ্গীকার করেছিলেন ট্রাম্প। তবে কীভাবে শান্তি ফেরাবেন, সে বিষয়ে কিছু বলেননি। এ ক্ষেত্রে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদকে বিবেচনায় নিলে ধরে নেওয়া যায়, তিনি আরও শক্তভাবে ইসরায়েলের পক্ষ নিতে পারেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ এই আঞ্চলিক মিত্রকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাইডেনের কড়া সমর্থনকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং মানবিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বাড়াতে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

সংক্ষেপে

জার্মানি

বেশির ভাগ মানুষ দ্রুত নির্বাচন চান

জার্মানির ক্ষমতাসীন জোট সরকারে ভাঙন দেখা দেওয়ার পর দেশটিতে দ্রুত পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত বেশির ভাগ মানুষের। দুটি সমীক্ষায় এই মতামত উঠে এসেছে। জার্মানিতে সবশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচন হয় ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনের পর সামাজিক গণতান্ত্রিক দল, পরিবেশবাদী সবুজ দল ও ও ফ্রি গণতান্ত্রিক দল চার বছরের জন্য জোট সরকার গঠন করে। কিন্তু মতপার্থক্যের জেরে তিন বছরের মাথায় জোট সরকারে ভাঙন দেখা দেয়। গত বুধবার সন্ধ্যায় ফ্রি গণতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডনারকে সরকার থেকে বহিষ্কার করেন চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। ফলে এই সরকার সংখ্যালঘু হয়ে এখন পতনের ঝুঁকির মুখে। এখন বিরোধী কারও সমর্থন না পেলে এই সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। জার্মানির অন্যতম প্রভাবশালী এআরডি টেলিভিশন প্রচারিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, এ মুহূর্তে ৬৫ শতাংশ মানুষ দ্রুত পার্লামেন্ট নির্বাচনের পক্ষে।

প্রতিনিধি, *হ্যানোভার, জার্মানি*

মালয়েশিয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিপুল অর্থ জরিমানা

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিনকে ১৩ লাখ ৫০ হাজার রিঙ্গিত (৩ কোটি ৬৮ লাখ ২১ হাজার টাকা) জরিমানা করেছেন দেশটির একটি আদালত। সাবেক অর্থমন্ত্রী লিম গুয়ান ইংয়ের করা মানহানির মামলায় তাঁকে এই জরিমানা করা হয়। গত বছরের মার্চে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া একের পর এক পোস্টে লিমের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেন তিনি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাঁকে এই অর্থ দিতে গতকাল শুক্রবার কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট আদেশ দেন। এখানেই আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি। সাবেক রাজাকে অপমান করায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের পৃথক মামলায়ও তিনি অভিযুক্ত। মুহিউদ্দিন ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১৭ মাস প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রয়টার্স, *কুয়ালালামপুর*

নেদারল্যান্ডস

ইসরায়েলি সমর্থকদের ওপর হামলা

নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার রাতে ইসরায়েলি ফুটবল সমর্থকদের ওপর হামলা হয়েছে। এ হামলাকে ইহুদিবিদ্বেষী বলে মন্তব্য করেছেন দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা। নিজ দেশের ফুটবল সমর্থকদের ফেরত আনতে গতকাল শুক্রবার নেদারল্যান্ডসে দুটি উড়োজাহাজ পাঠায় ইসরায়েল। আমস্টারডামের জোহান ক্রুইফ এরিনাতে বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের ফুটবল ক্লাব ম্যাকাবি তেল আবিব ও অ্যাজাক্স আমস্টারডামের মধ্যে ইউরোপা লিগের খেলা ছিল। এ ম্যাচে ইহুদি ক্লাব হিসেবে পরিচিত অ্যাজাক্স আমস্টারডাম ৫-০ গোলে জয়ী হয়। খেলা শেষে বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকায় সংঘাত শুরু হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, রাস্তায় চলমান সংঘাত থামাতে চেষ্টা করছে পুলিশ। এতে কিছু হামলাকারীকে ইসরায়েলবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়।

রয়টার্স, *আমস্টারডাম*

রাখাইনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জাতিসংঘের

ইউএনডিপি

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মারাত্মক একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে, যা পশ্চিম রাখাইনকে 'অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কিনারায়' ঠেলে দিতে পারে।

এপি

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনী ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতে জর্জরিত এবং রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের আবাসস্থল রাখাইন রাজ্যে শিগগিরই চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)।

গত বৃহস্পতিবার ইউএনডিপির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে, যা পশ্চিম রাখাইনকে 'অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কিনারায়' ঠেলে দিতে পারে।

মিয়ানমার ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে পণ্যপ্রবাহে সীমাবদ্ধতা, বাসিন্দাদের আয়রোজগারের অভাব, মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার, খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থার অভাবের মতো একাধিক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যার কথা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ইউএনডিপি জানিয়েছে, অত্যন্ত বিপন্ন এই জনগোষ্ঠী সামনের মাসগুলোতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে।

২০২১ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে। এর পর থেকে গণতন্ত্রপন্থী গেরিলা ও বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

গত নভেম্বরে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আরাকান আর্মি (এএ) রাখাইনে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে এবং রাজ্যের অর্ধেকের বেশি শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। রাখাইন জাতিগত সংখ্যালঘু আন্দোলনের সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত এই আরাকান আর্মি সামরিক বাহিনীকে উৎখাতের চেষ্টা চালানো সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর জোটেরও সদস্য।

ইউএনডিপি তাদের ২০২৩ ও ২০২৪ সালের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানায়, রাখাইনের অর্থনীতি কার্যত অচল হয়ে গেছে। সেখানে বাণিজ্য, কৃষি ও নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো প্রায় স্থবির অবস্থায় রয়েছে। ইউএনডিপি জানায়, অবরোধের কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি বন্ধ থাকায় মানুষের আয় কমে গেছে এবং একই কারণে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে।

এ ছাড়া সিমেন্ট আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'ব্যাপক দাম বেড়েছে' এবং চাকরির প্রধান খাত হিসেবে পরিচিত নির্মাণশিল্পও অচল হয়ে পড়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প শান্তি ফেরাবেন বলে আশা এরদোয়ানের

রয়টার্স, *আঙ্কারা*

এরদোয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলবেন বলে আশা করছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান।

গতকাল শুক্রবার এরদোয়ান বুদাপেস্ট থেকে ফিরে সাংবাদিকদের বলেন, 'ইসরায়েলকে অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করার মাধ্যমে শুভসূচনা করতে পারেন ট্রাম্প। কারণ, তিনি ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা চাই তিনি সে প্রতিশ্রুতি রাখবেন এবং ইসরায়েলকে থামতে বলবেন।'

তুরস্কের পক্ষ থেকে গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ ও বিশ্ব আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলায় শামিল হয়েছে তুরস্ক। ইসরায়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

এরদোয়ান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বর্তমান মার্কিন নীতি অনুসরণ করলে এই অঞ্চলে অচলাবস্থা আরও গভীর হবে এবং সংঘাত ছড়িয়ে পড়বে।

রোবটের তৈরি শিল্পকর্মের দাম ১২ কোটি টাকার বেশি

এএফপি

এআই আই-দার আঁকা চিত্রকর্ম। ছবি : এপি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিকাশের হাত ধরে প্রযুক্তি রূপকথার গল্প বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। মানবসদৃশ বা হিউম্যানয়েড রোবটের তৈরি এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি নিলামে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পর এআইয়ের জয়যাত্রা আরও পোক্ত হলো।

ইংরেজ গণিতবিদ অ্যালান টুরিংয়ের একটি প্রতিকৃতি নিউইয়র্কে গত বৃহস্পতিবার ১ দশমিক শূন্য ৮ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১২ কোটি ১ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকা।

মানবসদৃশ রোবটের তৈরি টুরিংয়ের ৭ দশমিক ৫ ফুটের এ প্রতিকৃতির নাম দেওয়া হয়েছে 'এআই গড'। মানবসদৃশ যে রোবট প্রতিকৃতিটি তৈরি করেছে, তার নাম 'আই-দা'। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে এআই গড নিলামে তোলে বিখ্যাত নিলাম আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান সোথবি'স। ২৭ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি নিলামে অংশ নেয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিকৃতিটি ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার ডলারে বিক্রি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে তা বিক্রি হয়েছে প্রায় ১২ কোটি ১ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকায়।

মানবসদৃশ রোবট আই-দা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির রোবটগুলোর একটি। অতিবাস্তব প্রকৃতির এই 'রোবট শিল্পীর' জন্ম দুই বছর আগে। একদল প্রোগ্রামার, রোবোটিস্ট, শিল্পবিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানী আই-দা-কে তৈরি করেন। এআই প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আই-দাকেও শক্তিশালী করা হয়েছে।

রোবটের তৈরি শিল্পকর্ম এত বেশি দামে বিক্রি হওয়ায় শিল্পসমালোচকদের মধ্যে তোলপাড় চলছে। এক বিবৃতিতে সোথবি'স জানিয়েছে, একটি মানবসদৃশ রোবট শিল্পীর তৈরি শিল্পকর্ম রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়াটি আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পকলার ইতিহাসের জন্য বিশেষ ঘটনা। আই-দার নকশা করা হয়েছে একজন নারী আদলে। বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার অ্যাডা লাভলেসের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে নারী কমিশনের সুপারিশ

পুরুষ দরজি কোনো নারীর পোশাকের মাপ নিতে পারবেন না

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

নারী সুরক্ষায় ভারতের উত্তর প্রদেশ নারী কমিশন নতুন সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকারকে তারা বলেছে, এসব সুপারিশ বিবেচনায় এনে আইন পাস করাতে। যদিও সুপারিশগুলো আদৌ কার্যকর করা যাবে কি না, তা নিয়ে চলছে নানা মহলে বিস্তর আলোচনা।

এমন সুপারিশ কোনো নারী কমিশন আগে করেনি। উত্তর প্রদেশের নারী কমিশনের প্রস্তাব, কোনো পুরুষ দরজি কোনো নারীর পোশাকের মাপ নিতে পারবেন না। মাপ নিতে হবে নারী দরজিকে। জিমে নারীদের তদারকি করতে পারবেন না পুরুষ প্রশিক্ষকেরা। পুরুষেরা নারীদের যোগশিক্ষাও দিতে পারবেন না। নারীদের চুল কাটা বা প্রসাধনেও পুরুষ ছোঁয়া নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

বিশেষ মর্যাদার দাবি ঘিরে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় হট্টগোল

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদসহ জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে গতকাল শুক্রবার বিধানসভা উত্তাল হয়ে ওঠে। উত্তেজিত ও মারমুখী সদস্যদের বের করে দেওয়া হয় সভাকক্ষ থেকে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ, স্পিকার নিজেই সরকারি প্রস্তাবের রচয়িতা। এই গোলমালের মধ্যেই গতকাল শেষ হয় নতুন বিধানসভার পাঁচ দিনের প্রথম অধিবেশন।

সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়, বিশেষ মর্যাদা ফেরানোর জন্য কেন্দ্র অবিলম্বে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করুক। কারণ, সংবিধান প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা কেন্দ্রীয় সরকার খারিজ করেছে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে আলোচনা না করে।

ঋণ নিশ্চয়তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদ | উদ্যোক্তাদের ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্মসূচির বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

স্যুটের কাপড় ও ছাতা কেনার টাকাও গায়েব

ইসলামী ব্যাংকে অনিয়ম

স্যুটের কাপড় ও ছাতার সরবরাহ না হলেও অর্থ ছাড় করেন শীর্ষ দুই কর্মকর্তা। ফলে কাল্পনিক পণ্য কিনতে ১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ব্যাংকটির।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

নানা অনিয়মের খবর প্রকাশ্যে আসার পর ২০২৩ সালে টাকার সংকটে পড়ে বেসরকারি খাতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক। পরিস্থিতি সামলাতে ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য বেঁধে দেয়। পরে সফল সাড়ে ১৩ হাজার কর্মকর্তাকে পুরস্কার হিসেবে স্যুট বানানোর কাপড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। তবে কোনো কর্মকর্তা স্যুটের কাপড় পাননি, তবে ঠিকই খরচ হয়েছে ব্যাংকটির সাড়ে ছয় কোটি টাকা।

একই বছরে ডলার-সংকট মেটাতে প্রবাসী আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেয় ইসলামী ব্যাংক। এর অংশ হিসেবে প্রবাসী আয়ের সুবিধাভোগীদের জন্য উপহার হিসেবে এক লাখ ছাতা কেনার সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংকটি। সেই ছাতা কেউ ব্যাংকে সরবরাহ করেনি। তবে ছাতা কেনার নামে ব্যাংকটি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

কাল্পনিক দুই পণ্য ক্রয়ে কাগজে-কলমে ব্যাংকের ১২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। গত বছরের আগস্ট-অক্টোবর সময়ে এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে বলে ইসলামী ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নথিপত্র পর্যালোচনায় করে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এই টাকার প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্যুট কেনার অর্থের যাত্রাপথ গোপন করতে চট্টগ্রামের পটিয়ার এক ব্যবসায়ীর হিসাব এক দিনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওই টাকা এক দিনে তিনটি হিসাব ঘুরিয়ে নগদ তুলে নেওয়া হয়। নিজেদের আড়ালে রাখতে এই কৌশল নেয় সুবিধাভোগীরা।

স্যুটের টাকা গেল কোথায়

নিয়মিত ১৩ হাজার ৫২২ কর্মকর্তাকে স্যুটের কাপড় পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ২০২৩ সালের ২৬ জুলাই ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদের ৩২৮তম সভায়। কার্যাদেশ পায় ব্যাংকটির রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড শাখার গ্রাহক বেলমন্ট ফেব্রিক্স। গত বছরের ২৯ আগস্ট এই পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানের নামে কাপড় সরবরাহের চালান ও বিল জমা পড়ে। পণ্য সরবরাহ হয়নি জেনেও একই দিন অর্থ ছাড়ের অনুমতি চান ব্যাংকটির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন, তাতে অনুমতি দেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা।

নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পরের দিন ৩০ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে ৬ কোটি ৩৫ লাখ ২৬ হাজার টাকা ছাড় করে ইসলামী ব্যাংক। একই দিন বেলমন্টের এক চেকের মাধ্যমে ৩ কোটি ৩৫ লাখ ২৬ হাজার টাকা এবং আরেক চেকের মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা নগদ উত্তোলন করা হয়।

ওই শাখায় বেলমন্টের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে। ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে বেলমন্ট শাখায় স্বাক্ষর করা চেক জমা দিয়েছে। ঋণ অনাদায়ি হয়ে পড়লে সাধারণত এই চেক ব্যবহার করে ব্যাংক মামলা করে থাকে। বেলমন্টের দুই নিরাপত্তা চেক ব্যবহার করে ওই টাকা তোলা হয়েছে বলে শাখার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

বেলমন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ বাদশা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা স্যুট বানানোর কাপড় সরবরাহের কার্যাদেশ পেয়েছিলাম। তবে যত দূর মনে পড়ে, তা সরবরাহ করা হয়নি। ব্যাংকে আমাদের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঋণ আছে। এ জন্য স্বাক্ষর করা চেক জমা দেওয়া আছে। হয়তো সেই চেক ব্যবহার করে আমাদের হিসাবে দেওয়া টাকা আবার তুলে নেওয়া হয়েছে।'

- সাড়ে ১৩ হাজার কর্মীকে স্যুট দিতে বরাদ্দ করা হয় ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।
- প্রবাসী আয়ের সুবিধাভোগীদের এক লাখ ছাতা উপহার দিতে বরাদ্দ করা হয় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।
- স্যুট কেনার অর্থের যাত্রাপথ গোপন করতে চট্টগ্রামের পটিয়ার এক ব্যবসায়ীর হিসাব এক দিনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ব্যাংকের নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ওই দিনই এলিফ্যান্ট রোড শাখা থেকে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখার গ্রাহক মাসুদ ফিশ প্রসেসিং অ্যান্ড আইসক্রিম লিমিটেডের হিসাবে একবার ৪ কোটি ও আরেকবার ২ কোটি টাকা নগদ জমা করা হয়। সেই টাকা আবার একই দিন খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে তিনটি চেকের মাধ্যমে তুলে নেওয়া হয়। মাসুদ ফিশ প্রসেসিং ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ শাখার পুরোনো গ্রাহক। শাখায় তাদের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে। ফলে তাদের স্বাক্ষর করা চেকও ওই শাখায় জমা দেওয়া আছে।

মাসুদ ফিশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ হোসেন মাসুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা পটিয়ার হলেও এস আলম গ্রুপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। খাতুনগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক ও দ্বিতীয় কর্মকর্তার অনুরোধে আমার হিসাবটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আমার হিসাব ও তিনটি চেক ব্যবহার করতে দেওয়াটা ভুল হয়েছে। আমরা ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে ব্যাংকটির গ্রাহক। তবে গত কয়েক বছর ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে ব্যবসা করতে পারিনি। এ জন্য ব্যাংকের চাপে বাধ্য হয়ে হিসাবটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম।'

স্যুটের টাকা নিয়ে যখন অনিয়ম হয়, তখন ইসলামী ব্যাংক চট্টগ্রামের এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে ছিল। গ্রুপের প্রধান সাইফুল আলমের বাড়ি পটিয়ায়। তাঁর ব্যক্তিগত সচিবসহ চট্টগ্রামের আরও কয়েকজন ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ছিলেন। অর্থ ছাড়ে মূলত তাঁদের তৎপরতা ছিল বলে জানিয়েছেন এখনকার কর্মকর্তারা। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পর্ষদ ভেঙে ইসলামী ব্যাংক এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়।

ছাতার টাকাও গায়েব

এক লাখ ছাতা কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৩২৯তম সভায়। কার্যাদেশ দেওয়া হয় এক্সপ্রেস কমিউনিকেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে। মাসখানেক পর ১০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির নামে ছাতা সরবরাহের চালান ও বিল জমা পড়ে। ছাতা সরবরাহ না হলেও টাকা ছাড়ের অনুমতি চান প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন, অনুমতি দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা। এরপর ব্যাংকটি এক্সপ্রেস কমিউনিকেশনের নামে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার পে অর্ডার ইস্যু করে, যা একই দিন নগদে তুলে নেওয়া হয়। এই টাকার প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এক্সপ্রেস কমিউনিকেশনের কর্ণধার দীপক ঘোষ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আবুল খায়ের নামে আমার একজন ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন। উনি ব্যাংকের উপহার সরবরাহের বিষয়টি দেখেন। তবে ছয়-সাত মাস ধরে তিনি আমাদের সঙ্গে নেই।' যোগাযোগ করা হলে আবুল খায়ের বলেন, 'আমি এ নিয়ে কিছুই জানি না।'

এসব বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ মুনিরুল মওলার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এই ব্যাংকে আগামীতে ফরেনসিক তদন্ত হলে এসব অনিয়মের প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা ছিল তা বের হয়ে আসবে।

তিন মাসে ৩০০ কোটি টাকার শুল্ক-কর ফাঁকি উদ্‌ঘাটন

এনবিআরের প্রতিবেদন

বর্তমান সরকারের ৯০ দিনে শুল্ক-করের কার্যক্রম বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

- গত ৩ মাসে ১৬৭ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির তথ্য মিলেছে। এ জন্য ১০৩টি ভ্যাট ফাঁকির মামলা হয়েছে।
- শুল্ক বিভাগে ৩৯ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকির তথ্য পাওয়া গেছে। ৫৭টি মামলার বিপরীতে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মতো আদায় হয়েছে গত তিন মাসে।
- এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) সব মিলিয়ে গত তিন মাসে ৭৪ কোটি টাকা আদায় করেছে।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম তিন মাসে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার শুল্ক-কর ফাঁকি উদ্‌ঘাটন করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ ছাড়া ছোট-বড় সব ধরনের করদাতার কর ফাঁকির তদন্তকাজও করছে সংস্থাটি। আবার এনবিআরের আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও শুল্ক বিভাগের সংস্কারপ্রক্রিয়াও চলমান আছে।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিজেদের ৯০ দিনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করে প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব খাতে কী ধরনের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, তা-ও জানানো হয়েছে এই প্রতিবেদনে। এর আগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এনবিআরের কাছে ৯০ দিনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এনবিআর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেই বিভিন্ন খাতে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়। রাজস্ব খাতেও সংস্কার শুরু হয়েছে। শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর—তিনটি আইন পর্যালোচনা করার জন্য আলাদা আলাদা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এসব তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানিয়েছে এনবিআর।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজস্ব খাতের সংস্কার জরুরি হয়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ খাত থেকে রাজস্ব আদায় বাড়াতেই হবে। এতে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমলে অর্থনীতির ওপর চাপ কমবে। তিনি আরও বলেন, করদাতারা যাতে সহজে ও হয়রানিমুক্তভাবে কর দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

২৮৬ কোটি টাকার কর ফাঁকি উদ্‌ঘাটন

এনবিআরের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন মাসে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বিভাগ ২৮৬ কোটি টাকার কর ফাঁকির ঘটনা খুঁজে পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি কর ফাঁকির তথ্য পেয়েছে ভ্যাট বিভাগ। এই খাতে সব মিলিয়ে ১৬৭ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকির তথ্য মিলেছে। এ জন্য ১০৩টি ভ্যাট ফাঁকির মামলা হয়েছে। গত তিন মাসে এসব মামলার বিপরীতে ৬৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

অন্যদিকে শুল্ক বিভাগে ৩৯ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকির তথ্য পাওয়া গেছে। ৫৭টি মামলার বিপরীতে সাড়ে ছয় কোটি টাকার মতো আদায় হয়েছেও গত তিন মাসে। এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) সব মিলিয়ে গত তিন মাসে ৭৪ কোটি টাকা আদায় করেছে। তবে প্রতিবেদনে কার কাছ থেকে কত শুল্ক-কর ফাঁকি পাওয়া গেছে—তা উল্লেখ করা হয়নি।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের শীর্ষ ছয় ব্যবসায়ী ও তাঁদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর ফাঁকির বিষয়ে তদন্তে নামে এনবিআর। ওই ছয় শীর্ষ ব্যবসায়ী হলেন বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমান, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিম এবং এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম। তাঁরা সবাই শেখ হাসিনা সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী, আমলাসহ সন্দেহভাজন করদাতাদের কর ফাঁকির তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া সৎ করদাতারা যাতে নিরুৎসাহিত না হন সে জন্য কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার দুই মাসের মাথায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সুবিধা বাতিল করে দেয় এনবিআর। এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি।

পাঁচ নিত্যপণ্যের শুল্ক-কর কমানো

উচ্চ মূল্যস্ফীতি বর্তমান সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাজারে নিত্যপণ্যের দাম যাতে স্থিতিশীল থাকে, সে জন্য চাল, চিনি, ডিম, পেঁয়াজ ও ভোজ্যতেলের আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, ভ্যাট, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর কমানো হয়েছে।

এনবিআরের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শুল্ক স্টেশনে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার পণ্য পড়ে ছিল। সেগুলোর দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ১৬০ কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায় করা হয়েছে। এ ছাড়া গত তিন মাসে প্রায় ৩৫ কেজি সোনা আটক করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, মোবাইল ফোন, সিগারেট ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৫৩ কোটি টাকার ব্যান্ডরোল ও স্ট্যাম্প জব্দ করা হয়েছে।

অনলাইন-ব্যবস্থা জোরদার

গত ৯ সেপ্টেম্বর অনলাইনে বার্ষিক আয়কর বিবরণী জমার ব্যবস্থা চালু করেছে এনবিআর। ওই সেবা চালুর পর এই পর্যন্ত দুই লাখ করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টে এনবিআরের প্রায় ৩০ হাজার মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে ডেটা বেজ তৈরি করে সুপ্রিম কোর্টের ডেটা বেজের সঙ্গে সমন্বয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব মামলায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় আটকে আছে।

অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের হার ৮৫ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানায় এনবিআর। আগামী মার্চের মধ্যে শুল্ক বিভাগের ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ) কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে সংস্থাটি।

এনবিআরের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, মাঠপর্যায়ে শৃঙ্খলা ফেরানোর পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি ও বিধিবিধান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করদাতা ও কর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে রাজস্ব প্রশাসনে গতি আসতে শুরু করেছে।

ডলারের বিপরীতে রুপির সর্বনিম্ন দাম

ভারতের মুদ্রাবাজার

ভারতে গতকাল সকালে আন্তব্যাংক লেনদেনে প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৪ দশমিক ৩২ রুপি। পরে তা ৫ পয়সা বেড়ে ৮৪ দশমিক ৩৭ রুপি হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মার্কিন ডলারের বিপরীতে গতকাল শুক্রবার ভারতীয় রুপির বিনিময় হার আরও ৫ পয়সা কমেছে। তাতে ভারতে প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য দাঁড়িয়েছে ৮৪ দশমিক ৩৭ রুপিতে। এটি মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির সর্বকালের সর্বনিম্ন দাম। খবর এনডিটিভির

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ীরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ গত মাসে নীতি সুদহার শূন্য দশমিক ৫০ শতাংশীয় পয়েন্ট কমানোর ঘোষণার মাধ্যমে বৈশ্বিক আর্থিক খাতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-কর ও বাণিজ্যনীতি বিশ্বাবাজারকে প্রভাবিত করবে এমন ধারণাও তৈরি হয়েছে। এ কারণে রুপির দামে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

ভারতে গতকাল সকালে আন্তব্যাংক লেনদেনে প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৪ দশমিক ৩২ রুপি। পরে তা ৫ পয়সা বেড়ে ৮৪ দশমিক ৩৭ রুপি হয়। গত বৃহস্পতিবার ডলারের বিপরীতে রুপি ১ পয়সা দর হারিয়েছিল। তার আগে গত মঙ্গলবার প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৪ দশমিক ১২ রুপি।

সিআর ফরেক্স অ্যাডভাইজারসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত পবারি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ওপর সবার নজর থাকবে। এখন বাজারে যাঁরা নিজেদের দ্রুত মানিয়ে নিতে পারবেন, তাঁরাই উন্নতি করবেন।

ভারতীয় মুদ্রার ধারাবাহিক দরপতনের কারণে ভারতীয় নীতিনির্ধারক ও আর্থিক বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। ভারতের শেয়ারবাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নেওয়ার জেরেই মূলত রুপির দরপতন ঘটছে বলে মনে করেন তাঁরা। পাশাপাশি মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা অব্যাহত থাকার কারণে ডলারের বিপরীতে রুপির আরও দরপতন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

ইকোনমিক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডলারের বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। গত ১১ অক্টোবর ডলারের বিপরীতে রুপির দর প্রথমবারের মতো ৮৪ রুপি ছাড়িয়ে যায়।

তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর ডলারের বিপরীতে ৮৩ দশমিক ৯৯ রুপিতে নেমেছিল ভারতীয় মুদ্রা। এরপর রুপির দরপতনের ধারা থেমে যায় এবং ডলারের বিপরীতে রুপি কিছুটা শক্তিশালী হয়। কিন্তু ভারতের শেয়ারবাজারের সূচকের পতন শুরু হলে আবার রুপির দরপতন শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি

প্রতিযোগীদের রপ্তানি বাড়লেও কমেছে বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেশ কিছুদিন ধরেই পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। বড় এই বাজারে চলতি বছর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমলেও ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের বেড়েছে। সর্বশেষ ভারতের পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ হাজার ৯৩২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছেন। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ৪৭ শতাংশ কম।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ৫৪১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ কম। গত বছর এই বাজারে বাংলাদেশ ৭২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছিল। তখন রপ্তানি কমেছিল ২৫ শতাংশ। বাজারটিতে বাংলাদেশ তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পোশাকের বাজার হিস্যা ৯ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যখন কমছে, তখন একাধিক প্রতিযোগী দেশ ভালো করছে। এই বাজারে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক ভিয়েতনাম। চলতি বছরের ৯ মাসে ১ হাজার ১২১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে দেশটি। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তাদের রপ্তানি বেড়েছে ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। বর্তমানে বাজারটির পৌনে ১৯ শতাংশ ভিয়েতনামের দখলে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের পোশাক রপ্তানি গত বছর ২১ শতাংশ কমেছিল। চলতি বছরের প্রথম আট মাসেও দেশটির রপ্তানি কমেছে। তবে সেপ্টেম্বরের শেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ৩৬৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে ভারত। তাদের প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। এই বাজারে ভারত চতুর্থ শীর্ষ রপ্তানিকারক।

একইভাবে কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের পোশাক রপ্তানিও বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে কম্বোডিয়া ২৭৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে এ সময়ে পাকিস্তান রপ্তানি করেছে ১৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৪১ শতাংশ।

করপোরেট সংবাদ

নতুন আবাসন প্রকল্পের জন্য ইস্পাহানি ও এবিসির চুক্তি

এবিসি রিয়েল এস্টেট ও ইস্পাহানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠান দ্য ফ্রি স্কুল স্ট্রিট প্রোপার্টির যৌথ উদ্যোগে ঢাকার মগবাজারে ইস্পাহানি কলোনিতে কমিউনিটি আবাসিক প্রকল্প তৈরি করা হবে। এ জন্য সম্প্রতি বনানীর এবিসি হাউসে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এবিসির গ্রুপের চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র ঘোষ ও ইস্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান ইস্পাহানি চুক্তিতে সই করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এবিসির পরিচালক রাশেদ চৌধুরী, নাশিদ ইসলাম, শ্রাবন্তী দত্ত, সৌগত ঘোষ, ওমর চৌধুরী, ইস্পাহানি গ্রুপের পরিচালক মির্জা আহমেদ ইস্পাহানিসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে বিএস গ্রুপের পেরোল চুক্তি

প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে পেরোল চুক্তি করেছে বিএস গ্রুপ। সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয়ে এই চুক্তি সই হয়। প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম এ চৌধুরী ও বিএস গ্রুপের সামসাদ সুলতানা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাইম ব্যাংকের হেড অব পেরোল ব্যাংকিং অনুপ কান্তি দাশ, বিএস গ্রুপের পরিচালক আকিব হাসনাত, সৈয়দ আবরার জামানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। **বিজ্ঞপ্তি**

হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে এবি ব্যাংকের নতুন বুথ চালু

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নতুন কালেকশন বুথ চালু করেছে এবি ব্যাংক। বুথটির মাধ্যমে হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের সব ধরনের ফি জমা নেওয়াসহ চিকিৎসক, নার্স ও কর্মীদের পেরোল সুবিধা প্রদান করা হবে। বুথটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আফজাল ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন এবি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মিজানুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ **মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, খিলগাঁও ও বসুন্ধরায় বিডিডিএল এর দক্ষিণমুখী ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০১৮, ০১৭৫৫-৫১১০২০।** মো.বু-৬০৪৪৬৫

✱ উত্তরা দক্ষিণমুখী ডুপ্লেক্স রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। ডি-৬০৪৮০২

✱ বারিধারা জে-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৭৭৭৩৪৭১৬। ডি-৬০৪৮০৫

✱ **মিরপুর-১ প্রিন্স বাজারের পেছনে শাহআলীবাগে প্রায় রেডি বিআরবি হোমস নির্মিতব্য অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ১২৩০ বফু ফ্ল্যাট আকর্ষণীয় মূল্যে। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০।** ডি-৬০৩৪৯৬

✱ ইউনিটি ডেভেলপমেন্ট লি. এর নির্মাণাধীন স্কয়ার হাসপাতালের পেছনে ১৬৫০ বফু ঢাকা কলেজের বিপরীতে ১১৮৫-১২২০ বফু ও মালিবাগ ডিআইটি রোডে ১৩৫০-১৪৯০ বফু নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ও ২৬৫০ বফু বাণিজ্যিক স্পেস বিক্রয় হবে। ০১৭১৪৭৯৫৩১৪। সি-৬০৪৩২২

✱ **মোহাম্মদপুর আদাবর থানার পিছনে বাইতুল আমানে ১৫৫০ এর এক ইউনিটের রেডি ফ্ল্যাট। মালিক বিদেশগামী। মোবা : ০১৮১৫-৩৩৬৮৬৭।** মহাবু-৬০৪৮৯৩

✱ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুরে ১৬০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০৪৯০৯

✱ ধানমন্ডি কেয়ারিপ্লাজার পাশে ১৯২০ বর্গফুটের ৩ বেডের সুইমিংপুলসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। # ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০৪৯১০

✱ **বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জলসিঁড়ি আবাসনে ১৬নং সেক্টরে কর্নার ও দক্ষিণমুখী আকর্ষণীয় লোকেশনে নির্মাণাধীন ২৮৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫০৩৩৩৩৩৩, ০১৯৬৭৭০০৭০০।** ডি-৬০৪৯১৭

✱ জরুরি ভিত্তিতে মুগদা জেনারেল হাসপাতালের পাশে মুগদা জিরো পয়েন্ট ১২৫০ বর্গফুটের নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৩১০-৩২০৮৬১। ডি-৬০৪৯২০

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ী ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০৪৯২১

✱ ধানমন্ডিতে ২৫৮০ বর্গফুটের রুচিসম্মত অত্যাধুনিক ০৪টি বেডরুমের, ২টি পার্কিংসহ ও দক্ষিণমুখী ব্র্যান্ডনিউ রেডি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩২৫২৫০১। ডি-৬০৪৯১৪

পাত্রী চাই

✱ কানাডার ভ্যানকুভারে অবস্থানরত ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এ/ও লেভেল (২৮-৫´-৮´´), সিটিজেনপ্রাপ্ত, পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৪৯৬৬

✱ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের একমাত্র পুত্র বিএসসি (ইইই) বুয়েট পিএইচডি আমেরিকা আমেরিকা গ্রিন হোল্ডার (৩৫-৫´-১০´´) ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০৪৯৬১

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছোট পরিবার আমেরিকা পিএইচডিরত বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার অভিজাত এলাকার স্থায়ী (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের # ০১৩২৪২৪৭৩১৭। ডি-৬০৪৯৬২

✱ আর্মির ক্যাপ্টেন। এসএসসি এইচএসসি ক্যাডেট কলেজ। বিএসসি বিইউপি (২৮-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭। ডি-৬০৪৯৬০

✱ আমেরিকার সিটিজেন ও/এ লেভেল বিএসসি এমএসসি আমেরিকা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (নিউইয়র্ক) অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৩-৫´-৯´´) পাত্র ঢাকায় আর্জেন্ট। মোবাইল : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০৪৯৩৫

✱ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৫´-০´´+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৫´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০৪৭০৫

পাত্রী চাই

বিশিষ্ট শিল্পপতির ছেলে খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য এমবিএ পাশ করা। বয়স ৩২ বৎসর, উচ্চতা ৬ ফুট। সঙ্গত কারণে স্বল্প সময়ে ডিভোর্স পাত্রের জন্য নামাজি, পর্দানশীন, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী চাই। ছেলে পক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

অভিভাবক

মোবাইল : ০১৭১৩-৪০০২৮৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর, সি-ব্লকে, দক্ষিণমুখী কর্নার প্লটে ১৩৭৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি : ০১৭৫৩৮৮৯১৯১, ০১৬১৬১৬৬৬০০। ডি-৬০৪৫৭৩

✱ **বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২১০ বঃফুঃ সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৬।** মো.বু-৬০৪৬৮১

✱ **শুক্রাবাদে গ্যাস সংযোগসহ ১২৩০ ব.ফু., হস্তান্তর মার্চ ২০২৫ ইং, সোবহানবাগ (তল্লাবাগ)-এ ১৪৯৫ ও ১৫২৫ ব.ফু., মগবাজার (মধুবাগ) এ ১০০০-১৫০৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট সুলভ মূল্যে বিক্রয়। ০১৬১৫১২৪৭৯৩, ০১৭১৫১২৪৭৯৩।** ডি-৬০৪৯৩৪

✱ **রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় মালিবাগ মেইন রোডের সন্নিকটে পশ্চিম হাজীপাড়ায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংসহ ১২৫৫-১২৭৫ বর্গফুট। মোবাইল : ০১৭০৩-৪৬২৭২৮, ০১৭০৩-৪৬২৮১২।** ডি-৬০৪৯০১

✱ গাজীপুরের প্রাণকেন্দ্রে রাজবাড়ী রোডের সন্নিকটে নির্মাণাধীন ১৩৫০ ও ১১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট (শুধুমাত্র সনাতনীদের জন্য) সুলভ মূল্যে কিস্তিতে বিক্রয়। ০১৭১২৫৫৩৯০৮, ০১৬৮৭৭৩০৭২০। ডি-৬০৪৯৩৩

✱ **কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১১-২১৮৪৪১, ০১৭১১-২১৮৪১৫।** ডি-৬০৪৯০০

✱ **ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩; ০১৮৪৪৬০০৩৫১।** ডি-৬০৪৭৫৮

✱ দক্ষিণ বাড্ডায় লিংক রোডে বৈশাখী সরণি গেইট সংলগ্ন প্রজেক্টে, ১১৯৫ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৬৭৪-৩৫০৪৭০, ০১৭১৬-৩০৫৬১৪। ডি-৬০৪৮৯৬

✱ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১১-৪১২১৪৬। ডি-৬০৪৮৯৭

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্রান্ডনিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০৪৮৯৮

✱ উত্তরায় ১৬৭০, উত্তর বাড্ডায় ১২৫০, সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০, গেন্ডারিয়ায় ৭/৯৬৫ বর্গফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭২৪-০৭৯৭৯৬, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। ডি-৬০৪৮৯৯

✱ উত্তরা ১৩নং সেক্টরে তিন বেড, ড্রইং, ডাইনিং ১৬০০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। ০১৮৪১-৪১৪১৪৯। ডি-৬০৪৯৩৮

পাত্রী চাই

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৬১৮-৮৭০৬৮৯/০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০৪৯২৮

✱ বিসিএস এডমিন ক্যাডার, অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার এন্ড এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, পোস্টিং ঢাকা, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী। মোবাইল : ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০৪৯২২

✱ আমেরিকান সিটিজেন রেসিডেন্ট ডাক্তার নিউইয়র্ক, ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) এফএসিপি, উচ্চশিক্ষিত পরিবার (৩৪-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০৪৯২৩

✱ এ্যারিজোনা, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন ফ্লোরিডা, ডালাস এবং ওয়াশিংটনে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৪৯০৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস। ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৪৯৫৯

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০৪৯২৯

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"। মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭১০০২। ডি-৬০৪৯৩০

পড়াব

✱ ও লেভেল ম্যাথ/এফপিএম/ এডম্যাথ/ ফিজিক্স এ লেভেল ম্যাথ/এডেক্সেল/ক্যাম্ব্রিজ/মক টেস্ট/ কিউপি সলভ জয়নাল স্যার : ০১৭১১৬২৮৩৩৭। ডি-৬০৪৯৪৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ জলসিঁড়ি, মিরপুর ডিওএইচএস ও সাভার ডিওএইচএসে রেডি ও নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯৯১১৪০২০০, ০১৯৯১১৪০২০১। ডি-৬০৪৯০৪

✱ **বসুন্ধরা এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৭।** মো.বু-৬০৪৬৮২

✱ মিরপুর-১০এ ওয়াসা অফিসের নিকট পার্কিংসহ ১৫৫৮ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৫৭৫০২২৫৩৪। ডি-৬০৪৯৩১

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার নির্মিত ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণারে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। মোবাইল : ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০৪৭৬৩

✱ **২২০৫ বর্গফুটের নির্মাণাধীন বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। ঠিকানা বসুন্ধরা ব্লক-আই। ০১৯৩৯৯১৯৮০২, ০১৯৩৯৯১৯৮০১।** ডি-৬০৪৬৫৯

✱ লালমাটিয়া জি-ব্লক ২২০০ ৪ বেড ২টি পার্কিংসহ, ডি-ব্লক ১৪৯৫, এফ-ব্লক ১৫৬০ ১টি পার্কিং ও ৮৬৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০৪৭৬৪

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ও ৮/এ ২৬৩০ ব.ফু. পার্কিংসহ সামনে ৪ বেডের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। মোবা : ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৬০৪৭৬৫

✱ **বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ ৩৮৪০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট ব্রান্ডনিউ ৪ বেড ২ পার্কিং জরুরী বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬।** টিবু-৬০৪৫৭৯

✱ উত্তরা ৩নং সেক্টরের ৪ নং (৬০ ফুট) রোডে, ৩২০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি পূর্বমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫। টিবু-৬০৪৬৮৪

✱ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। ডি-৬০৪৬৫৭

✱ উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরে ৬০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন তিন কাঠার আকর্ষণীয় প্লট বিক্রয় করা হবে। মোবাইল : ০১৬০১-২০০৭৭৭। মো.বু-৬০৪৬৪৩

পাত্র চাই

✱ ঢাকায় সেটেল্ড স্কুল শিক্ষকের কনিষ্ঠ কন্যা (৫´-২´´+২৭) সুন্দরী বিএসসি ফিজিক্স জবি, এমএস বুয়েট। লেকচারার সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি। অভিভাবকগণ। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৪৯৫১

✱ অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা কানাডায় গ্র্যাজুয়েট। কানাডায় সিটিজেন (৩০-৫´-৩´´) উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র। মোবাইল : ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৪৯৬৫

✱ পররাষ্ট্র (৩৪-৫´-৮´´) বাংলাদেশ ব্যাংক (৩৬-৫´-৮´´) বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫´-৮´´) কাস্টমস (৩৩-৫´-৯´´) ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। মোবা : ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৪৯৬৩

✱ বিএসসি বুয়েট এমএসসি আমেরিকা গ্রীন হোল্ডার বাবা উচ্চপদে কর্মরত ঢাকায় বসবাসরত (২৫-৫´-৪´´) ছোট পরিবার সুশ্রী পাত্রীর। মোবা : ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৪৯৬৪

✱ ডাক্তার আমেরিকার সিটিজেন পিতামাতাসহ আমেরিকায় সেটেল্ড সুন্দরী (৫´-৪´´-২৪) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবা : ০১৭১২-৭৭৯৬২০, alammoudud@gmail.com ডি-৬০৪৯২৬

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন এবং পিএইচডি (২৭-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র চাই। # ০১৯০৭-৫৫০৩৬১/০১৭৮০-৪১৪৮৯৭। ডি-৬০৪৯২৭

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল, ফাইনাল ইয়ার, উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (২৩-৫´-৪´´) ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০৪৯২৪

✱ সপরিবারে কানাডিয়ান সিটিজেন ভালো জবে আছেন, গ্র্যাজুয়েশন টরেন্টো ইউনিভার্সিটি (২৪-৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর কানাডা/দেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। মোবাইল : ০১৭৪৭৯৬১১৮০। ডি-৬০৪৯২৫

✱ কানাডার মন্ট্রিয়াল অটোয়া, টরেন্টো, ভ্যানকুভার ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি মেলবোর্ন ক্যানবেরা ও পার্থে বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পাত্রীদের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৪৯০৮

জমির শেয়ার বিক্রয়

✱ রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২-এ ৩০০ ফিটের সাথে এবং লেকের পাশে ১০ কাঠা জমিতে ২২২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০৪৯১৬

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কে-ব্লকে ৫৫ লক্ষ টাকায় ৮ কাঠা জমিতে ১৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের ২টি শেয়ার বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০৪৯১৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মিরপুর-২-এ চেতনা মডেল একাডেমী স্কুলের সন্নিকটে ১৪৬২ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮১৯৫০১৬৪৬, ০১৭১৭৬৮৪৩৯৩। এসবি-৬০৪৯৬৭

✱ **মালিবাগে আবুল হোটেলের পিছনে ও বাগান বাড়িতে বিডিডিএল-এর ১০৩০-১৩০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭১৩-৫০২৪৭৬, ০১৭১৩-৫০২৩৯২।** মো.বু-৬০৪৪৬৭

✱ **সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধায় আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং-এ চমৎকার লোকেশনে নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ প্রায়রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১৩০০, ১৩৬০, ১৫৮০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৪, ০১৭৬২৬৮৫১২৩।** ডি-৬০৪৬৬০

✱ **বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্লাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩।** ডি-৬০৪৭৬০

✱ মোহাম্মদপুরে এখনই বসবাসযোগ্য দক্ষিণমুখী ১৪৪৩, ১৩৮৫ ও ১৩৩৮ বর্গফুটের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০১৯৭৫০। মো.বু-৬০৪৬৪৪

✱ মোহাম্মাদীয়া হাউজিং লি., নবোদয়, বাইতুল আমান হাউজিং লি. ও আদাবরে কর্ণার ও দক্ষিণমুখী (৮৯০-১৮২০ ব.ফু.)-এর ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৮১০-০৩২৫১২, ০১৮১০-০৩২৫১৪। মো.বু-৬০৪৪৬৮

✱ শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মাদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ ব.ফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০-০৩২৫১৫, ০১৮১০-০৩২৫১০। মো.বু-৬০৪৪৬৯

✱ উত্তরা ১০নং সেক্টরে, দক্ষিণমুখী ২য় তলায় ২ বেড, ২ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেনসহ ১০০০ বফু সম্পূর্ণ নতুন ২টি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১২৫৩১১১৮।

ভাড়া হবে

✱ **ফ্ল্যাট :** নিকেতন সি-ব্লকে লেকপাড়ে ২৮০০ বর্গফুটের হাতিরঝিলভিউ ৪ বেড, ৫ বাথ, ৬ বারান্দা, ২ কার পার্কিং, গ্যাস লাইনসহ অত্যাধুনিক আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট ভাড়া। যোগাযোগ : ০১৭১৫০১৭৭৯৩, ০১৭৩৯২৫০৬৯০। মহাবু-৬০৪৮৯৪

✱ **বাড়ি :** মেইন ধানমন্ডিতে ৩৫০০০ বর্গফুটের একটি আধুনিক ৬তলা বাড়ি ভাড়া হবে স্কুল, হাসপাতাল ও অফিসের জন্য। মোবাইল : ০১৮২০-১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০৪৮৯৫

✱ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৬টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কারপার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০৪৬৯৭

বাড়ি বিক্রয়

✱ মিরপুর কাজীপাড়ায় ৫ কাঠা জমির উপর ৩ ইউনিটের ৬ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ সরাসরি : ০১৪০৪০৪২০৯০। ডি-৬০৪৯৫০

বিবিধ বিক্রয়

✱ **অফিস স্পেস বিক্রয় : ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায় চালিত মতিঝিল-এ অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫-৫১১০১৯, ০১৭৫৫-৫১১০১৭।** মো.বু-৬০৪৪৬৬

প্লট বিক্রয়

✱ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৮৯৪৯৩৯২২৯। সি-৬০৪৬৫৪

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৯৩৯২৩৭। সি-৬০৪৬৫৫

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন বালি ভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮০১৯৩৫। ডি-৬০৪৬৫৬

✱ পূর্বাচল ৩০০´ ও আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথেই রিহ্যাব/ রাজউক নিবন্ধকৃত বালি ভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪২৯৯৯৭। ডি-৬০৪৯০৫

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৩০০ ফুট রোড সংলগ্ন, সেক্টর-২, রোড- ৩০২ এফ প্রাইম লোকেশনে ৩ কাঠা রেডি বাউন্ডারী প্লট জরুরী বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৩০৬৬৫৮১৪৪। ডি-৬০৪৮৯১

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এন ও পি-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩টি রেডি প্লট ৩, ৮ ও ১০ কাঠা ও জলসিঁড়ি ৪নং সেক্টরে ১৩০ ও ৪০ ফুট রোডে দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট। ০১৭০৮৪২২৩৬১, ০১৭০৮৪২২৩৬২। ডি-৬০৪৯১৫

জমি বিক্রয়

✱ ২১/২ শতাংশ ফ্যাক্টরিসহ পূর্ব ইসদাইর নারায়ণগঞ্জ। মোবা : ০১৮১৯১১৬৭২৯। ডি-৬০৩৬২৫

✱ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ মৌজায় বাংলোবাড়ি/ রিসোর্ট/ বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পাকা রাস্তার পাশে নিষ্কণ্টক জমি বিক্রি হবে। জমিটি মাটির মায়া ইকো রিসোর্ট, রাস রিসোর্ট এবং সি সি ডি বি ক্লাইমেট টেকনোলজি পার্ক এর সন্নিকটে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। জমির পরিমাণ ৯৪ ডেসিমাল। যোগাযোগ : ০১৮৬৪৩৩৫৭৭৫। ডি-৬০৪৫১৮

প্লট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিকে এন-ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও পি-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩, ৪ কাঠার প্লট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০৪৯৩৭

✱ **বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৩০০ ফিট রোডের সন্নিকটে ৬ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫০৩৩৩৩৩৩, ০১৭৫০৮৮৮৮৮৮।** ডি-৬০৪৯১২

✱ **(জমির শেয়ার বিক্রয়) বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এম-ব্লকে ২০০ ফিটের সন্নিকটে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা প্লটে (জি+৬) ১৫০০± বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের শেয়ার বিক্রয়। ০১৭১৭৩০২৭৯৭, ০১৬০১২০০৭৭৭।** যাবু-৬০৪৯৩৬

✱ জলসিঁড়ি আর্মি হাউজিং ১০০´ রোড ঘেঁষে প্লট কিনুন খুবই স্বল্প মূল্যে বিস্তারিত। মোবা : ০১৯২০-৭৯০৩১১ (এ্যাপোলোসিটি লিমিটেড)। ডি-৬০৪৯০৩

✱ সাভারে ট্যানারির উত্তরে এখনই বাড়ী করার উপযোগী আধুনিক ল্যান্ড প্রজেক্টে ২.৫-১/২ বিঘার প্লট। যোগাযোগ : ০১৭১৫-৩৫৮৮৯৭। ডি-৬০৪৯০২

✱ পূর্বাচল ২৭ নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৮২। টিবু-৬০৪৬৮৭

বিবিধ

✱ **পিস্তল ক্রয়-বিক্রয় :** নতুন শর্টগান রিভারভাল, রাইফেল ক্রয়-বিক্রয় মেরামত। আহম্মদ ফায়ার আর্মস কোম্পানি। বাইতুল মোকাররম সুপারমার্কেট। ৯৫১৩৪৭৫, ০১৭১১-৫৩৪২৬৩। ডি-৬০৪৯১৩

✱ **জমি ক্রয় : পূর্বাচল মিরের বাজার-পিপুলিয়া-কালিগঞ্জ বাজার, কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল রোড সংলগ্ন এলাকায় ১-২ বিঘা নিষ্কণ্টক জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্যদের যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হলো। ০১৮৫২-৬৮৭৬৫২ (বিকাল ৪টা-রাত ৯টা)।** ডি-৬০৪৪৯৭

✱ **রিসোর্ট শেয়ার মালিকানা :** ঢাকার সন্নিকটে আলোকিত জহির রিসোর্ট শেয়ারে ১.৫ লাখ টাকায় জমির মালিকানাসহ মাসে আকর্ষণীয় লভ্যাংশ পরের মাস থেকেই। ১৬ বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আলোকিত শিশু। ০১৭০৬০৩৫২৩৩। ডি-৬০৪৯১৯

জমি বিক্রয়

এখনই বিনিয়োগের সঠিক সময়

মোহাম্মদপুর- বসিলা রোড সংলগ্ন

একক / শেয়ারে রেডি জমি কিনুন এবং এখনই আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবন নির্মান করুন। ২০´,৩০´ ও ১০০´ রোডের সাথে ৫,১০,২০,৪০,৬০ ও তদুর্দ্ধ কাঠার জমি বিক্রয়।

যোগাযোগ ঃ 01708149968,01708149976

বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

(বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি)

১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি, শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ফ্যাকাল্টিসমূহের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছুক বাংলাদেশের নাগরিকদের কাজ থেকে নির্ধারিত ফরমে **অনলাইনে** আবেদন আহবান করা যাচ্ছ যে সকল শিক্ষার্থী ২০২১ অথবা ২০২২ সালে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় এবং ২০২৩ অথবা ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল সে সকল শিক্ষার্থী ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা	১। ফ্যাকাল্টি অব আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স • বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি • বিএসসি (অনার্স) ইন্ মেরিন ফিশারিজ (ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম G.P.A- 4.00 সহ উত্তীর্ণ হতে হবে। (খ) উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় গণিত, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন ২টিতে "A" Grade এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে নূনতম "B" Grade থাকতে হবে। (গ) ইংরেজি মাধ্যম এর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে-O-Level এ গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন সহ ন্যূনতম পাঁচ (০৫) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। (দুই) ০২ এর অধিক বিষয়ে "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। (ঘ) A-Level এ গণিত, জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানসহ ন্যূনতম তিন (০৩) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। একের অধিক "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।	৩। ফ্যাকাল্টি অব মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি • এলএলবি (অনার্স) ইন্ মেরিটাইম ল' (ক) যেকোন শাখা হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম G.P.A- 3.5 সহ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সকল বিষয়ে ন্যূনতম "B" Grade থাকতে হবে। (খ) ইংরেজি মাধ্যম এর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে-O-Level এ ন্যূনতম পাঁচ (০৫) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। (দুই) ০২ এর অধিক বিষয়ে "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। (গ) A-Level এ ন্যূনতম দুই (০২) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। একের অধিক "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
	২। ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি • বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং (ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের এবং মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম G.P.A- 4.00 সহ উত্তীর্ণ হতে হবে। (খ) উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিত এ চারটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন ২টিতে "A" Grade এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে নূনতম "B" Grade থাকতে হবে। (গ) ইংরেজি মাধ্যম এর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে-O-Level এ গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন সহ ন্যূনতম পাঁচ (০৫) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। (দুই) ০২ এর অধিক বিষয়ে "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। (ঘ) A-Level এ গণিত, রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানসহ ন্যূনতম তিন (০৩) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। একের অধিক "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।	৪। ফ্যাকাল্টি অব শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন • বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস্ (ক) যেকোন শাখা হতে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের এবং মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম G.P.A- 3.5 সহ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সকল বিষয়ে ন্যূনতম "B" Grade থাকতে হবে। (খ) ইংরেজি মাধ্যম এর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে-O-Level এ গণিত সহ ন্যূনতম পাঁচ (০৫) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। (দুই) ০২ এর অধিক বিষয়ে "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। (গ) A-Level এ ন্যূনতম দুই (০২) টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হবে। একের অধিক "C" Grade আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি	ক. ফ্যাকাল্টি অনুযায়ী বিষয়সমূহ: • আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স এর জন্য- ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান। • ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এর জন্য- ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং আইসিটি। খ. পরীক্ষার পদ্ধতি- নৈর্ব্যক্তিক। গ. সময়- ৯০ মিনিট এবং পূর্ণমান- ১০০।	ক. ফ্যাকাল্টি অনুযায়ী বিষয়সমূহ: • মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি এবং শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর জন্য- ইংরেজি, আইসিটি, Analytical Ability & Critical Reasoning এবং গণিত/হিসাববিজ্ঞান/সাধারণ জ্ঞান। খ. পরীক্ষার পদ্ধতি- নৈর্ব্যক্তিক। গ. সময়- ৯০ মিনিট এবং পূর্ণমান- ১০০।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ	• অনলাইনে আবেদনের সময়সীমা : ১০ নভেম্বর ২০২৪ - ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ • যোগ্য পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ • Admit Card উত্তোলনের সময়সীমা : ১৫ - ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ • ভর্তি পরীক্ষা : ২০ - ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ • ক্লাশ আরম্ভ (সম্ভাব্য) : এপ্রিল ২০২৫	
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়	ফ্যাকাল্টি অব মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি	২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি, শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে ১১:৩০ ঘটিকা
	ফ্যাকাল্টি অব শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন	২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি, শুক্রবার বিকাল ১৫:০০ ঘটিকা হতে ১৬:৩০ ঘটিকা
	ফ্যাকাল্টি অব আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স	২১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি, শনিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে ১১:৩০ ঘটিকা
	ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	২১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি, শনিবার বিকাল ১৫:০০ ঘটিকা হতে ১৬:৩০ ঘটিকা
আবেদন ফি	প্রতি ফ্যাকাল্টি-এর জন্য আবেদন ফি ৮০০/- (প্রসেসিং ফি সহ টাকা আটশত মাত্র)। নির্ধারিত আবেদন ফি মোবাইল ব্যাংকিং (নগদ/বিকাশ/রকেট/মাই ক্যাশ/টি-ক্যাশ ইত্যাদি) এবং ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড (VISA, Master Card) এর মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।	
আবেদন পদ্ধতি	**আবেদনকারীকে নির্ধারিত ওয়েবসাইট (applyonline.bsmrmu.edu.bd) এর মাধ্যমে ১০ নভেম্বর ২০২৪ হতে ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (www.bsmrmu.edu.bd)।**	
ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র	ভর্তি পরীক্ষা নিম্নবর্ণিত ০৫ টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে (ভর্তি আবেদন ফর্মে পছন্দের কেন্দ্র উল্লেখ করতে হবে)। (ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) রংপুর (ঘ) খুলনা (ঙ) রাজশাহী	
প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্যের জন্য	মোবাইল: ০১৭৯৯-১০১০১৫ (সহকারী অধ্যাপক, ওশানোগ্রাফি), ০১৭২১-১২২৫৮৮ (প্রভাষক, নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং), ০১৭৩৬-০১১২২৯ (সহকারী অধ্যাপক, পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস্), ০১৭৫১-২১১২২২ (প্রভাষক, এলএলবি) ও ০১৭৫০-১১২২৫০ (প্রভাষক, মেরিন ফিশারিজ)	
অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য	০১৮৪৭-১৯৮৯৫৭, ০১৭৮০-৪৪৬৩৩০ (সফটওয়্যার সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান), ০১৮২৭-২৬৭৪৮৫ (প্রোগ্রামার, বিএসএমআরএমইউ) ইমেইল: admissioninfo@bsmrmu.edu.bd	
ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য	০১৭০০-৮৩৭৮৮৭ (সদস্য সচিব) ওয়েবসাইট: www.bsmrmu.edu.bd (উক্ত ওয়েবসাইটে ভর্তি এবং ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি জানার জন্য FAQ with Answer ও Prospectus দেওয়া আছে)	
বিশেষ দ্রষ্টব্য:	**প্রোগ্রাম ও ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মোবাইল নম্বরসমূহ সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত চালু থাকবে।**	

Government of The People's Republic of Bangladesh

Local Government Engineering Department

Office of the Upazila Engineer

Bauphal, Patuakhali

lged.bauphal.patuakhali.gov.bd

Memo No: 46.02.7838.000.14.001.24-886 — Date : 07-11-2024

Invitation for Tender (Works)

e-Tender Notice (REVENUE) No: 01/2024-2025 (PART-1)

e-Tender is invited in the National e-Government Procurement (e-GP) system portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of the following works which details are given below.

SL No	Tender ID No	Package No	Tender Publication Date & Time	Tender Closing/Opening Date & Time	Tender Method
1.	1030021	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-001	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
2.	1030037	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-002	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
3.	1030038	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-003	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
4.	1030040	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-004	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
5.	1030041	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-005	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
6.	1030043	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-006	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
7.	1030045	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-007	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
8.	1030071	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-008	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
9.	1030072	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-010	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
10.	1030073	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-011	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
11.	1030074	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-012	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM
12.	1030075	e-Tender/Revenue/ADP/PTK/BAU/2024-25/W-013	06-11-2024 16.00	21-11-2024 12.00	NCT, LTM

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, Registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.

The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited through any registered Banks branches. Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd)

(Shyamal Kumar Gain)
Upazila Engineer
LGED
Bauphal, Patuakhali
e-mail: ue.bauphal@lged.gov.bd

শীর্ষে পোলিশ সিরিজ

নেটফ্লিক্সের অ-ইংরেজিভাষী সিরিজের তালিকার শীর্ষে রয়েছে পোলিশ সিরিজ *গো অ্যাহেড, ব্রাদার*। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

ভিকির পরিচালনায় মম

ওয়েব সিরিজ *চক্র* নিয়ে আলোচনায় ভিকি জাহেদ। এই পরিচালকের নতুন নাটকে অভিনয় করলেন জাকিয়া বারী মম। তবে এটি নিয়ে এর বেশি কোনো তথ্য দিতে চান না এই অভিনয়শিল্পী। জানালেন, সম্প্রতি ভিকির নতুন এই কনটেন্টের শুটিং শেষ করেছেন। **গল্পটা ভালো লাগার কারণেই কাজটি করতে সম্মত হয়েছেন। নাটকের** নাম **চূড়ান্ত হয়নি। বিনোদন ডেস্ক**

মম। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

১০ বছর পর

মুক্তি পেল অজয় দেবগন অভিনীত *নাম*-এর ট্রেলার। অ্যাকশন-থ্রিলারধর্মী ছবিটি পরিচালনা করেছেন আনিস বাজমি। ২০১৪ সালে এই ছবির শুটিং হয়। ছবিতে দেখা যাবে, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে অজয় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক সফরে বের হয়েছেন। ছবিতে অজয় ছাড়াও আছেন সামিরা রেড্ডি, ভূমিকা চাওলা ও রাহুল দেব। ছবিটি ২২ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে। **প্রতিনিধি,** মুম্বাই

নাম-এর পোস্টারে অজয়

চার্লি পুথের নতুন গান

'ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফাইভ' শিরোনামে নতুন একটি হলিডে গান প্রকাশ করেছেন মার্কিন গায়ক চার্লি পুথ। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত গানটি শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিয়ে করেছেন পুথ। **বিনোদন ডেস্ক**

চার্লি পুথ। ছবি : শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

আট বছর পর

১৬ বছর ধরে দেশের বাইরে কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। মাঝখানে এক-দুবার দেশে এলেও বেশি দিন থাকা হয়নি। এবার টানা দীর্ঘ আট বছর পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরছেন বেবী নাজনীন। ১০ নভেম্বর বেবী নাজনীন দেশে ফিরবেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সাড়ে চার দশকের ক্যারিয়ারে আধুনিক সংগীতের অর্ধশতাধিক একক অডিও অ্যালবামসহ অনেক দ্বৈত অডিও অ্যালবামে গান গেয়েছেন এই শিল্পী। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশেষ শ্রেণির তালিকাভুক্ত বেবী নাজনীন চলচ্চিত্র ও অডিও মাধ্যমে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের।
বিনোদন ডেস্ক

বেবী নাজনীন। শিল্পীর সৌজন্যে

নতুন ট্রিলজি

স্টার ওয়ারস ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ট্রিলজি আসছে। এটি লিখবেন ও প্রযোজনা করবেন সিমন কিনবার্গ। তবে সিনেমাটিতে কারা অভিনয় করবেন, সেটা জানা যায়নি। কিনবার্গ আগে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির অ্যানিমেশন সিরিজ *স্টার ওয়ারস : রেবেলস*-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। **বিনোদন ডেস্ক**

সিমন কিনবার্গ। ছবি : রয়টার্স

আলাপন

গতকাল পাঁচটি হলে মুক্তি পেয়েছে আহসান সারোয়ারের সিনেমা রংঢং। সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন **সোহেল মণ্ডল**। এটা ছাড়াও অভিনেতার আরও কয়েকটি নাটক সম্প্রতি আলোচিত হয়েছে। কাজসহ নানা প্রসঙ্গে গত বৃহস্পতিবার অভিনেতার সঙ্গে কথা বলেছে 'বিনোদন'।

সিনেমা আটকে থাকা কষ্টের

অভিনন্দন। আপনার অভিনীত নতুন চলচ্চিত্র 'রংঢং' মুক্তি পেল।
আপনার কাছ থেকেই শুনলাম! আসলে প্রায় ৯ বছর আগে শুটিং করেছিলাম। এরপর সেন্সরে আটকে ছিল। বলতে পারেন ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে ভালো লাগছে, অবশেষে সিনেমাটি মুক্তি পেল। সিনেমা আটকে থাকা নির্মাতা থেকে অভিনেতা—সবার জন্যই কষ্টের।

তার মানে মুক্তির আগে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি?
না। তবে তাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু এই সিনেমার একজন অভিনেতা হিসেবে মনে করি, ন্যূনতম সৌজন্যের জায়গা থেকে যোগাযোগ করা উচিত ছিল। আবার মনে হয়, সিনেমাটা যেহেতু ৮-৯ বছর আগের, এটা নিয়ে তাদের মধ্যে সেই আবেদনই হয়তো কাজ করছে না। আমি এটাকে দায়সারা বলব না, এটা বললে সরাসরি নির্মাতাকে দায়ী করা হয়। একজন নির্মাতার কোনো প্রজেক্ট যখন ৮-৯ বছর আটকে থাকে, তাঁর উৎসাহ শেষ হয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কথা শোনা গিয়েছিল, কাজটা কত দূর?
এটা অনুদানের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা *বাকিটা ইতিহাস*। সিংহভাগ শুটিং শেষ। একসঙ্গে পুরো টিমের কিছু ক্লাইমেক্স দৃশ্যের শুটিং বাকি আছে। গল্পটা সুন্দর। নির্মাতা শুভ পাল খুবই যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন। আমরা প্রায়ই অনুদানের সিনেমায় অযত্নের কথা শুনি, কিন্তু আমি ভাগ্যবান; এখন পর্যন্ত যতগুলো অনুদানের সিনেমায় কাজের সৌভাগ্য হয়েছে, সব কটিতেই নির্মাতাদের যত্ন নিতে দেখেছি।

এর মধ্যে শুনলাম 'বনলতা সেন' সিনেমার কাজ শেষ করেছেন। মুক্তি পাবে কবে?
মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের সিনেমাটির শুটিং, পোস্টপ্রোডাকশন—সব শেষ। জুলাই-আগস্টে আমরা প্রচারের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। বছর শেষে মুক্তির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশে তো একটা অভ্যুত্থান হলো, চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি আমাদের হাতের নাগালে ছিল না; এখনো মানুষ যে সিনেমা দেখার জন্য খুব বেশি প্রস্তুত হয়ে আছে, তা-ও আমরা মনে করছি না। তো সেই জায়গা থেকেই আমরা অপেক্ষা করছি। একটা ভালো সময়ের অপেক্ষায় আছি সবাই।

আপনার চরিত্রটি নিয়ে যদি কিছু বলেন…
জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে খুব ভালো একটা সিনেমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক দিনের গবেষণার পর নির্মাতা সিনেমাটি বানিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের পোয়েটিক জার্নিটা দর্শক পর্দায় দেখতে পাবেন। আশা করি, দর্শকদের বেশ ভালো লাগবে। আমি এতে 'মহীন' চরিত্রে অভিনয় করেছি, জীবনানন্দ দাশের 'মহীনের ঘোড়াগুলি' থেকে এই নাম এসেছে। আমার চরিত্র নিয়ে আর বিস্তারিত বলব না। বলা নিষেধ। আমার সঙ্গে খায়রুল বাসারও অভিনয় করেছেন। গল্পে আমাদের দুজনের চরিত্র একে অন্যের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

'মায়ার জঞ্জাল' সিনেমায় অভিনয় করে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন। পশ্চিমবঙ্গেও আপনার কাজ নিয়ে কথা হয়…
ওখানকার দর্শকেরা আমার *তাকদীর*, *বলি*, *আন্তঃনগর*সহ ওটিটির বেশ কিছু কাজ দেখেছেন। এরপর *মায়ার জঞ্জাল* করে ফিল্মফেয়ার পেলাম। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার দর্শকদের কাছে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে।

সেখানে পরবর্তী কোনো কাজ…
কলকাতায় বেশ কিছু বড় কাজে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভিসা-জটিলতায় সেগুলো করা হচ্ছে না। প্রোডাকশন টিমের সঙ্গে আলাপ করে কাজগুলো থেকে সরে এসেছি। এ নিয়ে আর আফসোস করতে চাই না। জীবনে হয়তো এমন সুযোগ আরও আসবে। গত কয়েক মাসে দেশেও তো অনেক কাজ আটকে গেছে।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া আপনার 'সুইচ' নাটকটি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে…
নাটকটি নিয়ে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। নির্মাতা আতিফ আসলাম থেকে আমার সহশিল্পীরা অনেক পরিশ্রম করেছি। মজার ব্যাপার, নাটকটি মুক্তি পেয়েছিল বারফি নামে নতুন একটি ইউটিউব চ্যানেলে। সেখানে কোনো সাবস্ক্রাইবারই ছিল না। এরপরও তিন দিনে নাটকটির ১০ লাখ ভিউ হয়েছে!

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আপনি সক্রিয় ছিলেন। অভ্যুত্থানের পর বিনোদনজগতের সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কাজ কত দূর এগোল?
সত্যি বলতে, কাজের পরিবেশ বা পেশাদারত্বের জায়গাটা নিয়ে আমি বারবার কথা বলব। সবাই মিলে বসে, কীভাবে কাজের পরিবেশ ফেরানো যায়, সেভাবে কাজ করতে হবে। বিএফডিসিকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগানো উচিত। কবিরপুরের ফিল্ম সিটিতে কিছু অবকাঠামো হয়েছে, এটা কীভাবে পুরোপুরিভাবে আরও দ্রুত চালু করা যায়, সে চেষ্টা করা উচিত। আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো যথাযথ ব্যবহৃত হচ্ছে না।

সাক্ষাৎকার : **নাজমুল হক,** *ঢাকা*

সোহেল মণ্ডল। ছবি : অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে

মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি : খালেদ সরকার

ভক্তদের এক দফা, সিদ্ধান্ত নিলেন মেহজাবীন

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্যারিয়ারের শুরুতে রোমান্টিক নাটকের জন্য আলাদা পরিচিতি পান তারকা অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। ধীরে ধীরে বৈচিত্র্যময় চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেন।

এখন চলচ্চিত্রে নিয়মিত। নাটকে টুকটাক দেখা মেলে, তবে তিন বছরের বেশি সময় ধরে রোমান্টিক নাটকে দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তাঁর ভক্তরা সোচ্চার হয়েছেন। অনেকে ফেসবুকে 'এক দফা, এক দাবি; মেহজাবীন আপুকে রোমান্টিক নাটকে চাই' শীর্ষক কার্ড শেয়ার করছেন।

সপ্তাহখানেকের বেশি সময় ধরে এমন দাবি তুলেছেন ভক্তরা। এর মধ্যে রোমান্টিক নাটকের ঘোষণা দিলেন মেহজাবীন। নির্মাতা প্রবীর রায় চৌধুরীর *বেস্ট ফ্রেন্ড ২.০* নাটকে অভিনয় করবেন তিনি। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করবেন জোভান। নাটকটি আগামী বছরের ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পাবে।

২০১৮ সালে *বেস্ট ফ্রেন্ড* নাটকে প্রথমবার প্রবীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। নাটকটি আলোচিত হয়েছিল। পরে *বেস্ট ফ্রেন্ড ২* ও *বেস্ট ফ্রেন্ড ৩* মুক্তি দিয়েছেন নির্মাতা।

গতকাল দুপুরে মেহজাবীন চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অনেক দিন ধরে প্রবীর রায় চৌধুরী বলছিলেন, আমাদের সেই ত্রয়ীকে নিয়ে আবার কিছু করা উচিত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০২৫ সালের ভালোবাসা দিবসে আবারও একসঙ্গে কাজ করার। আমি আশা করি, ২০১৮ এবং পরবর্তী সিরিজের সময় যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছিলাম, এবারও সমান ভালোবাসা পাব।' নির্মাতা প্রবীর রায় চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এ সিরিজ নিয়ে দর্শকের আবেগ রয়েছে। তাই পছন্দমতো গল্প ঠিক করতে না পারায় নতুন সিরিজ আনতে পারিনি। ৪ বছর পর *বেস্ট ফ্রেন্ড* আসছে। আশা করি; কাজটি দর্শকদের ভালো লাগবে।'

এ বছর একক নাটক *তিথিডোর* ও ওয়েব সিনেমা *ফরগেট মি নট* মুক্তি পেয়েছে। মেহজাবীনের প্রথম সিনেমা *সাবা* বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে। কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে *প্রিয় মালতী*।

পর্দায় জাদুবাস্তবতার গল্প

ওটিটি

বিনোদন ডেস্ক

লাতিন সাহিত্যের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী উপন্যাস হুয়ান রুলফোর *পেদ্রো পারামো*। ১৯৫৫ সালে প্রকাশের পরপরই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। এই উপন্যাসকে নিজের লেখালেখির অন্যতম প্রেরণা বলেছেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। এবার সেই জাদুবাস্তবতার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে মেক্সিকোর সিনেমা *পেদ্রো পারামো*। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর ৬ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে রদ্রিগো প্রিয়েতোর সিনেমাটি।

*পেদ্রো পারামো*র প্রসঙ্গে উঠতেই ঘুরেফিরে আবার চর্চায় মার্কেস। তুমুল জনপ্রিয় এই লেখক নাকি হুয়ান রুলফোর উপন্যাসটির দাঁড়ি-কমাসহ মুখস্থ বলতে পারতেন। কেবল মার্কেসই নন, যুগে যুগে বহু স্প্যানিশ লেখকের অন্যতম প্রেরণা এই উপন্যাস। তো কেমন হলো বহুল চর্চিত এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপ।

আগেই বলে নেওয়া যাক, এটিই *পেদ্রো পারামো*র প্রথম চলচ্চিত্র রূপায়ণ নয়। মূল উপন্যাস প্রকাশের ১২ বছর পর *পেদ্রো পারামো* সিনেমা নির্মাণ করেন কার্লোস ভেলো। সেটি ১৯৬৭ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। নতুন ছবিটির ঘোষণা আসে ২০২১ সালে। পরের বছর জানা যায়, সিনেমাটি বানাবেন মেক্সিকান চিত্রগ্রাহক রদ্রিগো পিয়েতো। এটিই তাঁর পরিচালিত প্রথম সিনেমা। এখানে *পেদ্রো পারামো*র চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যানুয়েল গার্সিয়া-রুলফো।

বাবার সন্ধানে মৃতদের গ্রাম কোমালায় এসেছে নায়ক। কে জীবিত, কে মৃত এমন এক ধোঁয়াশার মধ্যে এগিয়ে যায় গল্প। মুক্তির পর থেকে সমালোচকদের প্রশংসা পাচ্ছে সিনেমাটি। রজারইবার্ট ডটকমে সিনেমাটি ৫-এ রেটিং পেয়েছে ৩. ৫। রিভিউতে বলা হয়েছে, নির্মাতা রদ্রিগো প্রিয়েতো চিত্রগ্রাহক। মার্টিন স্করসেজি, অ্যাং লি, আলেহান্দ্রো গঞ্জালেস ইনারিতুর মতো নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। প্রখ্যাত নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ আর সিনেমাটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা তাঁকে পর্দায় ঠিকঠাকভাবে জাদুবাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম *ভ্যারাইটি* অবশ্য ছবিটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। অভিনয়, চিত্রগ্রহণ ভালো হলেও গণমাধ্যমটি মনে করে, সিনেমা হিসেবে ঠিক ক্লিক করতে পারেনি *পেদ্রো পারামো*। 'নির্মাতা পুরোনো দিনের নির্মাণের ধাঁচে এটি বানিয়েছেন, হয়তো সেটা ছবির মেজাজের সঙ্গে যায়; কিন্তু দর্শকের চাওয়া পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনি।' বলছে *ভ্যারাইটি*।

সিনেমাটি মুক্তির আগে সাক্ষাৎকারে নির্মাতা রদ্রিগো প্রিয়েতো বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব মূল উপন্যাসের কাছাকাছি থাকতে। সিনেমায় প্রচুর সংলাপ আছে, যেগুলো হুবহু বই থেকে নেওয়া; এখানে শিল্পীদের ইম্প্রোভাইজেশনের তেমন জায়গা ছিল না। আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সিনেমাটি দেখে যেন কারও কৃত্রিম মনে না হয়।'

*পেদ্রো পারামো*র দৃশ্য। ছবি : নেটফ্লিক্স

কনসার্টের নতুন তারিখ

বিনোদন ডেস্ক

গত অক্টোবরে কনসার্ট হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তার শঙ্কায় বাতিল করা হয় 'ঢাকা রেট্রো' কনসার্ট। আয়োজক ব্লু ব্রিক কমিউনিকেশন জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে স্থগিত হওয়া কনসার্টটি। রাজধানীর ইসিবির সেনা প্রাঙ্গণ মিলনায়তনে এই কনসার্টে গাইবেন জেমস ও নগরবাউল, আর্ক, মাইলস, বাপ্পা মজুমদার ও দলছুট, অনি হাসান এবং আইয়ুব বাচ্চু ট্রিবিউট।

কনসার্টের পোস্টার

'আওয়াজ উড়া' কনসার্ট

গণ-অভ্যুত্থানের গান নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় 'আওয়াজ উড়া' শীর্ষক কনসার্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ। শুরুতেই সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পীরা। এদিন যিন ব্রাদার্স, আহমেদ হাসান, এফ মাইনর, ডিমোক্রেজি ক্লাউনসের ইলাসহ আরও অনেকে গেয়েছেন। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক মেহজাবীন রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে শহীদ তাহীর জামান প্রিয়র মা শামসী আরা জামান এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মোহাম্মদ আশরাফুল। ছবি : শিল্পকলা একাডেমির সৌজন্যে

আবার ভূত হয়ে আসছেন অমিতাভ

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

ভূতনাথ ছবির সেই নোংরা, লম্বা ভূতকে নিশ্চয় মনে আছে। মেজাজ খিটখিটে হলেও তাঁর মনটা ভালো। ছবিতে 'ভূতনাথ'-এর ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চনকে দেখা গিয়েছিল। *ভূতনাথ ৩* সিনেমায় আবার ভূত হয়ে সবাইকে হাসাতে আসছেন 'বিগ বি'। সঙ্গে ভয়ও যে দেখাবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সিকুয়েলে শাহরুখ খানকেও দেখা যাবে বলে গুঞ্জন।

ভূতনাথ ফ্র্যাঞ্চাইজিটি সব সময়ই দর্শকের ভালোবাসা পেয়ে এসেছে। বিশেষ করে 'ভূতনাথ' চরিত্রে অমিতাভ ছেলে-বুড়ো সবারই প্রিয়। তাই নির্মাতারা *ভূতনাথ ৩* আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন এই সিকুয়েল ছবির চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। জানা গেছে, ভূষণ কুমার ও বিআর ফিল্মস এক নতুন গল্পের সঙ্গে 'ভূতনাথ'-কে পর্দায় জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছবিটির অভিনয়শিল্পীদের নির্বাচন এখনো হয়নি। কিন্তু অমিতাভ বচ্চন আর শাহরুখ খান আবার একসঙ্গে ফিরবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত নির্মাতারা। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তিতে ছোট ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল শাহরুখকে। তৃতীয় পর্বে নির্মাতারা নাকি 'কিং খান'কে বড়ভাবে আনার কথা ভাবছেন। তবে এই ছবির চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হলেই নির্মাতারা এ ব্যাপারে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেবেন। ২০২৫ সালে এই সিকুয়েল ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা। আর ২০২৬ সালে সম্ভবত ছবিটি মুক্তি পাবে।

চলতি বছর *মুনজ্যা*, *স্ত্রী ২*, *ভুলভুলাইয়া ৩*-এর মতো হরর বা হরর-কমেডি সিনেমা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেটা দেখেই সম্ভবত নির্মাতারা এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে আবার ফিরিয়ে আনতে চলেছেন।

২০০৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল বিবেক শর্মা পরিচালিত *ভূতনাথ*। এই ছবিতে অমিতাভ ছাড়া ছিলেন জুহি চাওলা। এর ছয় বছর পর, অর্থাৎ এসেছিল নিতেশ তিওয়ারির *ভূতনাথ রিটার্নস*। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে রণবীর কাপুরকেও অতিথি চরিত্রে দেখা গিয়েছিল।

অমিতাভ বচ্চন। ছবি : এএনআই

“ওর বোলিং সবাই পছন্দ করে। শুধু পাকিস্তানের সমর্থকেরাই নয়, সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

মোহাম্মদ রিজওয়ান
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডের ম্যাচসেরা হারিস রউফকে নিয়ে তাঁর অধিনায়ক

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচ

দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারলে সিরিজই হেরে যাবে বাংলাদেশ। টিকে থাকতে হলে শারজায় আজ জয়ের বিকল্প নেই।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তিন ম্যাচের সিরিজ। প্রথম ম্যাচে হারের পর প্রশ্নটা এখন অবধারিত—শারজায় আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে বাংলাদেশ কি পারবে সিরিজে সমতা ফেরাতে?

গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটি বাদ দিলে প্রতি সিরিজেই বাংলাদেশ দলের একই দশা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে অতীত রেকর্ড আর প্রিয় ওয়ানডে সংস্করণ বলে শারজায় প্রথম ম্যাচে স্বস্তিতে ফেরার আশা ছিল। ফলাফল কী, তা তো সবারই জানা।

শারজায় আজ দ্বিতীয় ম্যাচে হারলেই সিরিজ শেষ বাংলাদেশের, জিতলে ফিরবে সমতায়। তখন ১১ নভেম্বরের শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ের স্বপ্নও দেখা যাবে; কিন্তু তার আগে আজ সিরিজে ফেরার কাজটাই যে কঠিন! একে তো ব্যাটসম্যানদের ব্যাটে বড় রান নেই, সঙ্গে প্রথম ম্যাচে পাওয়া চোটে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন মুশফিকুর রহিম, দেশে ফিরে আসতে পারেন আজই। মিডল অর্ডারে তাই শূন্যতা থেকেই যাবে। অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ সেটি কতটুকু পূরণ করতে পারবেন, প্রথম ম্যাচে রশিদ খানের বলে তাঁর আউটের ধরনই জাগাচ্ছে সে সংশয়।

উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মুশফিকের জায়গায় আজ খেলাতে হবে জাকের আলী কিংবা জাকির হাসানকে। দলে এ দুজনই উইকেটকিপার আছে এখন। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ও সাম্প্রতিক ফর্মে এগিয়ে থাকায় জাকের আলীরই হয়তো আজ খেলার সম্ভাবনা বেশি। সেটি হলে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে যাবে তাঁর।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের একটি অতীত পরিসংখ্যানও এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১৭ ম্যাচে ১১টিতে জিতলেও প্রথম ম্যাচ হেরে বাংলাদেশ কখনো সিরিজ জিততে পারেনি তাদের বিপক্ষে। ২০২৩ সালে চট্টগ্রামে দুই দলের সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচেও হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের শক্তি একদিক দিয়ে বাড়ছেও। ভিসা জটিলতায় প্রথম ওয়ানডের আগে দলে যোগ দিতে না পারা পেসার নাহিদ রানা ও স্পিনার নাসুম আহমেদ দলে যোগ দিয়েছেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর প্রথমবার ওয়ানডে দলে এলেন নাসুম। আর ফাস্ট বোলার নাহিদ রানা তো এবারই প্রথম ওয়ানডে দলে ডাক পেলেন।

> আমাদের এখনো সুযোগ আছে। একটা ম্যাচ হেরেছি, এখনো দুটি ম্যাচ আছে। আমরা যেহেতু একটু ব্যাকফুটে আছি, পরের ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **মেহেদী হাসান মিরাজ**

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে ভুগছে বাংলাদেশ দল। আশা যা একটু ওয়ানডে নিয়ে। এই সিরিজের আগে খেলা সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজও বাংলাদেশই জিতেছিল। আফগানিস্তানের কাছে সিরিজ হার সেই স্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বিঁধবে নিশ্চিত। সে রকম পরিস্থিতি এড়াতে আজ নাজমুল ও মেহেদী হাসান মিরাজদের নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব, যেটা তারা পারেননি সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে। সেই ম্যাচে ২৩ রানে শেষ ৮ উইকেট হারানোর ধসটা শুরু হয়েছিল অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের আউট দিয়ে। এরপর ভালো শুরু করেও দলকে ১৩২ রানে রেখে ফিরে যান মিরাজ।

দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে কাল সংবাদ সম্মেলনে মিরাজও স্বীকার করেছেন, ম্যাচটা তাঁদের শেষ করে আসাই উচিত ছিল, ‘দুজন যেভাবে থিতু হয়ে গিয়েছিলাম, একজনের শেষ করা উচিত ছিল। আমি শান্তকে (নাজমুল) বারবার বলছিলাম, আমাদের দুজনেরই যেহেতু সমস্যা হচ্ছে খেলতে, তাই পরের ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক কঠিন হবে।’

তবে সিরিজে ফেরার ম্যাচ নিয়ে মিরাজ আশার কথাও শুনিয়েছেন, ‘আমাদের এখনো সুযোগ আছে। একটা ম্যাচ হেরেছি, এখনো দুটি ম্যাচ আছে। আমরা যেহেতু একটু ব্যাকফুটে আছি, পরের ম্যাচটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

আজকের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই সিরিজের জন্য নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্যই শারজার দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আরাধ্য হয়ে উঠেছে জয়। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতে আসার পর গত দুই মাস ধরে নানা পরিবর্তন আর বিতর্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। সম্প্রতি মাঠ থেকেও সুবাতাস হারিয়ে গিয়ে ভর করেছে অস্বস্তির গুমোট হাওয়া। বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রাণ ফেরাতেই তাই আজকের ম্যাচটা জিতে সিরিজ জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হবে নাজমুল হোসেনের দলকে।

হারিস রউফের আরও ১টি উইকেট, তাঁকে নিয়ে অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানের উদ্‌যাপন। ২৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেট নিয়ে অ্যাডিলেডে ম্যাচসেরা হয়েছেন রউফ। ছবি : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াকে দাঁড়াতেই দেয়নি পাকিস্তান

সিরিজে সমতা

খেলা ডেস্ক

মেলবোর্নে প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে ২০৩ রানে অলআউট করে দিয়েছিলেন মিচেল স্টার্করা। হয়তো এ কারণেই কাল অ্যাডিলেড ওভালে পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বনিম্ন ১৬৩ রানে অলআউট হয়েও আশা দেখছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু হারিস রউফের ৫ উইকেটের পর আবদুল্লাহ শফিক ও সাইম আইয়ুবের উদ্বোধনী জুটিতে ১৪১ বল হাতে রেখে জিতে যায় পাকিস্তান। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৯ উইকেটের জয়ে সিরিজে ফিরেছে পাকিস্তান। শেষ ওয়ানডে আগামীকাল।

দশম ওভারের শেষ ২ বলে জশ হ্যাজলউডকে টানা দুই চার মেরে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের শুরুটা করেন শফিক। তবে রানের গতি বাড়ান আইয়ুব। জাম্পার বলে হ্যাজলউডের ক্যাচ হয়ে থামে আইয়ুবের ৮২ রানের ইনিংস। ৭১ বলের ইনিংসে ৬ ছক্কার সঙ্গে ছিল ৫টি চার। ১৩৭ রানে উদ্বোধনী জুটির পর পাকিস্তানের জয় ছিল সময়ের ব্যাপার। শফিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে যা সহজেই এনে দেন বাবর।

২৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ধস নামিয়েছিলেন হারিস রউফ। শাহিন আফ্রিদি নেন ২৬ রানে ৩ উইকেট। ৬টি ক্যাচ নিয়ে এক ম্যাচে উইকেটকিপারদের সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন রিজওয়ান। অবশ্য জাম্পার ক্যাচ মিস না করলে বিশ্ব রেকর্ডটা একারও করে নিতে পারতেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩৫ ওভারে ১৬৩ (স্মিথ ৩৫, শর্ট ১৯, জাম্পা ১৮, ইংলিস ১৮; রউফ ৫/২৯, আফ্রিদি ৩/২৬)।
পাকিস্তান : ২৬.৩ ওভারে ১৬৯/১ (সাইম ৮২, শফিক ৬৪*, বাবর ১৫*; জাম্পা ১/৪৪)।
ফল : পাকিস্তান ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : হারিস রউফ।

বিসিসিআইকে কড়া বার্তা নাকভির

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

খেলা ডেস্ক

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে আসতে হবে—কথাটা বারবারই বলে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) বলছে একই কথা—কোনোভাবেই পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে দল পাঠাবে না তারা। দুই বোর্ডের এই বাগ্‌যুদ্ধের কারণে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় আগামী ফেব্রুয়ারির চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত আদৌ খেলবে কি না, খেললে কোথায় হবে তাদের ম্যাচগুলো।

বিসিসিআইয়ের অনড় অবস্থানের সর্বশেষ ঘোষণা শুনে পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবার হুমকির সুরেই কথা বলেছে। লাহোরে কাল তিনি সাংবাদিকদের যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায় এ রকম—ভালো কথা তাঁরা অনেক বলেছেন, ভালো ব্যবহারও করেছেন। তবে সব সময় এত ভালো ব্যবহার তাঁরা করবেন না।

মূলত ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের এক খবরের পরই নাকভির এমন প্রতিক্রিয়া। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন এক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতের পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া খবর দিয়েছে যে বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাবে না।

টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, ‘আমাদের ম্যাচগুলো দুবাইয়ে আয়োজন করার বিষয়টি তাদের (পিসিবি) আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছি।’ এ ছাড়া আরেকটি সূত্রকেও তারা উদ্ধৃত করেছে এভাবে, ‘পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ নিয়ে বিসিসিআই উদ্বেগের কথা জানিয়েছে (পিসিবিকে)। তারা ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চায় এবং ভারতের খেলা আয়োজনের জন্য দুবাই খুব ভালো জায়গা।’

এর আগে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের এক খবরে বলা হয়, ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ‘হাইব্রিড মডেলে’ই হচ্ছে। ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ‘হাইব্রিড মডেলে’ আয়োজন করতে চায় পিসিবি। আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারতের ম্যাচগুলো তারা দুবাই ও শারজায় খেলাতে চায়। কিন্তু পাকিস্তানের সামাটিভির দাবি, হাইব্রিড মডেলের খবর ভিত্তিহীন। সব খেলা পাকিস্তানেই হবে।

কিন্তু পিসিবির চেয়ারম্যান নাকভি এবার সরাসরিই সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তান অনেক সৌজন্য দেখিয়েছে। তবে যা-ই হোক, আমরা তো সব সময় সৌজন্য দেখাব না।’ এর আগে নাকভি বলেছিলেন, ‘এখনো আমরা চাই ক্রিকেট রাজনীতির বাইরে থাকুক।’

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এর আগে জানিয়েছে, পাকিস্তান সফরের বিষয়ে তারা সরকারের যেকোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক এবং ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর নিরাপত্তার কারণে আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।

গত বছরের এশিয়া কাপও হয়েছে হাইব্রিড মডেলে। বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে শেষ পর্যন্ত ভারতের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়।

ছোট পর্দায় আজ

২য় ওয়ানডে *নাগরিক টিভি, ইউরোস্পোর্ট*

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান	বিকেল ৪টা

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

রেনেগেডস-স্টারস	সকাল ১০টা
হিট-স্টাইকার্স	বেলা ২-১৫ মি.

১ম টি-টোয়েন্টি *সনি স্পোর্টস টেন ৫*

শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

লা লিগা *জিএক্সআর ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট*

রিয়াল মাদ্রিদ-ওসাসুনা	সন্ধ্যা ৭টা

জার্মান বুন্দেসলিগা *রাত ৮-৩০ মি.*

মাইনৎস-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড	সনি স্পোর্টস টেন ১
পাউলি-বায়ার্ন মিউনিখ	সনি স্পোর্টস টেন ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*

ওয়েস্ট হাম-এভারটন	রাত ৯টা
ব্রাইটন-ম্যানচেস্টার সিটি	রাত ১১-৩০ মি.
লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা	রাত ২টা

‘ক্লাবগুলোকে ডিজিটাল যুগে নিয়ে যাব’

সাক্ষাৎকারে তাবিথ আউয়াল

আলোচ্যসূচিতে রেকর্ড ২৮টি বিষয় নিয়ে বাফুফের নতুন নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা আজ। কেমন হতে পারে দেশের ফুটবলের নবযাত্রা? গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারওয়ান বাজারে নিজের ব্যবসায়িক কার্যালয়ে বসে *প্রথম আলোকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল কথা বলেছেন দেশের ফুটবল নিয়ে তাঁর ভাবনা এবং আরও অনেক প্রসঙ্গে—

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

প্রশ্ন : ১৬ বছর বাফুফের সভাপতি ছিলেন কাজী সালাহউদ্দিনের মতো বড় তারকা। সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য আপনি কতটা প্রস্তুত?
তাবিথ আউয়াল : আমি পুরোপুরিই প্রস্তুত। আমার মতো কারও বাফুফের নেতৃত্বে আসা দরকার ছিল। ফুটবল যে স্তরে চলে যাচ্ছে, একটু পরিবর্তন দরকার। আমার অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা বাফুফের সভাপতি পদের সঙ্গে যায়।

প্রশ্ন : অনেকটা শৌখিন ফুটবলার ছিলেন আপনি। ২০১২ ও ২০১৬ সালে দুই মেয়াদে বাফুফের সহসভাপতি হয়ে এখন মাত্র ৪৫ বছর বয়সে শীর্ষ পদে। ছোট কাঁধে বড় দায়িত্ব হয়ে গেল কি?
তাবিথ : বড় দায়িত্ব, দুরূহ চ্যালেঞ্জ—সন্দেহ নেই। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে আমার চেয়েও কম বয়সী তরুণেরা আরও বড় দায়িত্ব নিচ্ছেন। এটা সময়ের চাহিদাও।

প্রশ্ন : দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছেলে আপনি। নিজেও ব্যবসায়ী, রাজনীতিক। বিএনপির টিকিটে দুবার ঢাকার মেয়র পদে নির্বাচন করেছেন। ব্যবসা, রাজনীতি, ফুটবল—কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দেবেন?
তাবিথ : কোনোটাকেই কম গুরুত্ব দিচ্ছি না। ফুটবলে আছি খেলোয়াড়দের আরেকটু সহযোগিতা করতে আর দেশের সুনাম বাড়াতে। ব্যবসাটা সোশ্যাল বিজনেস। রাজনীতি সাধারণ জনগণের জন্য, বিশেষভাবে নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধা যেন আরেকটু বাড়াতে পারি।

> এখন প্রযুক্তির যুগ। মিডিয়া রাইটসের মাধ্যমের আরও অর্থ পেতে পারে ক্লাবগুলো। চেষ্টা করব সব ডিভিশনের সব ম্যাচ লাইভ স্ট্রিমিং করতে। সেটা জেলা লিগেও হতে পারে। ক্লাবগুলোকে আমরা ডিজিটাল যুগে নিয়ে যাব।
>
> **তাবিথ আউয়াল**, বাফুফে সভাপতি

প্রশ্ন : আপনি একের ভেতর তিন। এত ব্যস্ততা… ফুটবলকে কতটা সময় দিতে পারবেন?
তাবিথ : আমি আসলে কৌশলগত কারণে একটু আড়ালে লুকিয়ে থাকি। আমি মনে করি, তারকাদের সামনে আনতে হবে। আমাদের খেলোয়াড়েরাই তারকা। নারী-পুরুষ সবাই; কিন্তু আমাদের এখানে খেলোয়াড়েরা থাকেন আড়ালে, কর্মকর্তাদের নিয়েই প্রচার বেশি। কর্মকর্তারা বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন, বিভিন্ন সভায় যাচ্ছেন। আমি চাই, সংগঠকেরা পেছনে থাকি। খেলোয়াড়-কোচ, এমনকি রেফারিরাও সামনে চলে আসুক।

প্রশ্ন : বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক বলেছেন, খেলাধুলাকে তাঁরা রাজনীতিকরণ করতে চান না; কিন্তু আপনি বাফুফের সভাপতি হয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। রাজনীতির গণ্ডিতেই কি সীমাবদ্ধ রাখলেন নিজেকে?
তাবিথ : তারেক রহমান আমাদের নেতা। তাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো। তবে ক্রীড়াকে ক্রীড়ার ভেতরে রাখতে হয় কীভাবে জানি। আমি বাফুফের সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছি ক্রীড়াবিদ হিসেবে, রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়।

প্রশ্ন : বাফুফে সভাপতি হিসেবে এমন কী করতে চান যাতে মানুষ আপনাকে সফল বলবে?
তাবিথ : ছেলেদের জাতীয় দলের র‍্যাঙ্কিং বাড়ানো বড় লক্ষ্য। পারফরম্যান্সে (ছেলে ও মেয়ে) ধারাবাহিকতা রাখতে চাই। মাঠে দর্শক টানতে পারাটাকে নিজেকে মাপার বড় জায়গা মনে করি। আরেকভাবেও সফল হতে চাই—প্রতিটি ক্লাবের আর্থিক দরজাটা খুলে দিয়ে। এখন প্রযুক্তির যুগ। মিডিয়া রাইটসের মাধ্যমের আরও অর্থ পেতে পারে ক্লাবগুলো। চেষ্টা করব সব ডিভিশনের সব ম্যাচ লাইভ স্ট্রিমিং করতে। সেটা জেলা লিগেও হতে পারে। ক্লাবগুলোকে আমরা ডিজিটাল যুগে নিয়ে যাব। এতে খেলোয়াড়দের ভক্ত, অনুসারী বাড়বে, স্পনসর পাবে। আগামী চার বছরে দেশের ফুটবলকে একটা বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মে দেখতে চাই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ক্লাব সংস্কৃতিতে বাণিজ্যিক শব্দটা নেই বললেই চলে। কীভাবে করবেন সেটা?
তাবিথ : নেই বলেই করতে হবে। ফুটবল বাণিজ্যকরণের বিকল্প নেই। ক্লাবগুলোকে ম্যাচ উইনিং মানি দেব, আর বলব তারা যেন এলাকাভিত্তিক হয়ে যায়। তখন সমর্থকেরা যার যার এলাকার জন্য জেগে উঠবেন। আমি ফেনী সকার ক্লাব করে প্রচুর সমর্থক পেয়েছি। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী নিয়ে নোফেল ক্লাব করেছি। ওই অঞ্চলের মানুষ নোফেলকে ফলো করে। ক্লাবগুলোকে সে পথে যেতে হবে। ক্লাব এখন ট্রান্সফার ফি পায় না, খেলোয়াড় তৈরিতে তারা অনাগ্রহী। লম্বা সময়ের জন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তিও করে না।

প্রশ্ন : সভাপতি হিসেবে আপনার সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকটাই নির্ভর করবে ছেলেদের জাতীয় দলের পারফরম্যান্সের ওপর। তাঁদের পারফরম্যান্স ভালো করতে কী উদ্যোগ নেবেন?
তাবিথ : সম্ভাব্য সব উদ্যোগই নেব। নিয়মিত ম্যাচ খেলব। আগামী দুই বছরের ম্যাচগুলোতে জয়ী হওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। ২০২৫ সালে সাফ আছে। একই বছর এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে কোয়ালিফাই করলে ২০২৭ সালে এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ আসবে।

প্রশ্ন : ছেলেদের ব্যর্থতায় বাফুফের মুখ রক্ষা করে চলেছেন মেয়েরা; কিন্তু দুবার সাফ জয়ী মেয়েদের ফুটবলীয় কর্মকাণ্ড মূলত বাফুফে ভবনকেন্দ্রিক। এটা ছড়ানোর উদ্যোগ নেবেন?
তাবিথ : অবশ্যই নেব। মেয়েদের পাইপলাইন আরও শক্ত করতে হবে, আরও বেশি কিশোরীকে ফুটবলে আনতে চাই আমি।

প্রশ্ন : বাফুফে থেকে পৃষ্ঠপোষক সরে গেছে। ২০২২ সালে সোহাগ-কাণ্ডের পর অনিয়ম-দুর্নীতি বাফুফের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। বাফুফেতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কী করবেন?
তাবিথ : ফেডারেশনে সংস্কার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি সবই নিশ্চিত করব। কোনো রকম অনিয়ম সহ্য করা হবে না। স্টাফদের যা বলার বলে দেয়েছি। এককভাবে আমি ফেডারেশন চালাব না। সম্মিলিত চেষ্টায় সব চলবে, স্পনসরও আসবে। স্পনসরের অর্থ অডিট করব, তাদের আস্থায় আনব।

উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে আফগানিস্তান

যুব এশিয়া কাপ ক্রিকেট

খেলা ডেস্ক

চলতি মাসের শেষ দিকে আফগানিস্তানের যুবাদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুব এশিয়া কাপ ক্রিকেট শুরু করবেন বাংলাদেশের যুবারা। কাল যুব এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ করেছে এসিসি। ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্ট।

আট দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে যুব এশিয়া কাপ। ‘এ’ গ্রুপে আছে ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জাপান। বাংলাদেশ ছাড়াও ‘বি’ গ্রুপে আছে আফগানিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। আফগানিস্তান ম্যাচের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ ১ ডিসেম্বর, প্রতিপক্ষ নেপাল। ৩ ডিসেম্বর গ্রুপে বাংলাদেশের যুবাদের শেষ ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাংলাদেশের সব ম্যাচই দুবাইয়ে। শারজা ও দুবাইয়ে টুর্নামেন্টের দুই সেমিফাইনালই ৬ ডিসেম্বর। দুবাইয়ে ফাইনাল ৮ ডিসেম্বর।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ১১তম আসর বসবে এবার, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসছে টানা তৃতীয়বারের মতো। ২০২৩ সালে হওয়া সর্বশেষ টুর্নামেন্টে আমিরাতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বাংলাদেশের যুবারা। পাকিস্তানের সঙ্গে একবার যৌথ চ্যাম্পিয়ন হওয়াসহ টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৮ বার শিরোপা জিতেছে ভারত। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান জিতেছে ১ বার করে।

বাংলাদেশের ম্যাচ

তারিখ	প্রতিপক্ষ	ভেন্যু
২৯ নভেম্বর	আফগানিস্তান	দুবাই
১ ডিসেম্বর	নেপাল	দুবাই
৩ ডিসেম্বর	শ্রীলঙ্কা	দুবাই

প্রস্তুতি

অ্যানফিল্ডে আজ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দল লিভারপুলের প্রতিপক্ষ অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচটি সামনে রেখে গতকাল অনুশীলনে নামার আগে লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক এভাবেই ধরা পড়লেন ক্যামেরায়। ছবি : লিভারপুল ওয়েবসাইট

বাজারমূল্যে সবচেয়ে দামি ফুটবলার

	বয়স	বাজারমূল্য
আর্লিং হলান্ড (সিটি)	২৪	২০ কোটি
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (রিয়াল)	২৪	২০ কোটি
জুড বেলিংহাম (রিয়াল)	২১	১৮ কোটি
কিলিয়ান এমবাপ্পে (রিয়াল)	২৫	১৮ কোটি
লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা)	১৭	১৫ কোটি
ফিল ফোডেন (সিটি)	২৩	১৫ কোটি
বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল)	২৩	১৪ কোটি
ফ্লোরিয়ান রিৎস (লেভারকুসেন)	২১	১৩ কোটি
জামাল মুসিয়ালা (বায়ার্ন)	২১	১৩ কোটি
ফেদে ভালভের্দে (রিয়াল)	২৬	১৩ কোটি

***শীর্ষ ১০ ক্লাব** (বাজারমূল্য ইউরোতে)

আর্লিং হলান্ড

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র

সবচেয়ে দামি হলান্ড-ভিনি

খেলা ডেস্ক

ট্রান্সফারমার্কেট বা *ফোর্বস*—তালিকা যারাই করত, একটা সময় ছিল সবচেয়ে দামি ফুটবলার খুঁজতে গিয়ে ঘুরেফিরে আসত লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমারদের নাম। মেসি-রোনালদো-নেইমার যুগ গত হয়েছে। বাজারমূল্যে সবচেয়ে দামি ফুটবলার কে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এখন প্রায় প্রতিবছরই শীর্ষ স্থানে বদল দেখা যায়। কখনো এক নম্বরে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে দেখা যায়, কখনো আবার আর্লিং হলান্ড বা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।

ফুটবল পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেটের সর্বশেষ হালনাগাদ তালিকায় দেখা যাচ্ছে, এ মুহূর্তে বাজারমূল্যে সবচেয়ে দামি দুজন খেলোয়াড়—আর্লিং হলান্ড ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে ট্রান্সফারমার্কেট মূলত তাদের নিজস্ব একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে সবচেয়ে বেশি দেখা হয় দলবদলের বাজারে সেই খেলোয়াড়ের চাহিদা। এর পাশাপাশি সেই ফুটবলারের সর্বশেষ দলবদল মূল্য, বর্তমান ক্লাবে বেতন, বয়স, ফর্ম, কোন লিগে খেলেন, কতটা সম্ভাবনাময়, কতটা চোটপ্রবণ—এসব বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা হয়। সব সূচক বিচার করে দেখা যাচ্ছে, এ মুহূর্তে ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান ফরোয়ার্ড হলান্ড ও রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুসের বাজারমূল্যই সবচেয়ে বেশি—২০ কোটি ইউরো করে।

হলান্ড ও ভিনি দুজনেরই বয়স ২৪। দুজনেই এই মৌসুমে আছেন দারুণ ছন্দে। হলান্ড এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ক্লাব ও দেশের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৯ ম্যাচে করেছেন ১৭ গোল। ভিনিসিয়ুস ১৬ ম্যাচে ৯ গোল করার পাশাপাশি করিয়েছেন আরও ৭ গোল। দুজনের বাজারমূল্যই ২ কোটি ইউরো করে বেড়েছে সম্প্রতি। তালিকার পরের দুটি নামও রিয়ালের দুজনের—জুড বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। দুজনের বাজারমূল্যই ১৮ কোটি ইউরো করে।

এই তালিকায় পরের নামটা বার্সেলোনার নতুন সেনসেশন লামিনে ইয়ামালের। স্পেনের ২০২৪ ইউরো জয়ে বড় ভূমিকা রাখা ১৭ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড চলতি মৌসুমেও দারুণ শুরু করেছেন। দেশ ও ক্লাবের হয়ে ১৯ ম্যাচে তাঁর ৬ গোল, করিয়েছেন আরও ৯টি। এই পারফরম্যান্সে তাঁর বাজারমূল্য বেড়েছে ৩ কোটি ইউরোর বেশি। আপাতত ১৫ কোটি ইউরো বাজারমূল্য হলেও দিনকে দিন যে এটা বেড়েই যাবে, তা বোধহয় না বললেও চলে।

বাজারমূল্যে শীর্ষ দশের মধ্যে থাকা খেলোয়াড়দের মধ্যে ছয় নম্বরে ম্যান সিটির মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন এবং সাতে আর্সেনালের ফরোয়ার্ড বুকায়ো সাকা। তালিকার পরের দুটি স্থান আবার দুই জার্মানের। অষ্টম স্থানে লেভারকুসেনের ফ্লোরিয়ান রিৎস আর ৯ নম্বরে বায়ার্ন মিউনিখের জামাল মুসিয়ালা। ১০ নম্বরে আছেন রিয়ালের উরুগুইয়ান মিডফিল্ডার ফেদে ভালভের্দে।

দামি ফুটবলারদের সংখ্যা কোন দলে বেশি? এটারও একটা তালিকা করেছে ট্রান্সফারমার্কেট। এ মুহূর্তে বাজারমূল্যে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ ফুটবলারের মধ্যে রিয়াল, ম্যান সিটি, আর্সেনাল ও বার্সেলোনায় খেলেন ৯ জন করে। তবে দামের দিক থেকে এগিয়ে আছে রিয়াল। তাদের এই ৯ খেলোয়াড়ের বাজারমূল্য ১০৬ কোটি ইউরো। শীর্ষ ১০০-তে থাকা ম্যান সিটির ৯ জনের সম্মিলিত বাজারমূল্য ৯৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। আর্সেনালের ৭৭ কোটি ও বার্সেলোনার ৬৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো।

প্রদর্শনীর মাঝপথে নাটক বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সমাবেশের ডাক দেয়। এ সমাবেশে ডিম ছুড়ে মারা হয়। তবু নাট্যকর্মীরা তাঁদের কর্মসূচি চালিয়ে যান। গতকাল বিকেলে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির সামনে। ছবি : প্রথম আলো

নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদ সমাবেশ

নাটক, গান, চিত্রকলা বন্ধ হলে কী থাকে : মামুনুর রশীদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ বলেছেন, একটি দেশে নাটক, গান, চিত্রকলা বন্ধ হলে কী থাকে! একটি চক্র দেশকে সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। নাট্যকর্মীদের এসব প্রতিরোধ করতে হবে। নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য চলাকালে সমাবেশে ডিম ছুড়ে মারা হয়।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির সামনে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের প্রতিবাদ সমাবেশে এ ঘটনা ঘটে। ২ নভেম্বর শিল্পকলায় প্রদর্শনীর মাঝপথে একটি নাটক বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে গতকালের সমাবেশটি ডাকা হয়েছিল।

বিকেল পাঁচটার দিকে ফেডারেশনের সমাবেশে ডিম ছুড়ে মারার ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ১৫ নভেম্বর নাট্যকর্মীরা সারা দেশে প্রতিবাদ সভা করবেন বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ডিম ছুড়ে মারার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একদল লোক এসে নাট্যকর্মীদের ধাওয়া দেন। ধাওয়াকারীরা 'ভারতের দালাল', 'ছাত্রখুনি' বলে স্লোগান দেন। এ সময় তাঁরা সমাবেশের ব্যানার খুলে ফেলতে বলেন এবং শিল্পকলার ভেতরে চলা নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করতে বলেন বলে জানান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামাল বায়েজীদ।

কামাল বায়েজীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা এগিয়ে গিয়ে ওই লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, নাট্যকর্মীরাও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু আরও লোক এসে জড়ো হন। সংখ্যায় ৫০ থেকে ৬০। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা দুই পক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ান। সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে স্লোগান দেওয়া লোকেরা চলে যান। রাত নয়টায় শিল্পকলার সামনে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা যায়।

সমাবেশস্থলে উপস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক ব্যক্তি *প্রথম আলোকে* বলেন, শুরুতে হামলাকারীরা কয়েকজন ছিলেন। পরে আরও অনেকে আসেন। তাঁরা ইটপাটকেলও ছুড়ে মারেন।

এর আগে ফেডারেশনের প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালে মামুনুর রশীদ বলেন, যাঁরা মঞ্চে নাটক করেন, তাঁরা গাঁটের পয়সা খরচ করে নাটক করেন। এটা স্বেচ্ছাশ্রমে গড়ে ওঠা একটি শিল্প। হৃদয়ের কথা, মানুষের কথা বলার দায়িত্ববোধ থেকেই নাট্যকর্মীরা কাজটি করে থাকেন। তিনি আরও বলেন, ২ নভেম্বর যা হয়েছে, তা ১৮৭৬ সালে ঘটেছিল। কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্চে উঠে নাটক বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ, তা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল; কিন্তু এখানে তো সরকারের বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে না।

সমাবেশে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লাকী ইনাম বলেন, দেশের থিয়েটারগুলো যেন নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে, এ ব্যাপারে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

নাট্যকর্মীদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান অধ্যাপক মলয় ভৌমিক। নিজ দলের নাটক বন্ধ হওয়া নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই জানিয়ে দেশ নাটকের দলপ্রধান নাট্যকার মাসুম রেজা বলেন, অনুকম্পা নয়, সঠিক তদন্ত করতে হবে। দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন নাট্যব্যক্তিত্ব ঝুনা চৌধুরী, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামাল বায়েজীদ প্রমুখ।

নভেম্বরেও সংক্রমণে উচ্চ হার

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বছরের সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু, ডেঙ্গু মানছে না অতীত বৃদ্ধির হার।

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা*

অক্টোবর মাসটা আবু হাসানের (ছদ্মনাম) কেটেছে ডেঙ্গু রোগী নিয়ে। তিনি থাকেন রাজধানীর ভাষানটেকের দ্বীন মোহাম্মদ কলোনিতে। তাঁর বোন, বড় শ্যালিকা এবং বাড়ির গৃহকর্মী—এক মাসেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) নিতে হয়েছিল।

আবু হাসান বলছিলেন, 'রোগী আর হাসপাতাল—এ নিয়ে ছোটাছুটিতে গেছে পুরো মাস। সময়, অর্থ, ভীতি—সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ সময়। বাসার শিশুদের নিয়ে ছিল বড় ভয়।'

নিজের এমন অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন আবু হাসান। ডেঙ্গু কিন্তু এই নভেম্বর মাসেও কমছে না। চলতি মাসের প্রথম সাত দিনে দেশে ডেঙ্গুতে যত মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়েছে, তা বছরের কোনো সপ্তাহেই হয়নি।

নভেম্বরে সাধারণত এডিস মশাবাহিত এ রোগের প্রকোপ কমে আসে। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম। এ ব্যতিক্রম শঙ্কা জাগাচ্ছে জনস্বাস্থ্যবিদদের।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *জার্নাল অব মেডিকেল এন্টোমোলজিতে* প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ডেঙ্গুর রোগতাত্ত্বিক রেখা বা সংক্রমণের মাসিক বৃদ্ধির গতিপথ ঠিক থাকছে না।

জনস্বাস্থ্যবিদ, চিকিৎসক ও কীটতত্ত্ববিদদের কথা, ডেঙ্গুর বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। আবার চিকিৎসাব্যবস্থাও ঢেলে সাজানো হয়নি।

চলতি নভেম্বর মাসের ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ২৫৭ জন। এ বছর এখন পর্যন্ত মাসের হিসাবে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে গত অক্টোবর মাসে। ওই মাসের প্রথম সাত দিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২ ও ৫ হাজার ৭২৬। অক্টোবরের শেষ সাত দিনে (২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর) ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ১১৫। আর মৃত্যু হয়েছিল ২৮ জনের।

আর গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬৬ জন।

২০২২ সালের ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ডেঙ্গুর প্রকোপ এবং এতে মৃত্যু কমে আসে। ওই বছর অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছিল অক্টোবর মাসে। আর সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল নভেম্বরে। কিন্তু নভেম্বরে সংক্রমণ কমে গিয়েছিল আগের মাসের তুলনায়। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম হলো।

জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, নভেম্বরে সংক্রমণ আগে কখনোই এভাবে বাড়েনি। এখন দেশে ডেঙ্গুর সর্বোচ্চ সংক্রমণ হচ্ছে। এ পরিস্থিতি আরও অন্তত ১৫ দিন চলতে পারে। আর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যুর আরও ঘটনা ঘটতে পারে।

অতীত গতিপথ মানছে না ডেঙ্গু

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটি যেকোনো বছরে এ রোগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু। দেশের ইতিহাসে গত বছর সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি অনুসরণ করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে মাসিক 'গ্রোথ ফ্যাক্টর' বা বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা। এর মাধ্যমে জানা যায়, আগের মাসের তুলনায় বর্তমান মাসে বা বর্তমান মাসের তুলনায় পরবর্তী মাসে কত সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হবে বা মারা যাবে।

যুক্তরাজ্যের কিল ইউনিভার্সিটির গবেষক নাজমুল হায়দার বাংলাদেশের গত ২৩ বছরের ডেঙ্গুর বিস্তারের ওপর ভিত্তি করে মাসিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করেছেন। এ-সংক্রান্ত গবেষণা *জার্নাল অব মেডিকেল এন্টোমোলজি* নামের বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে জুন মাসে ডেঙ্গু বৃদ্ধির হার থাকে সর্বোচ্চ—২ দশমিক ৪২। অর্থাৎ জুন মাসের সংক্রমণের হার জুলাইয়ে গিয়ে প্রায় আড়াই গুণ বাড়তে পারে। অক্টোবর মাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হয় সেপ্টেম্বর মাসে আক্রান্তের অর্ধেক। সেপ্টেম্বরে বৃদ্ধির হার শূন্য দশমিক ৮২ থেকে অক্টোবরে কমে আসে শূন্য দশমিক ৪৫-এ।

গত ২৩ বছরের উপাত্ত অনুসারে বাংলাদেশে আক্রান্ত ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য দশমিক ৪৫ থেকে শূন্য দশমিক ৫৩। এ হিসাবে নভেম্বর মাসেও শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

এ গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং মশা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা করা হয়নি। তাই বৃদ্ধির হার যেভাবে দেখা হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) বিজ্ঞানী মোহাম্মদ শফিউল আলম।

তবে গবেষক নাজমুল হায়দার *প্রথম আলোকে* বলেন, রোগ বৃদ্ধির হার সব বছর মিলবে না। বিস্ময়কর বিষয় হলো, বাংলাদেশে সংক্রমণ বৃদ্ধির হারের সর্বোচ্চ সংখ্যাও অতিক্রম করে গেছে। যেমন এ বছরের আগস্ট মাসের ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাকে (৬ হাজার ৫২১) বিবেচনায় নিলে সেপ্টেম্বর মাসের সর্বোচ্চ রোগী হওয়ার কথা ছিল ৮ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তবে সেপ্টেম্বর মাসে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮ হাজারের বেশি। এটা ধারণার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। ডেঙ্গু বহু কারণে ঘটা একটি সংক্রামক রোগ। যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, পরিবেশে মশার সংখ্যা, মানুষের প্রতিরোধক্ষমতা ইত্যাদির কারণে ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়তে থাকে।

২৬ কর্মীর লেখা

অলংকরণ : আরাফাত করিম

প্রথম আলো দায়িত্ব নেয়, দায়িত্ব নিতে শেখায়

আতিকুর রহমান, *প্রশাসনিক সহযোগী, প্রথম আলো*

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সকাল থেকেই হাজারো শিক্ষার্থীর পদচারণে মুখর, শিক্ষার্থী-অভিভাবকে পরিপূর্ণ থিম পার্ক। পাখির কিচিরমিচির মিছিলের মতো একঝাঁক শিক্ষার্থী, যারা আগামীর বাংলাদেশ। কেউ এসেছে মা-বাবাকে নিয়ে, কেউ বন্ধুর সঙ্গে, কেউ-বা ছোট ভাইবোনকে নিয়ে। বলছি, ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় অবস্থিত ফ্যান্টাসি কিংডমের কথা। যেখানে চলছে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা।

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাইরের গেটে দায়িত্ব শেষ করে মাত্রই বসেছি *প্রথম আলোর* স্টলে। বেলা ১১টার দিকে এক নারী শিক্ষার্থী রাইড থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে এক্স-রে করানো হয়। বড় কোনো সমস্যা না থাকায় চিকিৎসক বাসায় বিশ্রামে থাকতে বলেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিষয়টি জানানোমাত্রই সবাই ফোন করতে থাকে, মেয়েটির কী অবস্থা, কোথায় আছে?

মেয়েটিকে এনে ভিআইপি রেস্টরুমে বসাই। ততক্ষণে সুমি আপা, অরুপদা, মামুন ভাই, আকরাম ভাইসহ অনেকে চলে আসেন সেখানে। তার পা প্রচণ্ড ফুলে গেছে। তাড়াতাড়ি বরফের ব্যবস্থা করে ক্ষতস্থানে দেওয়া হয়। যেন ব্যথাটা কমে যায়। 'মা, তোমার কেমন লাগছে? তুমি কি বাসায় যেতে চাও? আমরা কি বাসায় পৌঁছে দেব?' সুমি আপা জানতে চান। কথাগুলো কানে আটকে যায়। যেন ফিরে যাই আমার সেই শৈশবে।

ছোটবেলায় আমার সব অসুস্থতার ওষুধ ছিল মা। মা পাশে থাকলেই সুস্থ বোধ করতাম। মা জানতে চাইত, 'বাবা, তোমার কেমন লাগছে?' কথাটা বারবার আমার কানে বাজতে থাকল। মেয়েটি উত্তরে বলল, সে বাসায় যেতে চায় না। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা। তাই অনুষ্ঠান শেষ করে যেতে চায়। আমি খাবারসহ যা যা লাগবে সব এনে দিই। পাশ থেকে এক অভিভাবক অন্যজনকে বলেন, 'এটাই *প্রথম আলো*। এরা দায়িত্ব নিতে জানে। এ জন্যই বাচ্চাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমার বাচ্চাও যেন এ রকম দায়িত্ব নিতে শেখে।'

৪ আগস্ট ২০২৪

সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক কর্মসূচির প্রথম দিন। সরকার-সমর্থক নেতা-কর্মী ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। আমাদের এক নারী সহকর্মী অফিসে আসার পথে সংঘর্ষের মধ্যে পড়লে একটি জায়গায় আশ্রয় নেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অফিসে চলে আসেন। তবে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিক চিকিৎসায়ও স্বাভাবিক হতে পারেন না। তাঁর শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসক পরামর্শ দেন, তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার। অফিস থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে ফোন করেও যখন অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন উপসম্পাদক লাজ্জাত ভাই, হেড অব এইচআর শামীম ভাই, হেড অব অ্যাডমিন উৎপলদা ও কবীর ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন, অফিসের কাজের জন্য রাখা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করেই হাসপাতালে নিতে হবে। আপাকে বার্তাকক্ষ থেকে নামানো হলো। সঙ্গে যাচ্ছেন পরামর্শক (সংবাদ) মিতি আপা, মানবসম্পদ বিভাগের সঞ্চিতাদি। সঙ্গে একজন পুরুষ সহকর্মীকে যেতে হবে।

যখন আমাকে যেতে বলা হলো, বুকের ভেতর কেমন যেন ধাক্কা দিল। এ রকম পরিস্থিতিতে আগে কখনো বাইরে যাইনি। আমাকে যখন বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরতে দেওয়া হলো, তখন সংবিৎ ফিরে পেলাম। কী করব, ভাবতে পারছি না। ঠিক তখন মনে পড়ে গেল সেই অভিভাবকের কথা, যিনি বলেছিলেন, 'এরা দায়িত্ব নিতে জানে।'

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে অটোরিকশার সামনে বসে যাচ্ছি। ঠিক তখনই বাড়ি থেকে ছোট বোনের ফোন, কান্না জড়ানো কণ্ঠে জানাল, আমাদের সপ্তম শ্রেণিতে পড়া ভাগনে রোহান সকালে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর বাসায় ফেরেনি। আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমাদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি শেখরদাকে ফোন করে জানতে চাই, সেখানে কেউ হতাহত হয়েছে কি না। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন আসে, ওর বন্ধুরা বলেছে, রোহান কাঁদানে গ্যাসের শেলের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। আমি কিছু ভাবতে পারি না। তাকে সাহস দিয়ে বলি, কাঁদানে গ্যাসে তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভেতর থেকে কী যেন ভেঙে যাচ্ছে। ততক্ষণে হাসপাতালে পৌঁছে গেছি। আপাকে নিয়ে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, 'প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।'

আপার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পৌঁছে দিয়ে অভ্যর্থনা বিভাগে বসতেই জানতে পারি, রোহান কাদামাটি মাখা শরীরে বাসায় ফিরেছে। আপার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে। তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে হাসপাতাল থেকে আমাদের ছেড়ে দেন। আপাকে নিয়ে আমরা তাঁর বাসার দিকে রওনা হই।

টাকা লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রকাশ্যে ছোড়েন গুলি

চট্টগ্রামে অস্ত্রবাজি

গুলি ছোড়া ব্যক্তি মনসুর পাহাড়তলী থানা-পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে হত্যাসহ ১২টি মামলা।

গাজী ফিরোজ, *চট্টগ্রাম*

বাবার ডিমের আড়তের ভেতর বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণের প্যাকেট তৈরি করছিলেন কলেজপড়ুয়া সাইফুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধুরা। হঠাৎ সেখানে অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়েন চার সন্ত্রাসী। পরে দোকানের ক্যাশ থেকে তাঁরা ৮০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যান। যাওয়ার সময় ছোড়ে ফাঁকা গুলি। যাতে কেউ এগিয়ে আসতে না পারেন।

গত ২৩ আগস্ট দিবাগত রাত তিনটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী বাজারের একটি ডিমের আড়তের ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরায় দেখা যায় এই চিত্র। এই লুটে নেতৃত্ব দেন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী মনসুর আহাম্মদ (৪৪)। বাকি তিনজন তাঁর সহযোগী।

ঘটনার পরপর বিষয়টি থানা-পুলিশকে জানানো হয়; কিন্তু দুই মাস পার হলেও এখনো ধরা পড়েননি সন্ত্রাসী মনসুর ও তাঁর সহযোগীরা। এ নিয়ে আতঙ্কে আছেন চট্টগ্রাম শহরের ডিমের সবচেয়ে বড় এই পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

পুলিশ সূত্র জানায়, মনসুর পাহাড়তলী থানা-পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র ও চাঁদাবাজির ১২টি মামলা রয়েছে। ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল পাহাড়তলী বাজারে একটি ডিমের আড়ত রানা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক মাসুদ রানাকে খুনের মামলার আসামি এই মনসুর। টাকা লুট করতে বাধা দেওয়ায় তাঁকে খুন করা হয়। এ ঘটনার পর অস্ত্র-গুলিসহ মনসুরকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন। বর্তমানে মাসুদ হত্যা মামলাটি বিচারাধীন।

নগরের পাহাড়তলীর দুলালাবাদ এলাকার আবদুল মালেক দারোয়ানের বাড়ির মৃত জমির আহাম্মদের ছেলে মনসুর। বিভিন্ন সময় চুরি-ছিনতাই দিয়ে অপরাধে জড়ান তিনি। ধীরে ধীরে এলাকায় ১৫ থেকে ২০ জনের দল গঠন করে শুরু করেন নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। পাহাড়তলীর সরাইপাড়া ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আওয়ামী লীগ নেতা সাবের আহমদের অনুসারী হিসেবে পরিচিত মনসুর।

২৩ আগস্টের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কলেজছাত্র সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* জানান, ফেনীতে বন্যাদুর্গত মানুষদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য কয়েকজন বন্ধু পাহাড়তলী বাজারের তাঁর বাবা মো. হেলালের আড়তে বসে প্যাকেট করছিলেন। আড়তের বাইরের শাটার

২৩ আগস্ট অস্ত্র হাতে পাহাড়তলী বাজারে সন্ত্রাসী মনসুর আহাম্মদ। ছবি : সিসিটিভি ফুটেজ থেকে

নামানো ছিল। তবে তালাবদ্ধ করা হয়নি। হঠাৎ মুখে কাপড় বাঁধা চার সন্ত্রাসী সেখানে ঢুকে পড়ে। তাঁদের একজনের হাতে ছিল অস্ত্র, আরেকজনের হাতে রামদা, বাকি দুজনের হাতে লাঠি। তাঁরা আড়তের ক্যাশ ভেঙে সেখান থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে নেন। সঙ্গে তাদের কাছে থাকা মুঠোফোনগুলোও। চলে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলি ছোড়েন।

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, ঘটনার পরপরই পাহাড়তলী থানা-পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। থানা থেকে পুলিশও আসে; কিন্তু ওই সময় থানা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে অবকাঠামোগত সমস্যা থাকায় কোনো মামলা নেয়নি। জানতে চাইলে পাহাড়তলী থানার তৎকালীন ওসি কেফায়েত উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই সময় থানায় বসার মতো অবস্থা ছিল না। মামলা নেওয়ার কথা। বিষয়টি মনে পড়ছে না।

সাইফুলের বাবা পাহাড়তলী বাজারের ডিমের আড়তদার মো. হেলাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঘটনার পর পুলিশ মামলা না নেওয়ায় নিজেরা আর কিছু করার সাহস পাইনি। এখনো আতঙ্কে থাকি।'

জানতে চাইলে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) কাজী মো. তারেক আজিজ *প্রথম আলোকে* বলেন, পাহাড়তলী বাজারে ডিমের আড়তে অস্ত্রের মুখে টাকা লুটের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বরও চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজির আরেকটি ঘটনা ঘটে। একটি নির্মাণাধীন ভবনে পাঁচ লাখ টাকার চাঁদা দাবিতে প্রকাশ্যে গুলি ছোড়েন সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, চাঁদাবাজির ১০টি মামলা রয়েছে। তাঁকেও এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

সিন্ডিকেট বদলেছে, থামেনি চোরাচালান

সিলেট সীমান্ত

'বুঙ্গার মাল' জব্দের ঘটনায় আড়াই মাসে ২৯টি মামলা। দুই মাসে চোরাচালানের মামলা ৩৭টি।

সুমনকুমার দাশ, *সিলেট*

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সিলেটের সীমান্ত এলাকাগুলোয় চোরাচালান অনেকটা বন্ধ ছিল; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবারও সক্রিয় হয়েছেন চোরাকারবারিরা। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বদলে এখন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রিত সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চোরাচালান চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চোরাচালানে জড়িয়ে এরই মধ্যে বিএনপির দুই নেতা দল থেকে বহিষ্কার হয়েছেন। চোরাচালানের পণ্যসহ গ্রেপ্তার হয়েছেন এক ছাত্রদল নেতার ভাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী শতাধিক স্থান দিয়ে প্রচুর চোরাই পণ্য প্রবেশ করে। এর বাইরে জকিগঞ্জ, কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলার সীমান্তেও চোরাকারবারিরা তৎপর। তাঁরা ভারতের কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে চোরাই পথে পণ্য আনছেন। এসব পণ্য স্থানীয়ভাবে 'বুঙ্গার মাল' নামে পরিচিত। এই বুঙ্গার মালে সয়লাব সিলেটের বাজার।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সীমান্তের বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, চোরাই পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসছে চিনি। চোরাকারবারিদের নিয়োগ করা শ্রমিকেরা দিন-রাত সুযোগ বুঝে ৫০ কেজির চিনির একেকটি বস্তা মাথায় করে সীমান্ত পার করেন। পরে নৌকা, মোটরসাইকেল কিংবা সিএনজিচালিত অটোরিকশা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মজুত করা হয়। এরপর একশ্রেণির ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় এসব চিনি সিলেট নগরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে যায়। একইভাবে প্রসাধনসামগ্রী, কাপড়, মাদক, আপেল, কম্বল, গরুসহ বিভিন্ন পণ্য আসছে।

বিভিন্ন অভিযানে বুঙ্গার মাল জব্দের ঘটনায় গত আড়াই মাসে ২৯টি মামলা করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ। জেলা পুলিশ দুই মাসে চোরাচালানের মামলা করেছে ৩৭টি।

এ বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সিলেটের অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন) মেজর গাজী মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চোরাচালান রোধে আমরা কঠিনভাবে দায়িত্ব পালন করছি। এখানে কোনো ছাড় দিচ্ছি না।'

সিন্ডিকেটে রদবদল

চোরাকারবারিদের দেওয়া তথ্যমতে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে চিনিসহ চোরাচালান সিন্ডিকেটের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাদের হাতে। ক্ষমতার পালাবদলের পর সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ নেন স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের কিছু নেতা-কর্মী।

দুজন চোরাকারবারির ভাষ্য, আগে প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দুই কোটি টাকার চিনি আসত। বর্তমানে তা অর্ধেকে নেমেছে। এসব চিনি তামাবিল-জৈন্তাপুর-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ভোলাগঞ্জ-কোম্পানীগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়ে নগরের পাইকারি বাজার কালীঘাটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। মহাসড়ক দিয়ে এখন প্রতি ট্রাক চিনি পাঁচ থেকে আট হাজার টাকায় পার করিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি সিন্ডিকেট। একইভাবে অন্যান্য পণ্যের প্রকার অনুযায়ী ট্রাকপ্রতি ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন চিনি ব্যবসায়ী বলেন, আগে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের অনুসারীরা মহাসড়ক দুটিতে পাহারা দিয়ে প্রতিদিন মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত চোরাই চিনির ট্রাক শহরে ঢোকাতেন। এখনকার সিন্ডিকেটটি নিজেদের স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মী বলে পরিচয় দিচ্ছে।

গত ১৩ অক্টোবর রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওসমানীনগরে ভারতীয় চোরাই চিনির ট্রাক ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় পুলিশ ছয়জনকে আটক করে। তাঁদের মধ্যে মহানগর বিএনপির দুই নেতাও ছিলেন। রাতেই ওই দুই নেতাকে বিএনপি বহিষ্কার করে। তাঁরা হলেন বিএনপির সিলেট মহানগরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মো. সোলেমান হোসেন এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মান্নান। এর বাইরে চিনি চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ওয়ার্ড বিএনপির এক সহসভাপতিকেও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর সিলেট সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রুফিয়ান আহমদের ভাই সুফিয়ান আহমদসহ তিনজনকে চোরাচালানের ৫০ বস্তা চিনিসহ বটেশ্বর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে শাহপরান থানা-পুলিশ।

শুধু চোরাচালান নয়, বিএনপি কিংবা সহযোগী সংগঠনের যে কারও বিরুদ্ধে অনৈতিক অভিযোগের প্রমাণ পেলে সর্বোচ্চ সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী।

'বুঙ্গার চিনি'সহ চোরাই পণ্য জব্দ করতে পুলিশ শক্ত অবস্থানে আছে দাবি সিলেট মহানগরের পুলিশ কমিশনার মো. রেজাউল করিমের। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এরই মধ্যে চোরাচালানবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করেছি। চোরাকারবারিদের ধরার পাশাপাশি যেসব সন্ত্রাসী রাস্তায় চোরাই চিনি ছিনতাই বা চোরাচালানে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে অবৈধ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

অভিযানেও থামছে না চোরাচালান

পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিলেটে ভারত থেকে চোরাই পথে সাধারণত চিনিই বেশি আসে। এর বাইরে বেশি আসে প্রসাধনসামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের মাদক ও গরু। তবে সম্প্রতি আপেল ও কম্বল আসার ঘটনাও ঘটছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের চকলেট, চা-পাতা, বিস্কুট, কোমল পানীয়, হরলিকস, কাজুবাদাম, নানা ধরনের ক্রিম, জুতা, পাতার বিড়িসহ বিভিন্ন পণ্য আসছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্র বলছে, বিজিবি ও পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। এ ছাড়া র‍্যাব-৯ চোরাই মাদকদ্রব্য উদ্ধারে কাজ করছে। এরপরও কিছু চক্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে চোরাচালান চালাচ্ছে। তবে চক্রের সদস্যরা নিয়মিত গ্রেপ্তার হচ্ছেন।

সর্বশেষ ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পীরেরবাজার এলাকায় ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা মূল্যের ১৯টি ভারতীয় কম্বলসহ একটি পিকআপ জব্দ করে পুলিশ। পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া একই দিন বিমানবন্দর থানা-পুলিশ ভারতীয় একটি কোম্পানির কোমল পানীয়র ২০০টি ক্যানসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। আপনারা দেখছেন, প্রতিদিনই কোনো না কোনো চোরাই মাল উদ্ধার হচ্ছে। চেকপোস্টও করছি। এখন বলা যায়, এটা প্রায় বন্ধ। আর হচ্ছে না।'

পাচার হচ্ছে রসুন

সিলেট নগরের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কালীঘাট এলাকার তিনজন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, সম্প্রতি ভারতে রসুন পাচারের ঘটনা বেড়েছে। কালীঘাট এলাকা থেকে রসুন কিনে নিয়ে একশ্রেণির ব্যবসায়ী সীমান্তবর্তী এলাকায় বিক্রি করছেন। পরে সেসব রসুনই চোরাকারবারিরা ভারতে পাচার করছেন। বিশেষ করে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার সীমান্ত দিয়ে রসুন বেশি পাচার হয়। এ ছাড়া সুনামগঞ্জের সীমান্ত দিয়েও রসুন পাচার হয়।

ওই ব্যবসায়ীরা জানান, আগে সিলেটে ১৮০ থেকে ২০০ টাকা কেজিতে রসুন বিক্রি হতো। এখন সেই রসুনের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২০ টাকা। সেসব রসুনই ভারতের বিভিন্ন খোলাবাজারে এখন ৩৮০ থেকে ৪০০ রুপি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। লাভের পরিমাণ বেশি হওয়ায় রসুন পাচার ক্রমেই বাড়ছে।

বিজিবি সিলেটের অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন) মেজর গাজী মুহাম্মদ সালাহউদ্দিনের দাবি, বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য ভারতে পাচার হতে দেওয়া হচ্ছে না।

দুর্নীতি মুক্তকরণ বাংলাদেশ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মকসুদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালালেও পাচারের তুলনায় জব্দ হচ্ছে কমই। ফলে কারবারিরা চিনিসহ চোরাই পণ্য নির্বিঘ্নে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। এর দায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এড়াতে পারে না।

সিলেটের সীমান্তবর্তী শতাধিক এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত পণ্য চোরাচালান হয়। ছবি : প্রথম আলো

৬২. As per a recent discovery. Earth's High-Energy Electrons may contribute to water formation in which body?
ক. Moon খ. Mars
গ. Murcury ঘ. Sun উ. ক

৬৩. Recently approved R21/Matrix-M is the vaccine against which of the following diseases?
ক. COVID-19 খ. Malaria
গ. Tuberculosis ঘ. Influenza উ. খ

৬৪. According to the World Investment Report 2024 published by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), which of the following countries made the highest amount of Foreign Direct Investment in 2023?
ক. USA খ. Japan
গ. China ঘ. Hong Kong উ. ক

৬৫. Bangladesh Economic Zone Authority is expected to open a special economic zone for Bhutan in which of the following districts?
ক. Rangpur খ. Nilphamari
গ. Kurigram ঘ. Dinajpur উ. গ

৬৬. Which of the following Bangladeshi women footballers was awarded the "most valuable player of SAFF Women's Championship 2024?
ক. Rupna Chakma খ. Ritu Porna Chakma
গ. Sabina Khatun ঘ. Sheuli Azam উ. খ

৬৭. Which one of the following minerals in found at Gopalpur area of Netrokona district?
ক. Coal খ. White clay
গ. Lime stone ঘ. Hard rock উ. খ
পৃষ্ঠা: ২৫০ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৬৮. The average salinity of sea water is-
ক. 1% খ. 2.5%
গ. 3.5% ঘ. ৫% উ. গ

৬৯. According to the Travel and Tourism Development Index-2024 what is the rank of Bangladesh?
ক. 102 খ. 107
গ. 109 ঘ. 111 উ. গ

৭০. What is the projected GDP growth rate in nominal terms as per our National Budget 2024-25?
ক. 6% খ. 6.5%
গ. 6.75% ঘ. 7.25% উ. গ

৭১. Which one of the following countries does not share any border with China?
ক. Thailand খ. Mongolia
গ. Vietnam ঘ. Kazakhstan উ. ক
পৃষ্ঠা: ৫৭ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭২. Which one of the following is a Micronesian country?
ক. Samoa খ. Palau
গ. Tokelau ঘ. Tuvalu উ. খ
পৃষ্ঠা: ১৩৫ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭৩. Where is The Great Hall of the People' located?
ক. London খ. New York
গ. Moscow ঘ. Beijing উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৭৩ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭৪. Which one of the following districts has no border with Myanmar?
ক. Khagrachari খ. Bandarban
গ. Rangamati ঘ. Cox's Bazar উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ১৮৬ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭৫. Which one of the following districts was under the Sector 11 during the Liberation War of 1971?
ক. Khulna খ. Mymensingh
গ. Kushtia ঘ. Pabna উ. খ
পৃষ্ঠা: ১৩৪ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭৬. Decibel is a unit to measure-
ক. Electricity খ. Light
গ. Heat ঘ. Sound উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৫৬ (অগ্রদূত বিজ্ঞান; ২য় সংস্করণ)

৭৭. Which of the following organizations received Noble Prize more than once?
ক. ILO খ. UNICEF
গ. UNHCR ঘ. IAEA উ. গ
পৃষ্ঠা: ২৫৬ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৪৯.Sum of three consecutive multiples of 3 is 396. Find the largest number.

ক. 151 খ. 135
গ. 141 ঘ. 318 উ. খ

পৃষ্ঠা: ৫২ এর ৩৫৪ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫০.Gulzar is four times as old as Hashem. 10 years ago. Gulzar was 9 times as old as Hashem. What will be the sum of their ages after 6 years?

ক. 92 খ. 88
গ. 84 ঘ. 82 উ. ক

৫১.If 20% of p = q, then q% of 20 is the same as:

ক. 4% of p খ. 5% of p
গ. 10% of p ঘ. 20% of p উ. ক

পৃষ্ঠা: ৩২৪ এর ১১৮ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫২.A towel, when bleached, was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth. The percentage of decrease in area is:

ক. 10% খ. 10.8%
গ. 20% ঘ. 28% উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ১৯৮ এর ৩৭ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫৩.The average of 20 numbers is zero. Of them, at the most , how many may be greater than zero?

ক. 1 খ. 10
গ. 11 ঘ. 19 উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৪৫৫ এর ১২৯ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫৪.A man's speed with the current of a river is 15 km/h and the speed of the current is 2.5 km/hr. What is the man's speed against the current?

ক. 8.5 km/hr খ. 9 km/hr
গ. 10km/hr ঘ. 12.5 km/hr উ. গ

পৃষ্ঠা: ৪৩১ এর ৩৬৮ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫৫.In a school, students may bring breakfast, buy it or may not eat breakfast. If ¼ of of the students bring breakfast, 1/7 don't eat breakfast, and 187 buy it, how nany students bring breakfast?

ক. 49 খ. 58
গ. 68 ঘ. 77 উ. ঘ

৫৬.Today is Friday. After 61 days, it will be:

ক. Saturday খ. Sunday
গ. Tuesday ঘ. Wednesday উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৮৮৯ এর ৩৮ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫৭.Running of the same constant rate, 6 identical machines can produce a total of 270 bottles per minute. At this rate, how many bottles could 10 such machines produce in 4 minutes?

ক. 648 খ. 1800
গ. 2700 ঘ. 1080 উ. খ

৫৮.On dividing a number by 5, we get 3 as remainder What will be the remainder when the square of the number is divided by 5?

ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 4 উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৩৫ এর ২০৬ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৫৯.A starts business with Tk 3500 and after 5 months. B joins with A as his partner. After a year, the profit is divided between A and B in the ratio 2:3. What is B's contribution. in Tk, in the capital?

ক. 9000 খ. 8500
গ. 8000 ঘ. 7500 উ. ক

৬০.Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is two-third of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A : B.

ক. 2 : 3 খ. 3 : 4
গ. 4 : 3 ঘ. 4 : 5 উ. গ

৬১.When is the process where the river abandons its old river channel and forms a new one?

ক. Avulsion খ. Attrition
গ. Abrasion ঘ. Corrasion উ. ক

ক. it was good walking with nails in the boots
খ. it was sheer joy to walk in the forest
গ. the path was unaffected by the frost
ঘ. the walks were invigorating উ. গ

৩৭. Frozen ruts' means-
ক. very cold roads
খ. the road covered with frost
গ. wheel marks in which frost had become hard
ঘ. hard roads covered with snow উ. খ

৩৮. The floor of the forest was soft because-
ক. the forest did not harden it on account of trees
খ. the travelers were wearing boots
গ. the shoes had nails on their sole and heel
ঘ. we enjoyed walking in the woods উ. ক

৩৯. We did not mind the hardness of road because-
ক. we had nailed boots on
খ. it was good walking on the road
গ. the walk was refreshing
ঘ. the nails bit on the frozen roads উ. ক

৪০. We found great joy on account of-
ক. wearing nailed boots
খ. walking on frost with nailed boots on
গ. walking occasionally through the forest
ঘ. the good long walk on the road উ. খ

৪১. How many times are the hands of a clock at right angle in a day?
ক. 22 খ. 24
গ. 44 ঘ. 48 উ. গ
পৃষ্ঠা: ৭৮৬ এর আলোচনা অংশ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪২. The expression $(11.98 \times 11.98 + 11.98 \times Q + 0.02 \times 0.02)$ will be a perfect square for Q =
ক. 0.02 খ. 0.2
গ. 0.04 ঘ. 0.4 উ. গ
পৃষ্ঠা: ৪৯৪ এর ৭৬ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৩. If one-third of one-fourth of a number is 15. then three-tenth of that number is:
ক. 54 খ. 45
গ. 36 ঘ. 35 উ. ক
পৃষ্ঠা: ১৩০ এর ১৮৭ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৪. A shopkeeper suffers a loss of 20% upon selling a shirt for Tk 4000. If he wants to make 15% profit after giving an 8% discount on the marked price. what is the marked price of the shirt in Tk?
ক. 5000 খ. 5750
গ. 6000 ঘ. 6250 উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ২৪১ এর ১৭৩ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৫. A train takes 20 seconds to cross a pole. It takes 50 seconds to cross the platform. What is the ratio of the length of the platform to that of the train?
ক. 2 : 3 খ. 2 : 5
গ. 5 : 2 ঘ. 3 : 2 উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৪১৮ এর ৩১২ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৬. The perimeter of a rectangular field is 104 meters.If the length of the field is 10 meters more than twice the width, what is the area of that field in square meters?
ক. 530 খ. 532
গ. 580 ঘ. 588 উ. খ
পৃষ্ঠা: ৭৯৮ এর ৬৩ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৭. Moyna and Noyna respectively got 20% more and 10% less marks than Jolin in exam. What is the ratio of Noyna and Moyna's exam scores?
ক. 2 : 1 খ. 11 : 12
গ. 3 : 4 ঘ. 4 : 3 উ. গ

৪৮. In your wallet, there are Tk 500 Tk. 200 and Tk 100 notes in the ratio 5 : 9 : 4, amounting to Tk18,800. Find the number of each note respectively.
ক. 20, 36, 16 খ. 37, 1, 1
গ. 10, 18, 8 ঘ. 25, 10, 7 উ. ক
পৃষ্ঠা: ৩২৭ এর ১৩৬ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

১৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. শিরোপীড়া খ. শিরঃপীড়া
গ. শিরপীড়া ঘ. শিরোঃপীড়া উ. খ
পৃষ্ঠাঃ ৩৬৭ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

২০.'চোখের নিমেষ না ফেলিয়া'- এর বাক্য সংকোচন-
ক. অনিমেষ খ. তাৎক্ষণিক
গ. নিমেষে ঘ. প্রত্যক্ষী উ. ক

Questions 21 to 25 Fill in the gap with the most appropriate word

২১.Diplomatic efforts to reach a settlement are expected to resume today after a two-week-
ক. hiatus খ. hibernation
গ. corpus ঘ. capitulation উ. ক

২২.Running a marathon is a test of human-
ক. cessation খ. endurance
গ. indolence ঘ. penchant উ. খ

২৩.It was Governor's view that the country's problems had been ... by foreign technocrats, so that to Invite them to come back would be counterproductive.
ক. foreseen খ. ascertained
গ. exacerbated ঘ. analyzed উ. গ

২৪.The significance of the Magna Carta lies not in its ... provisions, but in its broader impact: it made the king subject to the law.
ক. specific খ. revolutionary
গ. implicit ঘ. finite উ. ক

২৫.The salesman wondered if the customers had been adequately ... about the side effects of the new drug.
ক. acknowledged খ. appraised
গ. apprised ঘ. advocated উ. খ

Questions 26 to 30: From the given alternatives, choose the one which can be substituted for the given sentence.

২৬.One who is fond of fighting-
ক. Bellicose খ. Aggressive
গ. Fighter ঘ. Militant উ. ক

২৭.A paper written by hand-
ক. Handicraft খ. Manuscript
গ. Handiwork ঘ. Thesis উ. খ

২৮.Something that can be heard-
ক. Auditory খ. Audio-visual
গ. Audible ঘ. Audition উ. গ

২৯.The absence of law and order-
ক. Rebellion খ. Anarchy
গ. Mutiny ঘ. Revolt উ. খ

৩০.A person not sure of the existence of god-
ক. Atheist খ. Theist
গ. Cynic ঘ. Agnostic উ. ঘ

Questions 31 to 35: Choose the suitable pair of words whose meaning matches the meaning of the given pair.

৩১.SANCTUARY : SAFETY
ক. Prison : Inmates
খ. Empathy : compassion
গ. Shrine : Sanctity
ঘ. Fort : Enemy উ. গ

৩২.BELIEF : DOCTRINE
ক. Language : jargon
খ. Harmony : Discord
গ. Strength : Resilience
ঘ. Code : Secrecy উ. ঘ

৩৩.CURIOSITY : KNOW
ক. Temptation : conquer
খ. Wanderlust : Travel
গ. Survival : Live
ঘ. Humor : Laugh উ. খ

৩৪.UPBRAID : REPROACH
ক. Dote : Like খ. Lag : Stray
গ. Recast : Explain ঘ. Earn : Desire উ. ক

৩৫.INNOVATION : NOVEL
ক. Debater : Argument
খ. Business : Profits
গ. Medicine : Curative
ঘ. Movie : Plot ঙ. None উ. ঙ

Questions 36 to 40, Answer each question based on the following passage.

Sometimes we off the road and on a path through The pine forest The floor of the forest was soft to walk on, The frust did not harden it as it did the road. But we did not mind the hardness of the road because we had nails in the soles and heels. Nails bit on the frozen ruts and with nailed boots it was good walking on the road and Invigorating. It was lovely walking in the woods.

৩৬.Sometimes we walked through the pine forest as-

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক

সময়: ৬০ মিনিট | পরীক্ষার তারিখ: ০৮.১১.২০২৪ | পূর্ণমান: ৮০

১. নিচের কোনটি ইংরেজী উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ?
ক. গরমিল খ. দরপাট্টা
গ. প্রো-উপাচার্য ঘ. কারবার উ. গ
পৃষ্ঠা: ৪৫৫,৪৫৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

২. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কি বলে?
ক. আদি স্বরাগম খ. অপিনিহিতি
গ. বিষমীভবন ঘ. বিপ্রকর্ষ উ. গ
পৃষ্ঠা: ৩৫৪ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৩. 'আহব' শব্দের অর্থ কি?
ক. আহ্বান খ. আগমন
গ. অস্ত্র ঘ. যুদ্ধ উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৫০৯ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৪. 'কারসাজি' শব্দে কোন ভাষার উপসর্গ রয়েছে?
ক. ফারসি খ. আরবি
গ. সংস্কৃত ঘ. পালি উ. ক
পৃষ্ঠা: ৪৬০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৫. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?
ক. ছোটগল্প খ. কাব্য
গ. নাটক ঘ. প্রহসন উ. খ
পৃষ্ঠা: ৭০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৬. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?
ক. মহাযানী খ. সহজযানী
গ. হীনযানী ঘ. বজ্রযানী উ. খ
পৃষ্ঠা: ২০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৭. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তিকাল কখন?
ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতাব্দী
গ. অষ্টাদশ শতাব্দী ঘ. উনবিংশ শতাব্দী উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৫০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৮. 'মুকুট > মুটুক' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
ক. পরাগত খ. স্বরসঙ্গতি
গ. সমীভবন ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৩৫২ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৯. 'শরতের পরে আসে বসন্ত'- এ বাক্যে 'পরে' অনুসর্গটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. স্বল্পবিরতি অর্থে খ. দীর্ঘবিরতি অর্থে
গ. পর্যন্ত অর্থে ঘ. পানে অর্থে উ. খ
পৃষ্ঠা: ৫৮৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১০. 'রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?
ক. সামান্য খ. আধিক্য
গ. শূন্য ঘ. আতিশয্য উ. খ
পৃষ্ঠা: ৪১৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১১. 'সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না'- এখানে 'সাদা মেঘে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক. অধিকরণে ৭মী খ. অধিকরণে শূন্য
গ. অপাদানে ৭মী ঘ. অপাদানে শূন্য উ. গ
পৃষ্ঠা: ৫৭৮ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১২. 'অহর্নিশ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. অহ+নিশ খ. অহঃ+নিশা
গ. অহোঃ+নিশ ঘ. অঃ+নিশ উ. খ
পৃষ্ঠা: ৩৯৯ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৩. নিচের কোনটি নিপাতনে বহুব্রীহি সমাস?
ক. মাথায়পাগড়ি খ. অজ্ঞান
গ. পণ্ডিতমূর্খ ঘ. কানাকানি উ. গ
পৃষ্ঠা: ৪৪৫ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৪. 'আমার তুল্য' এর বাক্য সংকোচন-
ক. সাদৃশ্য খ. মাদৃশ
গ. সাদৃশ ঘ. সতীর্থ উ. খ
পৃষ্ঠা: ৬০৮ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৫. 'ইতি' শব্দের সমার্থক কোনটি?
ক. বিপণি খ. যবনিকা
গ. দ্বিজ ঘ. বাত্যা উ. খ
পৃষ্ঠা: ৪৯৫ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৬. নিচের কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন?
ক. মণিকাঞ্চন যোগ খ. সোনায় সোহাগা
গ. আদায়-কাঁচকলায় ঘ. আমে দুধে মেলা উ. গ
পৃষ্ঠা: ৬২৭ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৭. 'আমল দেয়া' বাগধারাটির অর্থ কি?
ক. বিচার করা খ. অগ্রাহ্য করা
গ. গুরুত্ব দেয়া ঘ. পূণ্য কাজ করা উ. গ
পৃষ্ঠা: ৬২৭ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৮. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক. জলধি খ. বাঁশি
গ. প্রবীণ ঘ. সন্দেশ উ. ক
পৃষ্ঠা: ৪৮০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৭৮.'G-15' is an economic grouping of-

ক. First World Nations
খ. Second World Nations
গ. Third World Nations
ঘ. Fourth World Nations উ. গ

পৃষ্ঠা: ২৭৬ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৭৯.The unit used to measure the distance between stars is-

ক. Light year খ. Cosmic kilometer
গ. Steller mile ঘ. Galactic unit উ. ক

পৃষ্ঠা: ৯০ (অগ্রদূত ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)

৮০.Which one of the following countries served as a buffer state during the Cold War?

ক. Poland খ. Belgium
গ. Romania ঘ. Sweden উ. ক

০৮ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৩১	বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক গোলাম রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১০৯৮	সিরিয়ায় খ্রিষ্টানদের হাতে ৭০ হাজার মুসলমান নিহত হয়।
১৮২১	স্পেনের নিকট থেকে পানামা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।
১৯১২	তুরস্কের নিকট থেকে আলবানিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০৮ নভেম্বর, ২০২৪
২৩ কার্তিক, ১৪৩১
০৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

☑ 'স্মার্ণানন্দিনী' গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। (মৃত্যু: ৮ নভেম্বর, ১৯৫৪)

☑ কত সাল থেকে বাংলাদেশ GSP পাচ্ছে?

উত্তর: ১৯৭৬।

☑ COP-29 সম্মেলনের সময়কাল কখন?

উত্তর: ১১ নভেম্বর-২২ নভেম্বর।

☑ দেশব্যাপী ৪র্থ বারের মতো অর্থনৈতিক শুমারি শুরু কবে হবে?

উত্তর: ১০ ডিসেম্বর।

☑ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে কতজন বাংলাদেশি রেকর্ড পরিমাণ জয়লাভ করেছেন?

উত্তর: ৫ জন।

☑ বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার কে?

উত্তর: সারাহ কুক।

☑ হোয়াইট হাউসের ১ম নারী চিফ অব স্টাফের নাম কী?

উত্তর: সুসি উইলস।

☑ জার্মানির বর্তমান চ্যান্সেলরের নাম কী?

উত্তর: ওলাফ শোলজ।

আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তা শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লব কথাটি পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি কর্তৃক অক্সফোর্ডে প্রদত্ত on the Industrial Revolutions of the 18th Century in England শীর্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে।

শিল্প বিপ্লব	সময়কাল	আবিষ্কার
প্রথম	১৭৫০-১৮৫০	কয়লার খনি, বাষ্পীয় ইঞ্জিন
দ্বিতীয়	১৮৭০-১৯১৪	বিদ্যুৎ
তৃতীয়	১৯৬০-১৯৯০	ট্রানজিস্টর ও ইন্টারনেট

■ বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে।